কথা—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সময়োচিত সংস্কার—শ্রীব্রজমোহন দাশ

শিল্পী—শ্রীবিজয় রায়চৌধুরী

ব্লক—ন্যাশানাল হাফ্‌টোন কোং

—পরিকল্পনা—

প্রকাশ ও প্রচার-পন্থা—

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

স্বত্বাধিকারী—

শ্রীকিরীটিকুমার পাল

৺

সমাজ জাতীয়-জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। সমাজের সামান্য ত্রুটিও ব্যক্তিগত-জীবনে ঘোরতর অনিষ্ট সংসাধন করে। দোষ-গুণ সকল সমাজেই আছে—দোষের সংশোধনই সমাজের উন্নতির লক্ষণ, গতানুগতিকতায় অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

সামাজিক ছোট-গল্প লিখিলেও সামাজিক উপন্যাস লিখিবার চেষ্টা আমার এই প্রথম। প্রথম চেষ্টায় যে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিব, এরূপ আশা করিতে পারি না।

এই গ্রন্থে অধিকাংশ স্থলে কথোপকথনের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে। পাত্র-পাত্রীর উক্তিতে সংস্কৃত-ভাষা অপেক্ষা সাধারণ কথোপকথনের ভাষাই ভাল মানায় বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং আমি সেইরূপ চেষ্টাই করিয়াছি। ইতি—

কলিকাতা
ফাল্গুন, ১৩২৩ } শ্রীনারায়ণচন্দ্র শর্ম্মা

সমদুঃখভাগিনী অভিমানস্পর্শলেশশূন্যা

সহধর্ম্মিনীর হস্তে

প্রদান করিলাম

—গ্রন্থকার

অভিমান

উপন্যাস

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শিবু গড়গড়ির পুত্র বেহারী গড়গড়ি এণ্ট্রেন্স ফেল হইয়াও যখন দালালি ব্যবসায়ে দিন-দিন কমলার কৃপালাভ করিতে লাগিল, তখন তাহার নাগরিক-সুখ-সৌন্দর্য্যমুগ্ধ মনটা লক্ষ্মীছাড়া পল্লীর উপর সম্পূর্ণ বিরূপ হইয়া উঠিল। সেই অসভ্য ইতর-ভদ্রের অধ্যুষিত বনপুর গ্রামখানা, সেই তাহার জঙ্গলাকীর্ণ কর্দ্দমিত পথ-ঘাট, সেই হাটে-মাঠে উলঙ্গ কৃষকমূর্ত্তি এবং তাহাদের ভদ্রতাবিহীন সম্ভাষণ, এইসকল বেহারীর দৃষ্টিতে একটা বীভৎস ব্যাপার বলিয়া মনে হইল। কেমন সুন্দর স্থান এই কলিকাতা সহর! এখানে সামান্য কুলী হইতে লক্ষপতি গদিওয়ালা পর্য্যন্ত সকলেরই মুখে শ্রুতি-সুখকর 'বাবু' সম্ভাষণ। আর সেখানে? সেখানে কেহ ডাকে বেহারী, কেহ ডাকে দা-ঠাকুর, আবার কেহ-কেহ-বা বলে, গড়গড়ির-পো। ছি-ছি, এমন স্থানেও ভদ্রলোক বাস করে? বেহারীর মনে পড়িল—'যস্মিন্ দেশে ন সম্মানং' ইত্যাদি।

বেহারী বাড়ী ঠিক করিয়া মাতা ও পত্নীকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে দেশে আসিল।

মা কিন্তু বড় গোল বাধাইলেন। তিনি যাইতে চাহিলেন না, বলিলেন, “আমার আর কি বাবা, তিনকাল গিয়েছে, এখন গঙ্গাতীরে বাস করব, ম'লে হাড়-ক'খানা তবু গঙ্গায় পড়বে, এর চেয়ে সুখের কথা আর কি আছে! কিন্তু বাবা, শ্বশুরের ভিটেয় শেষে সন্ধ্যে পড়বে না, এ-আমি দেখতে পারব না। তোমরা যাও বাবা, সুখী হও, আমি বুড়ী এইখানেই প'ড়ে থাকি। যেখানে শ্বশুর-শাশুড়ী ছিলেন, যেখানে তিনি দেহ রেখেছেন, তারই একপাশে আমারও এই হাড়-ক'খানা থাকবে।”

বেহারী মাতাকে অনেক বুঝাইল, ভিটায় সন্ধ্যা না-পড়িলে যে কোন দোষ হয় না, উহা কেবল একটা প্রাচীন কু-সংস্কার মাত্র, সে-কথা ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিল, কিন্তু বৃদ্ধা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। ছেলের পাগলামি দেখিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, “হাঁরে বেহারি, সেদিনকার ছেলে তুই, এই সেকালের বুড়ীকে তুই কি বোঝাবি? আমি কি তোদের মত নাস্তিক?”

অগত্যা বেহারী হার মানিল। সে স্থির করিল, মা থাকেন থাকুন, সে রাণীকে লইয়াই যাইবে।

ইহাতে বেহারীর প্রথমে একটু দুঃখ হইয়াছিল, কিন্তু শেষে সে-দুঃখ একটা উৎকট আনন্দে পরিণত হইল। এখানে মাতার সম্মুখে রাণী লজ্জাশীলা বধূ—সদা সঙ্কুচিতা, তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতেও ভীতা, পাছে মা দেখিতে বা শুনিতে পান, কিন্তু সেখানে আর কোন বাধা থাকিবে না। সেখানে রাণীই গৃহিণী। প্রাণ খুলিয়া উভয়ে প্রেম-নাটকের অবাধ অভিনয় করিতে পারিবে—দিনরাত রাণীকে বুকের উপর রাখিয়া দিলেও একটা কথা কহিবার কেহ থাকিবে না। সে কি

আনন্দ ! কি শান্তি ! 'ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য' এই প্রবাদ-বাক্যের সত্যতা আজ বেহারী মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিল।

কিন্তু হায়, তাহার এই স্বপ্নের অট্টালিকা রাণী যে একটা কথায় ধূলিসাৎ করিয়া দিবে, তাহা বেহারী একবারও ভাবে নাই। শাশুড়ী যাইবেন না শুনিয়া রাণী বলিল, "মাকে ফেলে আমি যেতে পারব না।"

রাণীর কথা শুনিয়া বেহারী যেন আকাশ হইতে পড়িল, বলিল, "সে কি, তুমি যাবে না ?"

রাণী বলিল, "না, মাকে এ-সময়ে ফেলে গেলে আমার নরকেও স্থান হবে না।"

বেহারী বলিল, "মা'র যাতে কোন কষ্ট না-হয় আমি তার বন্দোবস্ত ক'রে যাব—একটা ঝি রেখে দেব।"

রাণী বলিল, "হাজার ঝি রাখলেও আমি যতটুকু করব, তার হাজার ভাগের একভাগও কেউ করতে পারবে না।"

বেহারী তখন রাণীকে অনেক বুঝাইল, সেখানকার সুখময় গৃহের প্রলোভন দেখাইল, অনুনয়-বিনয় পর্য্যন্ত করিল, কিন্তু রাণী টলিল না, তাহার মুখে সেই এক কথা—"মাকে ফেলে আমি কোথাও যাব না।"

পত্নীর এই অবাধ্যতা ও একগুঁয়েমি দেখিয়া বেহারীর হৃদয়ের সুপ্ত অভিমান জাগিয়া উঠিল, বলিল, "তাহ'লে তুমি আমাকে ভালবাস না ?"

রাণী সহাস্যে বলিল, "এই পাঁচ-বছরেও যদি সেটা না বুঝে থাকো, তবে আমার মুখে বলা বৃথা।"

রাণীর মুখে হাসি দেখিয়া বেহারী রাগিয়া উঠিল, বলিল, "বেশ, তুমি এইখান নিয়েই থাকো, আমিও সেইখান নিয়ে থাকব।"

অবিচলিতস্বরে রাণী বলিল, "স্বচ্ছন্দে।"

বেহারী বলিল, "আমি আবার বিয়ে করব।"

ঈষৎ হাসিয়া রাণী বলিল, "আমাকে বুঝি ভয় দেখাচ্চো?"

বেহারী বলিল, "ভয় দেখানো নয়, সত্যিই বিয়ে করবো।"

রাণী বলিল, "ক'টা?"

বেহারী বলিল, "আপাততঃ একটা—তা যদি না-করি, আমি বামুনের ছেলে নই।"

রাণী স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "একটা কেন, তুমি দশটা বিয়ে কর, কিন্তু অমন কটু দিব্যি ক'রো না—ছিঃ!"

রাণীর হাতটা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া বেহারী পাশ ফিরিয়া শুইল। স্বামীর কঠোর প্রতিজ্ঞার কথা ভাবিতে-ভাবিতে একসময় রাণী ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে উঠিয়া বেহারী কলিকাতায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় রাণীর সহিত দেখা পর্য্যন্ত করিল না।

শাশুড়ী বধূকে ডাকিয়া বলিলেন, "কাজটা কি ভালো হ'লো মা?"

রাণী বলিল, "মন্দই বা কি।"

শাশুড়ী বলিলেন, "ও যে চিরকাল একগুঁয়ে।"

রাণী বলিল, "আমিই বা কোন্ কম মা?"

শাশুড়ী বলিলেন, "কিন্তু গেলে ভালো হ'তো।"

রাণী বলিল, "তোমাকে ফেলে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না।"

শাশুড়ী সস্নেহে বধূর মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে স্নেহ-গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিলেন, "তা আমি জানি রাণী, আর জানি ব'লেই তোর জন্যে এত ভাবনা।"

একটু ভাবিয়া বৃদ্ধা আবার বলিলেন, "থাক্ শ্বশুরের ভিটে, আমারও শেষকালে গঙ্গাবাসটা হোক—কা'ল আমরা দু'জনেই যাই চল্।"

অভিমানদৃপ্তকণ্ঠে রাণী বলিল, "আমি যাব না মা, আমি তোমার পা জড়িয়ে এইখানে প'ড়ে থাকব, দেখি তুমি কেমন ক'রে আমায় নিয়ে যাও।"

বৃদ্ধা হাসিয়া বলিলেন, "মা-গো মা, যেমন ছেলে, তেমনি বউ।"

পরক্ষণেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপনমনে বলিলেন, "হে ভগবান্, আমার সতীলক্ষ্মীকে কষ্ট দিয়োনা ঠাকুর!"

*

* *

তিনমাস পরে রাখাল দাস কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, গত ফাল্গুনের শেষে বেহারী একটা বিবাহ করিয়াছে। খুব বড় মেয়ে, দেখিতেও বেশ সুন্দরী।

ইহা শুনিয়া বেহারীর মা কাঁদিতে লাগিলেন। রাণীরও যে কান্না আসিল না এমন নয়, কিন্তু সে কান্না জোর করিয়া বুকে চাপিয়া শাশুড়ীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল, বলিল, "যত ইচ্ছে বিয়ে করুক না মা, তাতে তোমার-আমার কি?"

বৃদ্ধা মাথায় হাত চাপড়াইয়া বলিলেন, "তোরই যে সর্ব্বনাশ রে আবাগের বেটী।"

রাণী বলিল, "একটুও না। আমার সর্ব্বনাশ হ'তো, যদি মা, আমি তোমায় ফেলে যেতাম।"

বৃদ্ধা বলিল, "কিন্তু না-গিয়ে একি হ'লো ?"

রাণী বলিল, "কিছুই হয়নি।"

বৃদ্ধা বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে বধূর উদ্বেগবিহীন মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুই কিরকম মেয়ে ?"

রাণী হাসিয়া শাশুড়ীর পায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিল, "ঠিক মায়ের মত। কিন্তু মা, তুমি যদি কাঁদাকাটা কর, তা'হলে আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ব !"

বৃদ্ধা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হায়-হায়, এমন কু-সন্তানও পেটে ধরেছিলাম !"

বেহারী মাসে দশ টাকা করিয়া খরচ পাঠাইত। এই বিবাহের পরের মাসেও যথারীতি সে-টাকা মণি-অর্ডারে আসিল। কিন্তু রাণী টাকা লইল না, মণি-অর্ডার 'মালিক টাকা লইল না' কৈফিয়ৎ লইয়া ফেরত গেল। বৃদ্ধা শুনিয়া হৃষ্ট হইয়া বলিলেন, "টাকা ফেরত দিয়েছিস্, বেশ করেছিস্। তার পয়সা খেলেও অধর্ম্ম হবে। তুই টাকা নিলে আমি তোর হাতে খেতাম না।"

রাণী বলিল, "তুমি কি আমাকে এমনি ছোটলোকের মেয়ে মনে কর মা ?"

বৃদ্ধা হাসিয়া বলিলেন, "কৈ, তোর বাপ ছিদাম চক্রবর্ত্তী তো বড়লোক ছিল না।"

রাণীও হাসিয়া বলিল, "আমি তোমার কথা বলছি মা।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "তাহ'লেও বাছা, সত্যি বলতে গেলে—আমি ছেড়ে আমার বাবাও বড়লোক ছিল না।"

রাণী বলিল, "কিন্তু তোমার সেই গরীব বাবা তোমার বুকের ভেতর এমন একটা জিনিস দিয়ে গেছেন, যা টাকা দিয়েও পাওয়া যায় না, রাজার রাজ্য দিলেও সে-জিনিস মেলে না।"

বৃদ্ধা দুইহাত দিয়া জড়াইয়া বধূকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন, তাঁহার দুই চোখ দিয়া স্নেহের তরল ধারা গড়াইতে লাগিল।

দিন একটু কষ্টে চলিতে লাগিল। সাত-আটবিঘা লাখরাজ জমি ছিল, তাহা ভাগে বিলি করিয়া যে ধান পাওয়া যাইত তাহাতে সংবৎসরের খোরাকটা চলিত। তা'ছাড়া রাণী পৈতা তুলিত, ছেঁড়া কাপড়ের উপর ফুল তুলিয়া আসন প্রস্তুত করিত, একটি গাই ছিল, তাহার সেবা করিয়া যে দুধ পাইত, শাশুড়ীর মত রাখিয়া বাকীটুকু বিক্রয় করিত, বাড়ীতে শাক-পাতা গাছ-গাছড়া জন্মাইয়া তরকারির অভাব পূরণ করিত। এইরূপে দুইটি প্রাণী দুঃখ কষ্ট করিয়া কোনপ্রকারে আপনাদের দিন চালাইয়া দিত।

বধূর এই বিরামবিহীন কঠোর পরিশ্রম দর্শনে শাশুড়ীর মনে বড় কষ্ট হইত, কিন্তু রাণী ইহাতে একটুও কষ্টবোধ করিত না, বরং সে ইহার মধ্যে একটা সগর্ব্ব আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত এবং তাহার এই গর্ব্বটুকু বজায় রাখিবার জন্য দিনরাত ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিত। কিন্তু ঈশ্বর তাহার এই ক্ষুদ্র প্রার্থনাটুকু শুনিতে পাইলেন না।

সে-বৎসর ভাদ্রমাসে দামোদরের বন্যা আসিয়া মাঠের ধান সব ভাসাইয়া লইয়া গেল। দেশে হাহাকার পড়িল, পৌষমাসে রাণী একমুঠা ধানও ঘরে তুলিতে পারিল না। তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

সেই দুর্বৎসরে রাণীর যে দুই-একখানা গহনা ছিল তাহা গেল, ঘরের ঘটী-বাটিতেও টান পড়িল, তবুও দিন চলে না। রাণী হতাশ হইয়া পড়িল।

নিজের জন্য ততটা ভাবনা ছিল না, যত ভাবনা বৃদ্ধা শাশুড়ীর জন্য। সে কেমন করিয়া চক্ষের সম্মুখে তাঁহাকে উপবাস করিতে দেখিবে? —ভগবান্! আমি অনাহারে মরিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু মা'র একটা উপায় ক'রে দাও ঠাকুর!

ভগবান্ কিন্তু কোন উপায়ই করিয়া দিলেন না। রাণী অকূলপাথারে পড়িল। হায়, তাহার গর্ব্ব-অভিমান সবই বুঝি যায়, এবার বুঝি পরের দ্বারে হাত-পাতিতে হয়। কথাটা ভাবিতেই রাণীর সর্ব্বাঙ্গে তড়িৎপ্রবাহ ছুটিল। কিন্তু হাত-পাতা ছাড়া আর যে উপায় নাই।

এই দুর্দ্দিনে এক-একবার স্বামীর কথা তাহার মনে পড়িত। কিন্তু সে-কথা মনে পড়িলেই অভিমানে, লজ্জায় তাহার সমস্ত হৃদয়টা ক্ষুব্ধ—সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত, তাহার নিজের উপরই এমন একটা রাগ হইত যে, নিজেই তাহা সামলাইতে পারিত না। সে একবার যাহার দান সগর্ব্বে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, এখন তাহার নিকট আবার সেই প্রত্যাখ্যাত দান ফিরাইয়া লইতে চাহিবে? রাণী ভাবিত—প্রাণ গেলেও তাহা পারিব না।

কিন্তু এখন কেবল নিজের প্রাণ লইয়া কথা নয়, তাহার সঙ্গে শাশুড়ীর প্রাণটাও অবিচ্ছিন্নভাবে জড়াইয়া আছে। নিজের জন্য না হইলেও অন্ততঃ শাশুড়ীর জন্যও তাহাকে এখন পরের দ্বারে হাত-পাতিতে হইবে। এই বিষম সঙ্কটস্থলে উপস্থিত হইয়া রাণী অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, যখন হাত-পাতিতেই হইবে, তখন অন্যের নিকট হাত না-পাতিয়া, তাঁহার নিকট হাত-পাতাই ঠিক।

সঙ্কল্প স্থির করিয়া রাণী স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল। স্বামীর নিকটেই সে একটু-আধটু লেখাপড়া শিখিলেও স্বামীকে পত্র লেখা এই তাহার প্রথম। সুতরাং সে-কাজ এত সহজে সম্পন্ন হইল না। অনেক কষ্টে মোটা-মোটা আঁকাবাঁকা অক্ষরে পত্রখানা শেষ করিল। পত্রে লিখিল—

শ্রীচরণেষু,—

প্রায় দু'বছর পরে তোমার কাছে আবার সাহায্য চাইচি। নিজের জন্যে বোধ হয়—বোধ হয় কেন, নিশ্চয় এমন কাজ করতাম না, কিন্তু চোখের ওপর মাকে অনাহারে ম'রতে দেখি কেমন ক'রে? আমাদের বড় কষ্টে দিন কাটচে। ঘরে আর বেচবার মত কিছুই নেই, শুধু ঘরখানা আছে। তোমার যেমন বিবেচনা হয় ক'রো। ইতি—

রাণী।

পত্রখানা ভোঁমার মা'র দ্বারা তাড়াতাড়ি ডাকে দিবার বন্দোবস্ত করিয়া রাণী নিশ্বাস ফেলিল।

তাহার পর একমাস কাটিয়া গেল, কিন্তু পত্রের উত্তর বা সাহায্য কিছুই আসিল না। লজ্জায়, ঘৃণায় রাণীর মরিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল।

শাশুড়ী বলিলেন, "কি হবে রাণি?"

রাণী এ-কথার কি উত্তর দিবে? সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বৃদ্ধা পুনরায় বলিলেন, "তাই তো, আর যে উপায় নেই।"

রাণী বলিল, "তোমার বড় কষ্ট হ'চ্ছে মা—না?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "আমার কষ্ট? আমার কষ্ট কে বুঝবে রাণি? উপযুক্ত

ছেলে থাকতে আজ আমাকে উপোস দিতে হ'চ্ছে, তোর মত সতীলক্ষ্মী বউ খেটে-খেটে সারা হ'য়ে যাচ্ছে। আমার এ-কষ্ট কে দেখবে, কে বুঝবে ?"

বলিতে-বলিতে বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিলেন। রাণীর বুকটা যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "তবে না-হয় কলকাতায় যাই চলো মা।"

বৃদ্ধা বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই যাবি ?"

রাণী বলিল, "তুমি বল তো যাই।"

রাণীর মনের ভাব বুঝিতে বৃদ্ধার বাকী রহিল না। তথাপি তিনি মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "তা আমি বলচি, চল্।"

রাণী মৃদুহাস্যপূর্ণ দৃষ্টিতে শাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া, তাঁহার পায়ে একটা হাত রাখিয়া বলিল, "সত্যি ? আমাকে ছুঁয়ে বলছ ?"

বৃদ্ধা আপনার পা টানিয়া লইয়া সক্রোধে বলিলেন, "স'রে যা আবাগী আবাগের বেটী নিজেও ম'রবে, আমাকেও মারবে।"

রাণী হাসিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। বৃদ্ধা তুলসীতলায় মাথা খুঁড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "হে ঠাকুর, বুড়ো-বয়েসে এ-শেকল আমার পায়ে জড়িয়ে দিলে কেন ? আমার যে মরণেও সোয়াস্তি নেই।"

দিন চলিতে লাগিল। একবেলা বা আধপেটা খাইলেও দিন বসিয়া থাকিবার নয়। রাণী প্রাণান্ত পরিশ্রমে শাশুড়ীকে আধপেটা খাওয়াইয়াও আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিল, ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিল।

ঘোর কলিকালেও শাশুড়ীর জন্য তাহার এই কঠোর আত্মত্যাগ দেখিয়া পাড়ার মেয়েরা ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল। বিধুর ঠাকুরমা বলিল, "আহা, বউ তো নয়—সাক্ষাৎ সতীলক্ষ্মী !"

কিন্তু এই সতীলক্ষ্মী কথাটা কাহারও-কাহারও গায়ে একটু বিপরীত-ভাবে বিঁধিল। তাহাদের মধ্যে নিস্তার-দিদি একজন। সে প্রতিবাদের ইচ্ছায় শ্লেষের সুরে বলিল, "আহা, কি সতীলক্ষ্মী গো! যাকে সোয়ামী নিয়ে ঘর করলে না, আবার একটা বিয়ে করলে, তিনি হ'লেন সতী-সাবিত্রী!"

বিধুর ঠাকুরমা রাগিয়া বলিল, "অমন কথা বলিস না নিস্তার, জিভ খ'সে যাবে।"

নিস্তার নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "সত্যি কথায় জিভ খসে খসবে, তা-ব'লে আমি খোসামুদে-কথা বলতে পারব না। আমি চিরকেলে ঠোঁটকাটা-নিস্তার।"

সঙ্গে-সঙ্গে সে বিধুর ঠাকুরমার মুখের কাছে আপনার ডানহাতটা নাড়িতে ভুলিল না।

*

* *

"সইমা কোথায় গো!"

রাণী দেখিল, মাথায় টেরি, হাতে ছড়ি, গায়ে পাঞ্জাবী, পায়ে সু, এক নব্য-ভব্য যুবক আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়াছে। বৃদ্ধা ঘরের ভিতর ছিলেন, তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা?"

"আমায় চিনতে পাচ্চো না সইমা? আমি সারদা।"

বৃদ্ধা ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "সারদা! এসো বাবা, এসো। আর চোখে

তেমন ঠাওর পাই না। বউমা, একখানা আসন দাও তো গা—কবে এলে বাবা?"

রাণী গলা পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া, একখানা আসন পাতিয়া দিয়া ঘরে ঢুকিল। সারদাচরণ সেদিকে একটা বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া আসনে বসিয়া বলিল, "আজ তিনদিন এসেছি। কাজের ভিড়ে আসতে পারিনি তাই আজ ভাবলাম, দুপুরবেলাটা না-ঘুমিয়ে সইমাকে একবার দেখে আসি।"

আনন্দের হাসি হাসিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "তা আসবে বইকি বাবা, আসবে বইকি। আজ যদি সই থাকতো—তা ভাল আছ তো?"

ঈষৎ হাস্যসহকারে আপনার কুশল জ্ঞাপন করিয়া সারদা বলিল, "বেহারী-দা আবার নাকি বিয়ে করেছে?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "তার কথা আর ব'লো না বাবা, সে ছেলে নয়—শত্রু।"

সারদাচরণ কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, "ব্যাপার কি সইমা?"

বৃদ্ধা তখন চাপিয়া বসিয়া একে-একে সব কথা বলিতে লাগিলেন। বেহারীর কলিকাতাবাসের ইচ্ছা, তাঁহার তাহাতে অসম্মতি, বধূর সহিত বেহারীর কলহ, তাহার পুনরায় বিবাহ, এখানে বধূর প্রাণপণে তাঁহার সেবা ইত্যাদি কোন কথাই বাকী রাখিলেন না। একজন আগন্তুকের নিকট ঘরের খুঁটিনাটি-কথা প্রকাশ করিতে দেখিয়া শাশুড়ীর উপর রাণীর রাগ হইল, তাহার চেয়েও বেশী রাগ হইল সেই আগন্তুকের উপর, যে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া আগ্রহের সহিত পরের ঘরোয়া-কথা জানিয়া লইতেছে। তাহার ইচ্ছা হইল সে আসিয়া শাশুড়ীকে নিরস্ত করে, কিন্তু উপায় নাই, বাহিরে সারদা বসিয়া আছে।

বক্তব্য শেষ করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "সব আমার অদৃষ্ট! আমি পোড়া-কপালী যদি কাল না হবো, তাহ'লে কি এমনটা হয়? বউমা, সারদাকে দু'টো পান দাও তো গা!"

রাণী পরিধেয়দ্বারা আপাদমস্তক উত্তমরূপে ঢাকিয়া ঘরের বাহির হইল এবং পানের ডিবাটা শাশুড়ীর কাছে রাখিয়া নিঃশব্দগতিতে আবার ঘরে ঢুকিল।

সারদা একটা পান মুখে দিয়া পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল এবং জোরে টান দিয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "ছি-ছি, বেহারী-দা এমন অন্যায় কাজ করলে? এমন সুন্দরী স্ত্রী!"

সারদা আপনার তীক্ষ্ণ-কটাক্ষটা একবার ঘরের ভিতর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু সেখানে কাহারও প্রশংসমান কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টির সন্ধান না-পাইয়া হতাশচিত্তে মুখ ফিরাইয়া লইল। তারপর সিগারেটে আরও গোটাকয়েক টান দিয়া তাহার ছাইটা ঝাড়িতে-ঝাড়িতে বলিল, "এবার কলকাতায় গিয়ে বেহারী-দাকে এমন গোটাকতক কড়া-কড়া কথা শুনিয়ে দেব যে, সে বুঝতে পারবে, তার কাজ কতদূর অন্যায় হয়েছে।"

তারপর আরও দুই-চার কথা কহিয়া সারদা সেদিনের মত বিদায় হইল এবং ভবিষ্যতে আসিবারও আশা দিয়া গেল। যাইতে-যাইতে সারদাচরণ সেই পুরাতন—'সরসিজমনুবিদ্ধং' শ্লোকটা একবার আবৃত্তি করিয়া লইল।

সারদা চলিয়া গেলে রাণী বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "লোকটা কে মা?"

বৃদ্ধা বলিল, "ওকে চিনিস্ না? আর চিন্‌বিই বা কেমন ক'রে, ও

তো এখন এখানে থাকে না—ও অনন্ত ভট্চায্যির ছেলে। ওর মা আমার সই ছিল। সেকি আজকের কথা! বেহারী তখন তিন-বছরেরটি। সে-বছর গাঁয়ে মায়ের খুব কৃপা হয়। তখন তো এত ডাক্তার-বদ্যি ছিল না, থাকলেও যা করেন—মা। তাই গাঁয়ের মুরুব্বিরা চাঁদা তুলে খুব ধুমধামে মায়ের পূজো দেয়, পূজোর পরদিন সেখানে 'সয়লা' হয়। সেই সয়লাতলায় ওর মা আমার সঙ্গে সই পাতিয়েছিল। আগে ওদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল, ওর মা মারা যাওয়ার পর থেকে আর ততটা নেই।"

বৃদ্ধা সারদাচরণের যেটুকু পরিচয় দিলেন, আমরা তদপেক্ষা একটু বেশী পরিচয় দিতে চাই।

সারদাচরণের পিতা অনন্তরাম ভট্টাচার্য্য একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, কিন্তু তিনি শাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন না। তিনি কখন কোন সভায় গিয়া ঘোরতর তর্কজালে কোন পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়া আপনার জিগীষাবৃত্তি চরিতার্থ করেন নাই। কোন জিগীষু পণ্ডিত তাঁহার নিকট আসিয়া তর্ক উপস্থিত করিলে তিনি তাহার যথাশাস্ত্র মীমাংসা করিয়া দিতেন, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী বৃথা তর্কে উদ্যত হইলে সবিনয়ে আত্মপরাজয় স্বীকার করিতেন। তিনি চার-পাঁচটি ছাত্রকে বিদ্যা ও অন্নদান করিতেন, কিন্তু সমাজের নিকট হইতে কিছুমাত্র প্রতিদান লইতেন না। এই প্রতিগ্রহ-বিমুখ ব্রাহ্মণ আপনার কয়েকবিঘা নিষ্কর জমির আয়েই সন্তুষ্ট থাকিয়া জ্ঞানালোচনাতেই শান্ত-জীবনটি কাটাইয়া দিতেছিলেন, তিনি সমাজের সহিত মিশিতেন না, সামাজিক ব্যাপারেও যোগ দিতেন না।

লোকেও তাঁহার সহিত বড় একটা মিশিত না। কেন না, তাঁহার অসামাজিক প্রকৃতির সহিত সামাজিক লোকের প্রকৃতি ঠিক থাপ থাইত

না। কেহ কোন ব্যবস্থা লইতে গেলে তিনি তাহার যথাশাস্ত্র বিধান দিতেন, তা সে-বিধান যতই কঠিন বা কোমল হোক, সেজন্য তিনি কাহারও মুখের দিকে চাহিতেন না। ইহাতে লোকে মনোমত ব্যবস্থা না-পাইয়া অসন্তুষ্ট হইত। ক্রমে তাহারা এই অসামাজিক পণ্ডিতকে 'পণ্ডিত-মূর্খ' আখ্যা দিয়া তাঁহার সান্নিধ্য ত্যাগ করিল।

এই পণ্ডিতমূর্খের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ সারদাচরণ এবং কনিষ্ঠ শিবচরণ। সারদাচরণ উপনয়ান্তে যখন পিতৃ-আজ্ঞায় কলাপের সন্ধি-বৃত্তির সহিত পরিচয়ের চেষ্টা করিতেছিল, তখন তাহার নিঃসন্তানা পিসীমা সারদাচরণকে প্রতিপালন করিয়া অতৃপ্ত পুত্রবাৎসল্যের কিয়দংশ পরিতৃপ্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা ভ্রাতার নিকট প্রকাশ করিলেন। ভট্টাচার্য্যমহাশয় অনুজার উপরোধ এড়াইতে পারিলেন না। সারদাচরণও সন্ধিবৃত্তির হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া সানন্দে পিসীমার অনুগামী হইল।

কলিকাতায় আসিয়া সারদাচরণ ইংরাজী-স্কুলে ভর্ত্তি হইল। সঙ্গে-সঙ্গে তাহার আকৃতি-প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। সে ছোট-বড় করিয়া চুল ছাঁটিল, পৈতৃক শিখাটিকে গঙ্গায় ভাসাইয়া দিল, সকালে উঠিয়া কোশাকুশির পরিবর্ত্তে চায়ের পেয়ালা ধরিতে অভ্যস্ত হইল—ক্রমে তাহার পকেটে সিগারেটের বাক্স আসিয়া আশ্রয় লইল।

সারদাচরণের প্রতিজ্ঞা অসাধারণ। সেকেণ্ড-ক্লাসে উঠিয়া সে সেক্সপীয়ার হইতে হার্ব্বার্ট, স্পেনসার, কোমৎ, কাণ্ট প্রভৃতি কবি ও দার্শনিকগণের অভিজ্ঞতার সারমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইল। ক্রমে তাহার হিন্দুধর্ম্মের উপর বিতৃষ্ণা জন্মিল। ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলেও সে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিত, সেখানে বক্তৃতা, সংকীর্ত্তন এমন গম্ভীরভাবে

বসিয়া শুনিত যে, কেহই মনে করিতে পারিত না, এই যুবক ধর্ম্মভাবে বিভোর হয় নাই। সে এখন চিঠির মাথায় শ্রীশ্রীদুর্গার পরিবর্ত্তে ওঁতৎসৎ লিখিত এবং মাঝে-মাঝে চক্ষু মুদিয়া নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে একটা অচিন্ত্য অব্যক্ত প্রকাণ্ড জ্যোতির্ম্ময় পদার্থকে খুঁজিয়া বেড়াইত।

মধ্যে-মধ্যে সারদাচরণ বনপুরেও আসিত। সে আসিলে গ্রামের মধ্যে একটা হৈ-চৈ বাধিয়া যাইত। তাহার চালচলন দেখিয়া, তাহার বক্তৃতা শুনিয়া লোকে স্তম্ভিতচিত্তে তাহাকে 'অসাধারণ' আখ্যা প্রদান করিত। পিতা কিন্তু পুত্রের পরিণাম চিন্তা করিয়া বিমর্ষ হইতেন।

সারদাচরণ বলিত, "স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দাও, বিধবার বিবাহ দাও, ব্রাহ্মণ-শূদ্রে কোন প্রভেদ নাই, সকলেই সেই এক অদ্বিতীয় অচিন্ত্য অব্যক্ত নিরাকার পরমব্রহ্মের সন্তান, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ভ্রাতা-ভগ্নী।"

কিন্তু এইখানেই বড় গোল বাধিত। স্ত্রীজাতিমাত্রেই যে কিরূপে ভগ্নীস্থানীয়া হইতে পারে, তাহা বনপুরের অশিক্ষিত লোকেরা বুঝিতে পারিত না আর এইজন্যই সারদাচরণ একদিন নেত্য-গোয়ালিনীকে 'প্রিয় ভগ্নী' সম্বোধন করিয়া সেই ভগ্নীর হস্তে এরূপ নির্য্যাতিত হইয়াছিল যে, সে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে এই ভ্রাতা-ভগ্নী কথাটা উঠাইয়া দিবার দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছিল।

এইরূপে সারদাচরণ মাঝে-মাঝে ধূমকেতুর ন্যায় জন্মভূমিতে উদিত হইয়া, সেখানে একটা বিপ্লবের কোলাহল তুলিয়া দিয়া কয়েকদিনের মধ্যেই আবার অন্তর্হিত হইত। সে চলিয়া গেলে গ্রামের লোক দিনকতক তাহার বিষয় লইয়া আলোচনা করিত, তাহার পর নিরীহ পল্লী আবার স্তব্ধ হইয়া যাইত।

এবার গ্রামে আসিয়া সারদা কিন্তু ততটা বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে পারিল না। বহুদিন পরে তাহার সইমার উপর বিস্মৃতপ্রায় স্নেহটা এমনভাবে জাগিয়া উঠিল যে, তাহাকে দিনের অনেকটা সময় বাধ্য হইয়া বেহারীর বাড়ীতে কাটাইতে হইত এবং পান, জল প্রভৃতির প্রয়োজন জানাইয়া বউদিদির দুঃখের ভারে অবসন্ন মনটাকে সজীব করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিত। মধ্যাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বউদিদির গুণগান এবং বেহারী-দার কার্য্যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া এই অবগুণ্ঠনাবৃতা দুঃখভার-প্রপীড়িতা বধূটির সানুরাগদৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেও ছাড়িত না। কিন্তু বউদিদির মনটা ইহাতে যে ক্রমেই তিক্ত হইয়া উঠিতেছে, তাহা জানিতে পারিত না। বাস্তবিকই রাণী তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। সে যতক্ষণ থাকিত, ততক্ষণ রাণীকে চোরের মত ঘরের কোণে বসিয়া থাকিতে হইত—ইহাতে কেবল কষ্ট নয়, সংসারের কাজেরও ক্ষতি হইত। তা'ছাড়া মেয়েমানুষের বাড়ীতে একজন যুবকের এরূপ গতিবিধি সে পছন্দ করিত না। সে একদিন শাশুড়ীকে মনের কথা বলিয়াছিল, কিন্তু শাশুড়ী বলিয়াছিলেন, "একজন বাড়ীতে আসছে, তাকে কি বলা যায়, তুমি এসো না ? আর ও ক'দিনই বা থাকবে ?"

যে বনপুরের জলবায়ু অসহ্য বলিয়া সারদাচরণ তথায় একসপ্তাহকালও থাকিতে পারিত না, এবারে সেখানে তাহার একপক্ষ কাটিয়া গেলেও যাইবার কোন উৎসাহ দেখা গেল না, বরং আরও যে কিছুদিন কাটাইবে, এরূপ সম্ভাবনাও প্রকাশ পাইল। সে কাহারও-কাহারও নিকট বলিল, কলিকাতার রুদ্ধ-বায়ুতে প্রাণটা হাঁপাইয়া উঠিয়াছে, তাই সে দেশের মিঠে ফাঁকা-হাওয়াটার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছে না।

রাণী কিন্তু ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। তখন সে স্থির করিল,—মা বলিতে না-পারেন, ঘরের ভিতর হইতে আমিই স্পষ্ট বলিব। এত ভয়ই বা কি? শেষে কি একটা কলঙ্ক কিনিব?—সঙ্কল্প স্থির করিলেও রাণী কিন্তু বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারিল না।

পাড়ার লোকে কিন্তু তখন রাণীর সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলাবলি করিতেছিল। কতকগুলি প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনী যাহারা নিঃস্বার্থভাবে পরের শুভাশুভ চিন্তা করিয়াই দিন কাটায়, তাহারা অনেকদিন হইতেই একটা মহা সমস্যার মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিল। সে-সমস্যাটা এই—যাহার স্বামী এত টাকা রোজগার করে, সে এমন কষ্ট করিয়া দুঃখময় দরিদ্র-জীবনযাপন করে কেন? আর তাহার স্বামীই বা এমন সুন্দরী সুরূপা স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া কিজন্য দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিল? ইহার কারণটা অপ্রকাশিত হইলেও যে গুরুতর, তদ্বিষয়ে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না, কিন্তু কোন অতি-বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও সেই গুহ্য কারণটার আবিষ্কার করিয়া কলম্বসের প্রতিযোগী হইতে পারিল না।

এই সারদাচরণকে টেরি কাটিয়া, কোঁচা দুলাইয়া, সিগারেট ফুঁকিয়া বেহারীর বাড়ীতে যাতায়াত করিতে দেখিয়া অনেকে যেন এই দুস্তর সমস্যাসাগরের একটা কূল দেখিতে পাইল। তবে কেহ-কেহ বলিল, 'না-না, এও কি সম্ভব?' কিন্তু অম্লপরিপাকের এমন উপাদেয় ভেষজ কেহ পরিত্যাগ করিতে পারিল না।

*

* *

সেদিন মধ্যাহ্নে সারদা যখন সইমাকে ডাকিতে-ডাকিতে বাড়ী ঢুকিল, রাণী তখন মনের ভিতর একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লইয়া দাবার একপাশে বসিয়া পৈতা তুলিতেছিল, তাহার শাশুড়ী মুমূর্ষু বিধুর ঠাকুরমাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিনে সারদা সইমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও যখন একখানা দশ টাকার নোট তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া গিয়াছিল, তখন হইতেই রাণী সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। তাহার অপমানক্ষুব্ধ হৃদয় ক্রোধে মোরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল, তাই শাশুড়ীর অনুপস্থিতিতেও সারদাকে দেখিয়া সে আজ উঠিয়া পলাইল না—গায়ের কাপড় সামলাইয়া লইয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিল।

সারদা দাঁড়াইয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সইমা কোথায় ? বাড়ীতে নেই বুঝি ?"

রাণী কোন উত্তর দিল না। তখন সারদা মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা বউদি, দুপুরবেলা অতিথি-ব্রাহ্মণকে বসতে একটা জায়গাও দেবে না বুঝি ?"

রাণী উঠিল না, একটু নড়িলও না। সারদা বিনা-আসনেই দাবার উপর বসিয়া পড়িল। রাণী আস্তে-আস্তে উঠিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। সারদা যেন ঈষৎ অভিমানের স্বরে বলিল, "আমায় দেখে অত মাথায় কাপড় কেন বউদি ? আমি বাঘ না ভালুক ?"

রাণী মনে-মনে বলিল—তারও বেশী।

একটা কথারও উত্তর না-পাইয়া সারদা একটু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল,

সে আপনমনে শিস দিতে-দিতে তালে-তালে পা নাচাইতে লাগিল। একটু পরে শিস থামাইয়া, একটু কাসিয়া সারদা বলিল, "বউদি, বেহারী-দা বোধ হয় তোমায় ভালবাসতো না ?"

ভিতর হইতে চুড়ির ঠন্-ঠন্ শব্দ আসিয়া কানে বাজিল। উৎসাহিত হইয়া সারদা বলিল, "চোখ চাই—রত্ন চেনবার চোখ চাই, জহুরীতেই জহর চেনে।"

রাণীর আর সহ্য হইল না। সে ঘরের ভিতর হইতে মৃদু অথচ গম্ভীর-স্বরে বলিল, "আপনি এখানে আসেন কেন ?"

সারদা ইহার সহজ উত্তরটাই দিতে যাইতেছিল—তোমাকে দেখতে, কিন্তু তাহাতে একেবারে অভদ্রতা প্রকাশ পায় বুঝিয়া আপাততঃ সে উত্তরটা চাপিয়া বলিল, "কেন আসতে কি নেই ?"

রাণী বলিল, "না, মেয়েমানুষের বাড়ীতে এরকমভাবে যাওয়া-আসা করতে আপনার লজ্জা হওয়া উচিত।"

সারদা একটা কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "তুমি কি আমাকে এতটা অপবিত্রভাবে দেখ বউদি ?"

...তা নয় তো কি ?

...কিন্তু ঈশ্বর জানেন, আমি তোমার দুঃখে কতটা দুঃখিত।

...আমার একটুও দুখ্‌খু নাই, আপনি আর আসবেন না।

...যখন বারণ ক'চ্চো, তখন আর আসব না, কিন্তু বউদি, আমি যে তোমার উপকারী বন্ধু, একথা মনে রেখো।

"মিথ্যে কথা"—বলিয়াই রাণী ঘরের ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া ভাঁজ-করা নোটখানা তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিল।

সারদা বলিল, "এ কি ?"

রাণী বলিল, "আপনার টাকা।"

···এ-টাকা তো আমি তোমাদের দিয়েছি।

···দরকার নেই, যারা চায়, তাদের এই ক'টা টাকা দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

ঘরের দিকে একটা হর্ষসমুজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সারদা হাসিয়া বলিল, "রাগ ক'রো না বউদি, আপাততঃ হাতে আর কিছু নেই, এখন এই রাখো, এরপর যা দরকার হয়—"

···উঠে যাও !

রাণী বিদ্যুদ্বেগে বাহিরে আসিয়া সারদার সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন তাহার মাথার কাপড় সরিয়া গিয়াছে, মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে, চোখ দিয়া যেন আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। সে বাহিরের দরজার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে আদেশ করিল—"উঠে যাও !"

সারদা তৃষিত-নেত্রে তাহার রোষরক্ত সুন্দর মুখখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

রাণী কণ্ঠস্বর আরও উচ্চে তুলিয়া বলিল, "যদি অপমানের ভয় থাকে, এখুনি উঠে যাও !"

বেগতিক দেখিয়া সারদা ছড়িগাছটি তুলিয়া লইয়া উঠিল, আর একবার রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতে-হাসিতে উঠানে নামিল।

"দিদি কোথায় গো !"—বলিয়া নিস্তার সদর-দরজায় পা দিতেই সম্মুখে যে-দৃশ্য দেখিতে পাইল, তাহাতে সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না, লজ্জায় জিহ্বা-দংশন করিয়া পিছু-হাঁটিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। নির্লজ্জ সারদা মৃদু শিস দিতে-দিতে ছড়ি ঘুরাইয়া বাড়ীর বাহির হইল।

রাণী তখনও সেইভাবে দাঁড়াইয়া। একটু পরে সে কাঁপিতে-কাঁপিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

সেইদিন নিস্তার সন্দেহ-তিমিরাচ্ছন্ন প্রতিবেশীদিগকে অভ্রান্ত-সত্যের আলোক প্রদর্শন করিয়া যে তাহাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইল ইহা বলাই বাহুল্য। লোকগুলি অনেকদিন পরে নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইয়া বাঁচিল।

কথাটা আগুনের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে বিলম্ব হইল না এবং সেটা ঠিক আগুনেরই একটা তীব্র হল্কার মত আসিয়া রাণীর শাশুড়ীর কানে ঢুকিল। শুনিয়া বৃদ্ধা রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া প্রতিবাসীদের গালাগালি—অভিসম্পাত দিতে লাগিলেন। প্রতিবাসীরা আপাততঃ তাহার কোন প্রতিবাদ না-করিয়া কিরূপে এই গালাগালির প্রতিশোধ লওয়া যায় তাহারই উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইল। রাণী বহুকষ্টে শাশুড়ীকে শান্ত করিল।

বৃদ্ধা বাহিরে শান্ত হইলেন বটে, কিন্তু ভিতরে আর শান্তি পাইলেন না, শোক-তাপ-জীর্ণ বক্ষ অশান্তির আগুনে পুড়িতে লাগিল। তবে এ-যন্ত্রণা তাঁহাকে অধিকদিন ভোগ করিতে হইল না, সর্ব্বসন্তাপহর মৃত্যু আসিয়া দুঃখদীর্ণা বৃদ্ধাকে আপনার ক্রোড়ে টানিয়া লইল। সমদুঃখভাগিনী বধূর মাথায় হাত রাখিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে-করিতে তাঁহার দুঃখদগ্ধ আত্মা এমন একটা সুখ-দুঃখহীন স্থানে চলিয়া গেল, যেখানে প্রতিবাসীদের প্রতিশোধ-স্পৃহা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

নিরাশাক্ষুব্ধ প্রতিবাসীরা বৃদ্ধাকে হাতছাড়া হইতে দেখিয়া তাঁহার প্রাণহীন দেহটার উপরেই প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ করিবার সঙ্কল্প করিল।

শাশুড়ীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-সম্পাদনের জন্য রাণী প্রতিবেশীদের দ্বারে-দ্বারে

ধরিল, কিন্তু কেহই এই অধর্ম্মাচারিণীর শাশুড়ীর পাপ-সংস্রব-কলুষ শবদেহ স্পর্শ করিয়া ধর্ম্মের অপমাননা করিতে পারিল না, সকলেই সমাজের দোহাই দিয়া স্ব-স্ব গৃহদ্বার অর্গলবদ্ধ করিল। রাণীর কাতর ক্রন্দনে সে সুদৃঢ় অর্গল মুক্ত হইল না।

কোন উপায় নাই দেখিয়া রাণী যখন শেষে নিরুপায়ের উপায়কে প্রাণপণে ডাকিতেছিল, তখন কয়েকজন বয়াটে ছোঁড়া—যাহারা সমাজের ধার-ধারে না, কেবল অভিভাবকগণের তাড়না ও ভাঙ-গাঁজা খাইয়া দিন কাটাইয়া দেয়, তাহারাই আসিয়া বুড়ির সৎকারে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। কেহ কাঠ কাটিল, কেহ মড়া বহিল, কেহ চিতা সাজাইয়া দিল।

রাণী শাশুড়ীর মুখাগ্নি করিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে ঘরে ফিরিল, ছোঁড়ারা গাঁজা খাইয়া, মড়া পোড়াইয়া স্নানান্তে হরিবোল দিতে-দিতে যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গেল।

পরদিন তাহারাই চেষ্টা করিয়া বেহারীর নিকট লোক পাঠাইয়া দিল।

*

* *

শ্রাদ্ধের তিনদিন পূর্ব্বে একখানা গরুরগাড়ী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইতেই রাণী ছুটিয়া বাহির হইল এবং গাড়ীর ভিতর হইতে এক পঞ্চদশবর্ষীয়া হাস্যময়ী যুবতীকে একপ্রকার টানিয়া নামাইয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। বেহারী গাড়োয়ানকে দিয়া মোট-ঘাট নামাইতে লাগিল।

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া যুবতী যখন রাণীকে প্রণাম করিতে গেল, রাণী

তখন তাহাকে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া হাসিতে-হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নামটি কি ভাই ?"

যুবতীও হাসিয়া উত্তর করিল, "সুহাসিনী, কিন্তু সবাই 'হাসি' ব'লে ডাকে।"

·· বেশ নামটি। তা তুই ভাই আমার চেয়ে ছোট, আমি তোকে হাসি ব'লেই ডাক্‌ব।

· আর আমি তোমায় দিদি বল্‌ব—কেমন ?

বেহারী আসিয়া ডাকিল, "ওগো, মোট-ঘাটগুলো ঘরে তুলে নাও।"

রাণী এক-গলা ঘোমটা টানিয়া বাহিরে আসিল এবং মোট-ঘাটগুলা তুলিয়া ঘরে ফেলিতে লাগিল। একটা পুটুলিতে নূতন হুঁকা-কলিকা ছিল, রাণী তাড়াতাড়ি তামাক সাজিয়া, হুঁকায় জল ভরিয়া বেহারীর সম্মুখে ধরিল। বেহারী হাত বাড়াইয়া হুঁকা লইয়া টানিতে-টানিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

বেহারীর আগমনবার্ত্তা পাইয়া পাড়ার দু'চারজন মাতব্বর আসিয়া জুটিলেন। তাঁহারা কলিকাতার তামাকের সুমিষ্ট ধূম প্রাণ ভরিয়া উদ্‌গিরণ করিতে-করিতে—সকলেই যে নিয়ত বেহারীর হিতাকাঙ্ক্ষা করেন এবং তাহাকে দেখিয়া যারপর-নাই সুখী হইয়াছেন ইহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন, সঙ্গে-সঙ্গে বেহারীর পুণ্যবতী জননীর শ্রাদ্ধটা যথেষ্ট সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতে দেখিলেই যে তাঁহাদের চক্ষু জুড়ায়, এ-কথাও জানাইয়া গেলেন। যাইবার সময় অহিফেন-ভক্ত ঘোষালমহাশয় একটু কলিকাতার অম্বুরী-তামাক সংগ্রহ করিয়া লইতে ভুলিলেন না।

রাণী হবিষ্যের যোগাড় করিয়া দিল, সুহাসিনী রাঁধিল। রাণী শাশুড়ীর

মুখাগ্নি করিয়াছে, সুতরাং সে রাঁধিলে চলিবে না। বেহারী হবিষ্য শেষ করিয়া শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে পরামর্শের জন্য ঘোষালমহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

ঘোষালমহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে তখন মুখুয্যেমহাশয়, চক্রবর্ত্তীমহাশয়, রায়মহাশয়, ঘোষজামহাশয়, বোসজামহাশয় প্রভৃতি অনেক মহাশয়েরই শুভাগমন হইয়াছিল। বেহারী উপস্থিত হইলে তাহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়া বসানো হইল। বেহারী একপাশে কুশাসনে বসিয়া—কিরূপে এই দায় হইতে উদ্ধার হইতে পারে, সানুনয়ে সকলকে তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল।

পরামর্শের অভাব হইল না। ঘোষালমহাশয় বড় গলা করিয়া জানাইয়া দিলেন, তিনি এই বয়সে কত বৃষোৎসর্গ, কত দানসাগর প্রভৃতি বড়-বড় কাজ হাসিতে-হাসিতে নির্ব্বাহ করিয়া দিয়াছেন, কোথাও তিলমাত্র ত্রুটি বা গোলযোগ ঘটে নাই। অতএব তিনি সশরীরে বিদ্যমান থাকিতে বেহারীর চিন্তার কিছুমাত্র কারণ নাই। তবে কাজটা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাই এখন বিচার্য্য। তখন অনেক আন্দোলন, অনেক বিচারের পর স্থির হইল যে, চার-পাঁচশত টাকার মধ্যে যখন কাজ সারিতে হইবে, তখন বৃষোৎসর্গে কাজ নাই, একটি ষোড়শ করিয়া তিলকাঞ্চন-শ্রাদ্ধ করিলেই চলিবে। আর গ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নবশাখগুলিকে শ্রাদ্ধের দিনে পকান্ন অর্থাৎ লুচি এবং পরদিনে ভাত করিয়া খাওয়াইতে হইবে। নিয়মভঙ্গের দিনে বেহারী সাধ্যমত আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবাসী লইয়া কাজ সারিবে। বেহারীকে কিছুই ভাবিতে বা করিতে হইবে না, সে কেবল টাকা দিবে, ঘোষাল-মহাশয়, চক্রবর্ত্তীমহাশয় এবং ঘোষজামহাশয় দাঁড়াইয়া কাজ উদ্ধার করিয়া দিবেন—আহা, সেকি তাঁহাদের পর!

তখনই ঘোষালমহাশয় ঘি, ময়দা, চাল, ডাল, দই, সন্দেশ, তরকারি প্রভৃতির ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। ফর্দ্দে—লঙ্কা, হলুদ, পাঁচফোড়নটি পর্য্যন্ত বাদ গেল না। ফর্দ্দ করার জন্য বরাবরই তাঁহার একটা খ্যাতি ছিল।

ফর্দ্দ লইয়া বেহারী যখন উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিল, তখন মুখুয্যে-মহাশয় পিছনদিকে হাত বাড়াইয়া ঘোষজামহাশয়ের গা টিপিলেন, ঘোষজা রায়মহাশয়কে চোখ ঠারিলেন, রায়মহাশয় চক্রবর্ত্তীমহাশয়ের নিতম্বদেশে একটি মৃদু চিম্‌টি কাটিলেন, চক্রবর্ত্তীমহাশয় একবার যন্ত্রণাসূচক 'উঃ' শব্দ করিয়াই তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইলেন এবং ঘোষজামহাশয়ের হাঁটুতে বাঁ-হাতের তর্জ্জনীর একটা টিপ দিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ গা-টেপাটিপি ও চোখ-ঠারাঠারির পর ঘোষালমহাশয় মুখ খুলিলেন। তিনি একবার কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, "সবই ঠিক হ'লো, কিন্তু বাপু, ভেতরে যে একটু গোল আছে।"

বেহারী উঠিতেছিল, ঘোষালমহাশয়ের কথা শুনিয়া আবার বসিল এবং বিস্ময়ের সহিত গোলটা কি তাহা জানিতে চাহিল।

ঘোষালমহাশয় চক্রবর্ত্তীর হাত হইতে হুঁকাটা লইয়া বলিলেন, অপর কিছু নয়, তবে কি জানো—ওহে বোসজা, বল না!"

বোসজা বলিলেন, "আপনিই বলছেন, বলুন না।"

চক্রবর্ত্তী বলিয়া উঠিলেন, "আপনিই বলুন। পাঁচজনের কথা, বিশেষ সত্যিকথা বলবেন, তাতে আর সঙ্কোচ কিসের?"

বেহারী বিস্ময়ে, ভয়ে সকলের মুখের দিকে এক-একবার চাহিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে ঘোষালমহাশয় হুঁকায় একটা জোর টান মারিয়া কলিকাটা

বোসজামহাশয়ের হাতে দিয়া দুই-একবার কাসিয়া বলিলেন, "কি জানো বাপু, অপর কিছু নয়, তবে এই গাঁয়ে—এই পাড়ায় বউমার নামে একটা দুর্ণাম রটেছে—সত্যি-মিথ্যে ভগবান জানেন।"

রায়মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "কেবল ভগবান জানেন কেন, পাড়ার সকলেই জানে—কে এ-কথা না শুনেছে?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "ঠিকই তো, সকলেই শুনেছে। আর এ-তো শুধু শোনা-কথা নয়, চোখে দেখা। নিস্তার নিজে স্বচক্ষে দেখেছে, বেহারীর স্ত্রী দুপুরবেলা গায়ের মাথার কাপড় খুলে সারদার সঙ্গে হাসি-তামাসা ক'চ্ছে—নিস্তারকে ডাকবো?"

বেহারীর মাথাটা তখন নত হইয়া প্রায় বুকে আসিয়া ঠেকিয়াছিল। মনে হইতেছিল, যদি এইসময় ভূমিকম্প বা সেইরূপ কোন একটা আকস্মিক কারণে নীচের মাটিটা সরিয়া যায়, তাহা হইলে সে দালালি, মাতৃশ্রাদ্ধ সব ফেলিয়া চিরদিনের জন্য অতলে নিমজ্জিত হইতে প্রস্তুত।

ঘোষালমহাশয় তাহার অবস্থাটা বুঝিয়া ঈষৎ করুণার স্বরে বলিলেন, "থাক্-থাক্ আর ডাকাডাকিতে কাজ নেই। কি জানেন রায়মশাই, এ-সব ঘরের কেলেঙ্কারি যত চাপা পড়ে, ততই ভালো। নেবু চট্‌কালেই তেঁতো হয়।"

তারপর বেহারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাবা বেহারী, সংসারে এরকমটা ঘ'টেই থাকে। সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক, পাঁচজনে যখন বলচে, তখন এর একটা যা-হয় বিহিত করা উচিত।"

বেহারী মাথা না-তুলিয়াই জড়িতকণ্ঠে বলিল, "কি করতে বলেন?"

ঘোষালমহাশয় কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে না-পারিয়া মাথায় হাত

বুলাইতে লাগিলেন। তখন স্পষ্টভাষী চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "এর আর করা-করি কি, শাস্ত্রমত কাজ করতে হবে, শাস্ত্রের অন্যথা তো হবে না? তোমার স্ত্রীকে বাড়ী থেকে তাড়াতে হবে আর তোমাকে একটা প্রায়শ্চিত্ত ক'রে সমাজের কাছে কিছু দণ্ড দিতে হবে।"

বেহারী এবার মাথা তুলিয়া রুক্ষস্বরে বলিল, "তা' যদি না করি?"

চক্রবর্ত্তীমহাশয় বলিলেন, "তোমার বাড়ীতে একটি পিঁপড়ে পর্য্যন্ত পাত-পাড়বে না।"

রায়মহাশয় বলিলেন, "নিশ্চয়—নিশ্চয়! সমাজ ব'লে, ধর্ম্ম ব'লে একটা জিনিষ তো আছে? আমরা তো আর অধর্ম্ম করতে পারব না?"

বেহারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া রোষ-ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "বেশ, আমি গঙ্গাতীরে মায়ের শ্রাদ্ধ করব।"

বেহারী উঠিয়া যায় দেখিয়া ঘোষালমহাশয় তাহার হাত ধরিয়া বসাইলেন। তখন সমাজপতিদের মধ্যে কানে-কানে একটা পরামর্শ চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরামর্শের পর ঘোষালমহাশয় বেহারীকে বলিলেন, "এ-সব কাজে কি রাগ করতে আছে বাপু, মাতৃদায় না হাড়িদায়! রাগ করলে কি চলে?"

রায়মহাশয় বলিলেন, "স্পষ্ট কথা বেহারী, জাল ছিঁড়ে পালাতে পারবে, কিন্তু পুকুর ছেড়ে যেতে পারবে না। আজ তুমি সমাজ ছাড়বে, কিন্তু দু'দিন পরে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, পৈতে দিতে হবে—তখন?"

ঘোষালমহাশয় বলিলেন, "ছাড়বে কি? তুমি ছাড়লেও আমরা তোমাকে ছাড়বো কেন? তুমি কি আমাদের পর? ও-সব বাজে কথা যেতে দাও। তবে কথাটা যখন রটেছে, তখন একটা কিছু করতে হবে।

বউমাকেও তাড়াতে হবে না, প্রায়শ্চিত্তেরও দরকার নেই, তুমি আমাদের বারোয়ারিতে পঞ্চাশটি টাকা দাওগে।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "কিন্তু পাঁচজনে শুনবে কেন ?"

ঘোষালমহাশয় রাগিয়া আসনের উপর একটা চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "একশোবার শুনবে। পাঁচজন আবার কে-হে? আমরাই পাঁচজন, আমরাই সমাজ, আমরাই সব। আমরা যা করব, তার ওপর কথা কয় কোন্ ব্যাটা—কি বলো হে বোসজা ?"

বোসজা বলিলেন, "কার ঘাড়ে দু'টো মাথা আছে ?"

তখন ঘোষালমহাশয় বেহারীকে বলিলেন, "যাক্ বাবাজি, যা বললাম, তাই করলেই হবে। বউমাকে একটু সাবধানে থাকতে ব'লে দিয়ো, খাবার-দাবারগুলো যেন না-ছোঁয়।"

সেদিন এইপর্য্যন্ত হইয়াই সভাভঙ্গ হইল।

*

* *

··দিদি !

· কেন হাসি ?

·তুমি কি আমার সতীন ?

·তোর কি মনে হয় ?

··আমার মনে হয়, তুমি কখনো সতীন হ'তে পারো না

··তবে কি হ'তে পারি ?

…আমার দিদি।

হাসিকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া রাণী স্নেহভরা-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সত্যি হাসি, আমি তোর দিদি।"

হাসি দিদির আলিঙ্গন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া কানের পাশের চুলগুলা সরাইতে-সরাইতে সহাস্যে বলিল, "কিন্তু দিদি, একটা কথা বলব, রাগ করবে না?"

রাণী বলিল, "না—কি কথা?"

হাসি বলিল, "আমি আগে কিন্তু তোমাকে ঠিক সতীনের মতই মনে করতাম।"

রাণী হাসিয়া বলিল, "সে আবার কিরকম?"

হাসি বলিল, "আমার মনে হ'তো, খুব দজ্জালগোছের একটা মেয়ে-মানুষ, কথায়-কথায় গাল দেয়, ঝগড়া করে, মুখখানা যেন হাঁড়ির মত—"

রাণী বলিল, "কপালটা উঁচু, দাঁতগুলো বড-বড়, চোখ কটা, খাটো-খাটো চুল, কালো-কালো ঠোঁট!"

হাসি হাসিতে-হাসিতে লুটাইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে হাসিটা সামলাইয়া লইয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বলিল, "মাইরি দিদি, অতটা নয়, তবে ঐরকমের একটা মনে হ'তো।"

রাণী বলিল, "এখন কি মনে হয়?"

হাসি বলিল, "এখন মনে হয়, তুমি আমার সত্যিকার দিদি, মায়ের পেটের বোন।"

রাণী স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে হাসির হর্ষসমুজ্জল মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল। একটু পরে হাসি বলিল, "আচ্ছা দিদি, তুমি একটা কথা সত্যি বলবে?"

···কি কথা ?

··আমাকে বিয়ে করেছে শুনে তোমার খুব রাগ হয়েছিল ?"

··রাগ হয়নি, একটু দুখ্‌খু হয়েছিল।

···মোটেই রাগ হয়নি ?

· মোটেই না।

·সে কি ?

···আমার রাগ করবার অধিকার ছিল না।

···আমার কিন্তু দিদি খুব রাগ হয়েছিল। বিয়ের পর যখন শুনলাম আমার সতীন আছে, তখন আমি রাগে তিনদিন ওঁর সঙ্গে কথা কইনি।

· ·সে-রাগ গেল কিসে ?

···আপনিই গেল। যখন দেখলাম আমাকে কথা কওয়াতে না-পেরে উনি মুখটি ভার ক'রে ব'সে থাকেন, ব'সে-ব'সে কি ভাবেন, তখন আর থাকতে পারলাম না, নিজেই সেধে কথা কইলাম।

বলিয়া হাসি হাসিয়া ফেলিল, রাণীও হাসিল।

হাসি বলিল, "হাঁ দিদি, মা তোমায় খুব ভালবাসতেন—না ?"

রাণী বলিল, "খুব—আপনার মায়ের কাছেও বোধ হয় এত ভালবাসা কখনো পাইনি।"

রাণীর চোখ-দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। হাসি বলিল, "আমি সব শুনেছি—মায়ের জন্তেই তুমি যাওনি, তাতেই ওঁর রাগ।"

রাণী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ভাগ্যে যাইনি, গেলে তো তোর মত বোনটি পেতাম না !"

হাসি তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, মুখের কাছে মুখটি রাখিয়া বলিল,

"আর আমিও তো এমন একটি দিদি পেতাম না, কিন্তু দিদি, এবার তোমায় না-নিয়ে যাব না তা ব'লে রাখছি—যাবে তো ?"

রাণী তাহার রুক্ষ-চুলের রাশির ভিতর অঙ্গুলি চালনা করিতে-করিতে বলিল, "আমি গেলে তোর কি হবে ?"

হাসি তাহার গলা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মুখ ভার করিয়া বলিল, "যাও, আমি তোমার সঙ্গে কথা কইব না।"

রাণী স্নেহপ্রফুল্ল-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এতদিন তাহার বুকে যে একটা দুঃখের ভারি বোঝা চাপিয়া ছিল, আজ যেন তাহা মুহূর্ত্তে নামিয়া গেল। সরলতার প্রতিমূর্ত্তি হাসিকে দেখিয়া সে ভাবিল —এমন সতীনের হাতে স্বামীকে বিলাইয়া দিয়াও সুখ আছে।

বেহারীর গলার আওয়াজ পাইয়া রাণী মাথায় কাপড় দিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল। বেহারী ঢুকিয়াই রাণীকে সম্মুখে দেখিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, "এ-সব কি শুনছি ?"

রাণী কোন উত্তর করিল না, মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিল। বেহারী আরও উচ্চকণ্ঠে বলিল, "এ-সব কথা কি সত্যি ?"

রাণী নীরবে দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হাসি ঘরের ভিতর হইতে একবার উঁকি দিয়া স্বামীর রোষরক্ত-নেত্র ও ভ্রূকুটি-কুটিল মুখের ভীষণতা দেখিয়া ভয়ে-ভয়ে দরজার পাশে সরিয়া গেল। রাণীকে নিরুত্তর দেখিয়া বেহারী আরও রাগিয়া উঠিল, দাঁতে-দাঁত চাপিয়া শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল, "আমার কাছে এত লম্বা ঘোমটা, কিন্তু সারদা ভট্চাযের সামনে দিনে-দুপুরে গায়ের মাথার কাপড় খুলে বেশ হাসি-তামাসা করতে পার।"

রাণীর মুখের ঘোমটা সরিয়া গেল, পদাহতা ভুজঙ্গীর মত গ্রীবা উন্নত করিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "কাকে এসব কথা বলচ? আমি না তোমার স্ত্রী?"

বেহারী তেমনি কর্কশস্বরে উত্তর করিল, "স্ত্রী ব'লেই আজ পাঁচজনের কাছে মাথা কাটা গেছে, অন্য কেউ হ'লে যেতো না।"

রাণী বলিল, "পাঁচজনে বললেও—তোমার কি বলা উচিত? তুমি পাঁচ-জনের কথায় বিশ্বাস কর?"

বেহারী সে-কথার কোন উত্তর না দিয়া 'উঃ' বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, তারপর অবসন্নভাবে দাবার উপর বসিয়া পড়িল। বাঁ-হাতের উপর মাথাটা রাখিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আপনমনে বলিল, "দোষ তোমার নয়—আমার। আমি যদি তোমায় এমনভাবে ফেলে না-যেতাম, তবে আজ আমাকে স্ত্রীর ব্যভিচারের দণ্ড দিতে হ'তো না। উঃ, গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হ'চ্চে।"

ব্যভিচারের দণ্ড! ব্যভিচারিণী—আর তাহার স্বামী সে-কথায় বিশ্বাস করিয়াছে। এতদিন পাঁচজনের মুখের কথায় রাণীর যে হৃদয় টলে নাই, আজ স্বামীর মুখে সে-কথার প্রতিধ্বনি শুনিয়া তাহার অটল-হৃদয় বিচলিত হইল। ঘৃণায়, লজ্জায়, অভিমানে তাহার বুকের ভিতরটা হু-হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে সেখানে আর দাঁড়াইল না, স্বামীর দিকে একটা তিরস্কারপূর্ণ তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সগর্ব্ব-পদক্ষেপে চলিয়া গেল।

হাসি ধীরে-ধীরে আসিয়া বেহারীর পাশে দাঁড়াইল, ধীর মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি কি পাগল হয়েচ?"

বেহারী কোন উত্তর করিল না, হাসির দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

হাসি স্বরটাকে একটু তীব্র করিয়া বলিল, "ছি-ছি, লোকের কথা শুনে দিদিকে তোমার এ-সব কথা বলা কি ভালো হয়েচে?"

বেহারী রুক্ষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া হাতযোড় করিয়া বলিল, "রক্ষে কর হাসি, আমায় মাপ কর। পাগল হবার যেটুকু বাকি আছে সেটুকু আর সম্পূর্ণ ক'রে দিয়োনা।"

হাসি ম্লানমুখে একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া ধীরে-ধীরে রাণীর ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

রাণী তখন ঘরের মেঝেয় উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। হাসি গিয়া তাহার মাথার কাছে বসিয়া মৃদু-কোমলকণ্ঠে ডাকিল, "দিদি?"

রাণী কোন উত্তর দিল না। তখন হাসি তাহার মাথাটা আস্তে-আস্তে আপনার কোলের উপর তুলিয়া লইয়া কপালে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিল, "ছি দিদি, তুমিও ওঁর কথা শুনে রাগ করলে?"

রাণী কি বলিতে গেল, কিন্তু বলিতে পারিল না, তাহার দুই চোখ দিয়া বন্যার প্রবাহ ছুটিল। হাসিও তাহার বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সহানুভূতির অশ্রুধারায় সপত্নীর বুকের ব্যথা ধুইয়া দিতে লাগিল।

*

* *

শ্রাদ্ধশান্তি শেষ হইয়া গেল। 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' না হইলেও পল্লী-গ্রামের পক্ষে সমারোহ মন্দ হইল না। অনেক ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, শূদ্র খাওয়ানো হইল, দুই-চারিজন অধ্যাপকও কিছু-কিছু বিদায় পাইলেন।

মাতার জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে সাহায্য না-করিয়া বেহারী যেটুকু ত্রুটি করিয়াছিল, তাহার পারলৌকিক-কার্য্যে যথেষ্ট ব্যয় করিয়া সেটুকু সংশোধন করিয়া লইল। গ্রামের সকলেই একবাক্যে বেহারীর মাতাকে রত্নগর্ভা বলিয়া সুখ্যাতি করিল।

রাণী এ-কয়দিন ঘরের বাহির হয় নাই। সেই যে অশৌচান্ত-দিনে ঘাটে স্নান করিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল, শ্রাদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আর সে বাহিরে আসে নাই, একপাশে একটা ঘরের ভিতর চুপ করিয়া পড়িয়াছিল আর মাঝে-মাঝে—'মা, মা-গো!' বলিয়া দীর্ণ-হৃদয়ের অব্যক্ত যাতনা প্রকাশ করিতেছিল। হাসিও এ-কয়দিন তাহার কাছ-ছাড়া হয় নাই। সে এক-একবার বাহিরে আসিয়া স্বামীর প্রয়োজনীয় আদেশ-পালন করিত, বাকি সময়টুকু রাণীর মাথার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া কাটাইত, তারপর দিনান্তে জোর করিয়া রাণীকে কিছু খাওয়াইত। রাণীর খাইবার ইচ্ছা না-থাকিলেও যখন দেখিত, সে না-খাইলে হাসিও অনাহারে থাকিবে, তখন উঠিয়া বহুকষ্টে চোখের জল মুছিয়া কিছু খাইত।

ঘোষাল-গৃহিণী আসিয়া কর্ত্রীর পদ অধিকার করিয়াছিলেন। নিস্তার-দিদি, ক্ষেমা-পিসি, ভূলোর মা প্রভৃতি পল্লীবাসিনীরা তাঁহার সহকারিণী হইয়াছিল। সুতরাং রাণী বা হাসির অনুপস্থিতিতেও কার্য্যের কোন বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই, তবে সকল জিনিসই কিছু বেশী-বেশী খরচ হইয়াছিল। তা' এত নিক্তির ওজনে হিসাব করিয়া মেয়েমানুষে কি কাজ করিতে পারে? তবু ঘোষালমহাশয় মধ্যে-মধ্যে আসিয়া গৃহিণীকে সতর্ক করিয়া দিতেন—দেখো গিন্নি, একটি তিল যেন বরবাদ না-যায়। চক্রবর্ত্তীমহাশয়

ভাবিতেন—হায়-হায়, এ-সময় যদি তাঁহার প্রথমপক্ষ. থাকিত ! দ্বিতীয়পক্ষ যে ছেলেমানুষ, আর সে এত ঝঞ্ঝাটে যেতেই চায় না।

কার্য্য-শেষে ঘোষাল-গৃহিণী বেহারীকে ভাঁড়ার বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

কাজের গোলযোগ শেষ হইলে বেহারী একদিন রাণীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আসল কথাটা কি বল দেখি ?"

রাণী বলিল, "আমার মুখেই শুনবে ?"

বেহারী বলিল, "হাঁ।"

রাণী তখন সারদাচরণের আগমন হইতে বিতাড়ন-ব্যাপার পর্য্যন্ত সব কথা খুলিয়া বলিল, বেহারী চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল। বক্তব্য শেষ করিয়া রাণী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বিশ্বাস হয় ?"

···হয়।

·· কিসে বিশ্বাস হ'লো ?

···তোমার কথায়।

···আমি তো মিথ্যে-কথাও বলতে পারি ?

রাণীর দিকে তিরস্কারপূর্ণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বেহারী বলিল, "তুমি বলতে পার, কিন্তু আমি এখনও এতটা নীচ হইনি যে, তোমার মুখে শুনেও অবিশ্বাস করব।"

রাণী লজ্জিত হইল, মনে-মনে স্বামীর প্রশংসা করিল।

একটু ভাবিয়া বেহারী বলিল, "তা'হলে তুমি এখন কি করবে ?"

··তুমি কি করতে বল ?

···আমি যা বলি তাই করবে ?

বেহারীর স্বরে একটু শ্লেষের আঘাত ছিল।

রাণী ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, "ভালো বুঝলে করতেও পারি।"

...তবে আমার সঙ্গে কলকাতায় চল।

...সেখানে গিয়ে কি করব ?

বেহারী মনে-মনে বলিল—আমার শ্রাদ্ধ করবে, মুখে বলিল, "স্ত্রী স্বামীর ঘরে গিয়ে কি করে ?"

...স্বামীকে নিয়ে ঘর-সংসার করে।

...তুমিও না-হয় তাই করলে ?

...আমার সে-উপায় নেই।

...কিসে এমন নিরুপায় হ'লে ?

...আমি সমাজে পতিতা।

ঈষৎ হাসিয়া বেহারী বলিল, "সেখানে সমাজের 'স'-ও নেই।"

...কিন্তু এখানে আছে।

...এখানে কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য দিলেই সব চ'লে যায়।

...কিন্তু সেটা কি অপমানের কথা নয় ?

...সে মান-অপমান আমি বুঝব।

...আমি তোমার স্ত্রী—আমারও সেটা বোঝা উচিত।

বেহারী রাগিয়া বলিল, "আমি এত ন্যায়শাস্ত্রের তর্ক করতে চাই না, এখন তুমি যাবে কিনা বল।"

রাণী স্থির-স্বরে বলিল, "যাব না।"

...তবে এত কথা আমায় বুঝিয়ে বলবার কি দরকার ছিল ?

...তোমার মনে কোন সন্দেহ না-থাকে।

...আমি মেয়েমানুষ নই যে, একটুতেই সন্দেহ হবে। আমার মনে কোন সন্দেহই ছিল না।

...তবু আমার যে দোষ নেই এ-কথা বুঝিয়ে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।

উত্তেজিতকণ্ঠে বেহারী বলিল, "আর স্বামীর ঘর করাটাই বুঝি তোমার যত অকর্ত্তব্যের মধ্যে?"

রাণী শান্তস্বরে বলিল, "রাগ ক'রো না, হাসি তোমার স্ত্রীর অনুপযুক্ত নয়।"

...হাসি—হাসি, সে রাণী নয়।

...জগতে সবাই রাণী পায় না। হাসিকে নিয়ে তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

বেহারী তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিল, "বুঝেচি রাণী, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, তোমার মনে সপত্নী-বিদ্বেষ স্থান পায় না।"

রাণী বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, স্বামীর উপর একটা জ্বলন্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ক্রোধ-কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "পুরুষ তুমি, মেয়েমানুষের মন কি বুঝবে? আমার মনে যদি সতীন ব'লে এতটুকুও হিংসে থাকত, তা'হলে আমিই তোমার পায়ে ধ'রে তোমার সঙ্গে যেতাম।"

কথা শেষ করিয়াই রাণী স্বামীর সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল।

বেহারী স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল, মনে-মনে ভাবিল—নারীর হৃদয় প্রহেলিকাময়, সত্যিই আমরা তার কিছুই বুঝি না।

সহসা কাঁধের উপর কাহার কোমল-করস্পর্শ অনুভব করিয়া বেহারী চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল, দেখিল—হাসি। স্বামীকে চাহিতে দেখিয়া হাসি

ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সেই একটু হাসিতেই বেহারীর অন্তরের দুশ্চিন্তার ভারটা যেন লঘু হইয়া আসিল। বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, "কি হাসি?"

হাসি বলিল, "কি এত ভাবচো?"

বেহারী বলিল, "কত কি—আকাশ-পাতাল, মানুষ, পশু-পক্ষী, ভূত-প্রেত!"

শেষের কথাটা শুনিয়া হাসি শিহরিয়া উঠিল, ঈষৎ ভীতিপূর্ণ স্বরে বলিল, "ও-সব কথা আবার কেন?"

মৃদু হাসিয়া বেহারী বলিল, "কেন, ভয় হয়?"

···ভর-সন্ধ্যে-বেলা ও-সব নাম করতে নেই। কেন, ও-ছাড়া আর ভাববার কিছু নেই নাকি?

· আর কি আছে?

···কেন, আমি আছি, দিদি আছে—

···তোমার দিদির কথাই ভাবছিলাম হাসি।

হাসি ঘাড়টি একটু হেলাইয়া, ঠোঁটটি ঈষৎ ফুলাইয়া বলিল, "তবু ভালো, দিদির কথাও ভাবতে শিখেচ।"

বেহারী মনে-মনে বলিল—কি বুঝবে তুমি হাসি, তার কথা আজ তিন-বছর কত ভেবে আস্‌চি? তোমার হাসিতে আমার মনের অনেক ব্যথা ধুয়ে গেলেও তার চিন্তা কি মুছে গেছে? বরং আরও পরিষ্কার, উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেচে। তোমাকে বোধ হয় আমি একমুহূর্ত্তে ভুলতে পারি হাসি, কিন্তু তার চিন্তাটুকু বোধ হয় যুগযুগান্তেও ভুল্‌তে পারব না।

হাসি পুনরায় স্বামীকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া তাহার হাতখানি নিজের হাতে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ-গা—সত্যি ?"

···কি সত্যি হাসি ?

···তুমি দিদির কথা ভাবচ ?

··হাঁ।

···দিদিকে এবার সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু।

···সে যাবে না।

হাসি মাথা নাড়িতে-নাড়িতে বলিল, "হাঁ, যাবে না বৈকি, তুমি নিয়ে যাবে না তাই বল।"

বেহারী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না হাসি, সত্যিই আমি নিয়ে যেতে চাই, কিন্তু সে যাবে না।"

···কে বললে ?

···সে নিজে এইমাত্র ব'লে গেল।

···তা আর হ'তে-হয় না। এই আমি বল্‌চি, দিদি কখনো আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারবে না। তুমি না-পারো, আমি নিয়ে যাব—জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাব।

·· পারবে ?

···নিশ্চয় পারব।

···কিন্তু সে নিশ্চয় যাবে না।

হাসি স্বামীর হাত ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, জোর-গলায় বলিল, "যাবে-গো যাবে, নিশ্চয় যাবে—আমি কাঁদ্‌লেই যাবে। এই দেখ, আমি তার মত নিয়ে আসি।"

"দিদি! দিদি!"—বলিয়া ডাকিতে-ডাকিতে হাসি বাহির হইয়া গেল। বেহারী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার চিন্তামগ্ন হইল।

*

* *

এ-কয়দিন রাণীকে মনের সহিত যে কি ভীষণ যুদ্ধ করিতে হইল তাহা সেই জানিল। একদিকে স্বামী—সংসারের সার, জীবনের পূর্ণসাধ, নারীত্বের সুদৃঢ়-আশ্রয় স্বামী, অপরদিকে অভিমান নারীত্বের দুর্জ্জয় অভিমান। দূর হোক অভিমান, রসাতলে যা ক গর্ব্ব—স্বামীর ভালবাসার প্রবল প্রবাহে সে কি এ-সব ভাসাইয়া দিতে পারিবে না? দিলে ক্ষতি কি? বরং লাভই যথেষ্ট। তবে সে এ-লাভের আশা কেন ছাড়িবে? কোন্ অপ্রত্যাশিত সুখের আশায় সে স্বামীর সাদর-আহ্বান উপেক্ষা করিবে? সংসারের কোন্ সুদৃঢ় আকর্ষণে সে নারী-জীবনের সকল সুখসাধ বিসর্জ্জন দিয়া—উপেক্ষিত, ব্যথিত, ভারাক্রান্ত জীবন বহন করিতে যাইবে? অসহায়া রমণী সে—কোন্ সাহসে এমন নির্ভর-আশ্রয় ত্যাগ করিবে?

রাণী এই কয়দিনেই বুঝিয়াছিল, স্বামী পুনরায় বিবাহ করিলেও তাহাকে হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন নাই—হাসির মত স্ত্রীও সেখানে নিজের অধিকার পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। এখনও সে ইচ্ছা করিলে সেখানে আপনার স্থায়ী-সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, শত-শত হাসিও তাহাতে বিন্দুমাত্র বাধা দিতে পারিবে না। তবে কেন সে

স্বেচ্ছায় তেমন সুখের পথে কাঁটা পুঁতিয়া জীবনটাকে দুঃখের নিদারুণ ভারে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিবে? সে স্বামীর অপার অতলস্পর্শ ভালবাসার সাগরে আপনার জীবন-তরণীখানি ভাসাইয়া দিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে—নারীজন্ম সার্থক করিবে।

কিন্তু রাণী তাহা করিতে পারিল না—নারীত্বের গর্ব্ব, রমণী-হৃদয়ের দুর্জ্জয় অভিমান আসিয়া অটল পর্ব্বতের মত সম্মুখে দাঁড়াইল। ছি-ছি, যে স্বামী একটা তুচ্ছ অপরাধে তাহাকে এমন গুরুতর শাস্তি দিয়াছেন, তাহার অধিকৃত আসনে অপরকে আনিয়া বসাইয়াছেন, তাহার প্রাণঢালা ভালবাসাকে উপেক্ষা করিয়া—পদদলিত করিয়া জগতের কাছে তাহাকে হাস্যাস্পদ করিয়াছেন, সেই স্বামীর—রূপযৌবনবিমুগ্ধ সেই নির্ম্মম-স্বামীর দুইটা মিষ্ট কথায় মুগ্ধ হইয়া পালিত-কুকুরের মত সে তাঁহার অনুসরণ করিবে—জগৎসমক্ষে আপনার হীনতা, দৈন্য প্রকাশ করিয়া দিবে? তাহা হইতেই পারে না। সে স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে পারিবে, কিন্তু ক্ষমা করিয়া আপনার দৈন্য দেখাইতে পারিবে না।

এ-সকলের উপর আর একটা বাধা—হাসি। হাসি যদি ঠিক সপত্নীর মত হইত, রাণী যদি তাহাকে সপত্নীর ক্রূর-দৃষ্টিতে দেখিতে পারিত, তাহা হইলে সে কি করিত বলা যায় না, কিন্তু হাসি তো সপত্নী নয়, সে একটি মুগ্ধা সরলা বালিকা। সে-বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি যেন এই পৃথিবীর উপাদানে তৈরি নয়—তাহাতে ঈর্ষা নাই, দ্বেষ নাই, কপটতা নাই, ছলনা নাই, আছে শুধু প্রেম—অগাধ অনন্ত অপরিমেয় প্রেম, যে প্রেমে পর—আপন হয়, শত্রু—মিত্র হয়, পাষাণের কঠিন বুক চিরিয়া নির্ঝরিণীর তরল ধারা প্রবাহিত হয়, সেই প্রেমে তাহার হৃদয় ভরা। রাণী

সব পারে, কিন্তু নিজের জন্য হাসিকে কাঁদাইতে পারে না। সে তাহার অধিকার-প্রতিষ্ঠার জন্য অন্ততঃ যুদ্ধ করিতেও অগ্রসর হইত, কিন্তু যে নিজে পরাজয় স্বীকার করিয়া বিপক্ষের গলায় বিজয়মাল্য পরাইয়া দেয়, তাহার সঙ্গে তো যুদ্ধ চলে না!

তা' এত যুদ্ধ-হাঙ্গামেরই বা কি প্রয়োজন ছিল? হাসি যখন প্রস্তুত, তখন দু'জনে আপোষে আপনাদের অধিকারটা ভাগাভাগি করিয়া লইলেই তো সব গোলযোগ মিটিয়া যাইত। কিন্তু সংসারে এমন লোক অনেক আছে, যাহারা ভাগাভাগির ভিতর যাইতে চায় না। হয় নিজে সবটা লইবে, নতুবা স্বেচ্ছায় অপরকে সবটাই বিলাইয়া দিবে—ভাগ করিয়া পূর্ণ অধিকারের একটা টুক্‌রা লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না। রাণীর প্রকৃতিটাও ঠিক সেইরকম। তাহাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, 'একবৃন্তে কি দুটি ফুল ফোটে না?' তবে সে গর্ব্বিতা লুৎফ্‌উন্নিসা বা পদ্মাবতীর মতই গর্ব্বিতস্বরে উত্তর করিবে, 'অন্য ক্ষুদ্র ফুল ফুটিতে পারে, কিন্তু একবৃন্তে দুইটি পদ্ম ফোটে না।' সুতরাং রাণী ভাগাভাগির দিকে না-গিয়া সবটাই সপত্নীকে বিলাইয়া দিল। এই দানে সে কি সুখ পাইল তাহা সেই জানে, বোধ হয়—বদান্য ধনী আপনার সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া রিক্তহস্তে পর্ণকুটীরবাসে যে সুখ পায়, তেমনই একটা কিছু সুখ পাইল।

কিন্তু হাসি বড় গোল বাধাইল। সে দিদিকে লইয়া যাইবার জন্য কাঁদাকাটা করিয়া, পায়ে মাথা খুঁড়িয়া বেহারীকে এমনই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল যে, বেহারী অতিষ্ঠ হইয়া তাহার সহিত দেখা-শোনা বন্ধ করিয়া দিল। স্বামীর ধরা না-পাইয়া হাসি শেষে রাণীকে ধরিয়া বসিল। রাণী

তাহাকে অনেক বুঝাইল, অনেক আশ্বাস দিল, কিন্তু হাসি কিছুতেই বুঝিল না। সে রাণীর পায়ে-পড়িয়া, চোখের জল ঢালিয়া, মাথার দিব্য দিয়া এমন একটা কাণ্ড করিয়া তুলিল যে, রাণী ভাবিল—সকল দিক্ সাম্‌লাইয়াছি, কিন্তু হাসির দিক্ দিয়া বুঝি আর সাম্‌লাইতে পারিলাম না।

শেষে রাণী তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, "কি করব ভাই, আমার যে এখান-ছেড়ে যাবার উপায় নেই।"

হাসি বলিল, "কেন, এখানে তোমার কি আছে?"

...শ্বশুরের ভিটে আছে। জানিস তো, এই ভিটের মায়াতেই মা সব ছেড়ে এখানে প'ড়েছিলেন। আমি গেলে এ-ভিটেয় সন্ধ্যে দেবে কে?

...বেশ, আমিও তোমার কাছে থাকব। আমারও তো শ্বশুরের ভিটে, আমিও সন্ধ্যে দেব।

...তাও কি হয়?

হাসি জোর করিয়া বলিল, "কেন হবে না, নিশ্চয়ই হবে। আমি এখানেই থাকব।"

রাণী তখন একটু ভাবিয়া বলিল, "কিন্তু তুই এখানে থাক্‌লে ওঁকে কে দেখবে? ওঁর যে কষ্ট হবে।"

হাসি মুখ ভার করিয়া রহিল। রাণী বুঝিল—ঔষধ ধরিয়াছে। তখন সে ঔষধটাকে আরও একটু তীব্র করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "উনি সেখানে একা থাক্‌বেন, ভেবে দেখ্-দেখি, সে কি কষ্ট? যদি একটু অসুখ-বিসুখ হয়—"

হাসি ভার-ভার মুখখানা তুলিয়া ধরা-গলায় বলিল, "বুঝেচি, তুমি

যাবে না। বেশ, আমি যদি আর তোমার সঙ্গে কথা কই, দিদি ব'লে তোমার কাছে আসি, তবে আমাকে কটু দিব্যি।"

বলিতে-বলিতে হাসি কাঁদিয়া ফেলিল—কাঁদিতে-কাঁদিতে ছুটিয়া পলাইল। রাণী স্নেহসজলনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া-চাহিয়া আপন-মনে বলিল—তোর মত সরল মন যদি আমি পেতাম হাসি!

তারপর যখন বিদায়ের পালা আসিল, মোটঘাট লইয়া বেহারী প্রস্তুত হইল, দরজায় গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, তখন হাসি দুইহাতে রাণীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "বুঝেচি দিদি, আমি বেঁচে থাকতে তুমি যাবে না। বেশ, আমি ম'লে কিন্তু যেয়ো।"

রাণী কাঁদিতে-কাঁদিতে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল,, "ও-কি কথা-লা আবাগী—ষাট্-ষাট্!"

হাসি তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, রাণীর চোখের জলে তাহার মাথা ভিজিয়া গেল।

বেহারী ডাকিয়া বলিল, "ওগো, বেলা যে যায়!"

রাণী বহুকষ্টে হাসির নিবিড় বাহুবন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিল, তারপর তাহাকে লইয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিল। গাড়ীতে উঠিয়া হাসি একবারমাত্র রাণীর দিকে চাহিয়াই মুখে কাপড় চাপা দিল। রাণীও আঁচলে চক্ষু চাপিয়া সরিয়া দরজার পাশে আসিল।

গাড়ীতে উঠিবার সময় বেহারী রাণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "যদি দরকার হয়, আমাকে খবর দিয়ো।"

রাণী সে-কথার কোন উত্তর দিল না। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

গাড়ী যতক্ষণ-না মোড়-ঘুরিয়া অদৃশ্য হইল, ততক্ষণ রাণী নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে

তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। শেষে যখন আর কিছুই দেখা গেল না, চাকার শব্দও ক্রমে বাতাসে মিশিয়া আসিল, তখন রাণী ঘরে আসিয়া, মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

*

* *

মধ্যাহ্ন অনেকক্ষণ অতীত হইয়াছে। গাছের ছায়া ঈশান-কোণে হেলিয়া পড়িয়াছে, উঠানের রৌদ্র সরিয়া গিয়া প্রাচীরের কাছাকাছি হইয়াছে, রাণী তখনও সেই ঘরের মেঝেয় পড়িয়া আছে। এমন সময় শান্তি আসিয়া ডাকিল, "সই, ওলো সই ?"

রাণী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াই আহ্লাদে বলিয়া উঠিল, "এঁ্যা, সই !. কখন এলি সই ?"

বলিয়াই রাণী ছুটিয়া আসিয়া শান্তির হাত ধরিল এবং তাহাকে টানিয়া ঘরে আনিল। শান্তি মেঝের উপর বসিয়া বলিল, "আজ সকালে এসেচি, কিন্তু তোর এমন দশা কেন ? শুনলাম, জ্যাঠাইমা মারা গেছেন।"

রাণী বলিল, "হাঁ ভাই।"

"...মরে তিনি বেঁচেছেন। তা' তুই এমন ক'রে প'ড়ে কেন ? মুখ ভারি, চোখ রাঙা, গলা ভার-ভার—অসুখ করেচে না কি ?"

"না, অসুখ নয়"—বলিয়া রাণী এলো-চুলগুলাকে দুইহাতে ধরিয়া গোটা-দুই পাক দিয়া মাথায় জড়াইল, তারপর শান্তির দিকে চাহিয়া বলিল, "সেখানে কেমন ছিলি ? খুব রোগা হ'য়ে গেছিস যে।"

শান্তি হাসিয়া বলিল, "তুই-বা কোন্ হাতীটা হয়েছিস্? সত্যি, তোর চেহারাটা এমন হয়েচে কেন বল্ দেখি? খাওয়া হয়েচে?"

···এখনও হয় নি।

···আর কখন হবে? বেহারী-দা এসেছিল না?

···হাঁ।

·· চ'লে গেছে?

···গেছে।

···কবে গেল?

···আজ।

মৃদু হাসিয়া শান্তি বলিল, "ওঃ, তাই বুঝি রাই ধরাসনে? তা' তুই সঙ্গে গেলি না যে?"

···গিয়ে কি হবে?

···তোমার শ্রাদ্ধ হবে।

···সেটা এখানে হ'লেই বা ক্ষতি কি?

···এখানে পিণ্ডি দেবে কে?

···তুই।

···মুখে আগুন! সত্যি, সঙ্গে গেলি না কেন?

···ইচ্ছে হ'লো না।

শান্তি একটু রাগিয়া বলিল, "মরণ আর কি—স্বামীর সঙ্গে যেতে ইচ্ছে হ'লো না?"

মৃদু হাসিয়া রাণী বলিল, "কি করব ভাই, ইচ্ছেটা তো আমার হাত-ধরা নয়!"

…না, রাগটাই কেবল তোমার হাত-ধরা। আর কে এসেছিল ?

…আর, আর এসেছিল—রাণী কি বলিয়া যে হাসির পরিচয় দিবে তাহা ঠিক করিতে পারিল না।

শান্তি হাসিতে-হাসিতে বলিল, "বুঝেচি, সতীন।"

রাণী বলিল, "না, সে—হাসি।"

…সে আবার কে ?

…সে—হাসি, সতীন, না-না সতীন নয়, ছোট বোন।

…মর পোড়ারমুখী, সতীন বুঝি আবার বোন হয় ?

…হয়। আগে জান্‌তাম না, কিন্তু এখন জেনেচি—হয়।

রাণীর চোখ দিয়া ঝর্‌-ঝর্‌ করিয়া জল গড়াইতে লাগিল।

শান্তি বলিল, "ও-কি, কাঁদ্‌চিস যে।"

অনেকক্ষণ পরে রাণী প্রকৃতিস্থ হইল, আঁচলে চোখ-মুখ মুছিয়া বলিল, "দূর হোক ছাই! এখন তোর কথা বল্‌। সেখানে কেমন ছিলি ?"

…ঢেঁকি স্বর্গে গিয়ে কি করে ?

…শুনেচি, ধান-ভানে।

…আমারও তাই, বরং কিছু বেশী।

…তাই বুঝি স্বর্গ ছেড়ে আবার মর্ত্ত্যে এলি ?

…কাজেই, এখানে তবু ধান-ভানার গীত শোনবার লোক আছে।

…সে আবার কে ?

…সই।

রাণী হাসিয়া বলিল, "তা' সেখানেও একটা সই জোটালি না কেন ?"

শান্তি হাসিয়া উত্তর করিল, "জুটেছিল, তবে সে সই নয়—সয়া।"

…সে তো আরও ভালো—ছেড়ে এলি যে ?

…আমি কি ছাড়ি ? লোকে ছাড়ায়। ননদী-কুটিলা দেখলে বে-গতিক, রাই বুঝি এবার যমুনার জল আন্‌তে ছোটে, তাই নগদ চার আনা খরচ ক'রে তাড়াতাড়ি যমুনা পার ক'রে দিলে।

…বেশ ক'রেচে। আমি হ'লে রাইকে যমুনার মাঝখানে রেখে দিতাম।

…তোর ভাই বড় দয়ার শরীর।

শান্তি হাসিয়া উঠিল। রাণীও হাসিল, হাসিতে-হাসিতে বলিল, "রেখে দে তোর হাসি। এখন হেঁয়ালি-ছেড়ে সোজা-কথায় ব্যাপারটা কি বল্ দেখি ?"

সহসা শান্তির মুখের হাসি কোথায় মিলাইয়া গেল। একটা জোর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এর আর সোজা-উল্‌টো কি ভাই, বিধবার বাপের বাড়ীই কি, শ্বশুর-বাড়ীই কি, কোথাও সোয়াস্তি নেই। এখানে সৎ-মা, সেখানে জা, তিনি আবার এঁর চেয়ে এক-কাঠি সরেশ। দেখে-শুনে ভাব্‌ছিলাম, গলায় দড়ি দিয়ে মরা সহজ কি আফিং খেয়ে মরা সহজ, কিন্তু অদৃষ্টে আত্মহত্যার পাপ নেই তাই আবার এখানে এসে পড়লাম। ইহকাল তো গেছেই, শেষে আত্মঘাতী হ'লে পরকালটাও যেত।"

একটা চাপা-দীর্ঘনিশ্বাসে শান্তির বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। রাণীও সহানুভূতির দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া করুণকণ্ঠে বলিল, "সত্যি ভাই, তোর বড় দুখ্‌খু।"

দুঃখে ম্লানহাসি হাসিয়া শান্তি বলিল, "বিধবা আবার কবে কোথায় সুখ পেয়েচে ? চুলোয় যাক্ সুখ-দুখ্‌খু, আমার সই বেঁচে থাক্।"

রাণীও হাসিয়া বলিল, "সেই ভালো, সুখ চাই না, আমরা দু'টি সইয়ে বেঁচে থাকি আয়। সত্যি বলতে কি ভাই, তুই এলি না-আমি বাঁচলাম। তবু দু'দণ্ড কথা ক'য়ে বাঁচব।"

...কাজেই! যখন কথা কইবার সঙ্গী ছেড়ে দিয়েচ, তখন দুধের স্বাদ ঘোলেই মেটাতে হবে।

...অমন জ'লো-দুধের চেয়ে আমার ঘোলই ভালো।

...যদি না মাথায় পড়ে।

দু'জনেই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে উভয়ের দুঃখ-তমসাচ্ছন্ন-হৃদয়ে একটু সুখের আলো ফুটিল।

এই আখ্যায়িকার সহিত শান্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সুতরাং তাহার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

*

* *

বেহারীচরণের বাড়ীর পাশে রামসদয় চক্রবর্ত্তীর বাড়ী। পৌরোহিত্য তাঁহার ব্যবসা, গ্রামের অনেক কায়স্থ নবশাখ তাঁহার যজমান। অনেকে মনে করেন, ব্যবসামাত্রেই কিছু মূলধনের আবশ্যক। আমরা কিন্তু জানি, অন্য ব্যবসায়ে মূলধনের আবশ্যকতা থাকিলেও পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ে ইহার কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা নাই। প্রাচীনকালে ইহাতে 'বিদ্যা'-নামক একটা মূলধনের আবশ্যক ছিল বটে, কিন্তু এখন এই বিদ্যাপ্লাবিত দেশে বিনা মূলধনেই ব্যবসা চলে। এখন কেবল স্ত্রীলোকদের মন-ভোলানো মিষ্ট কথা,

কার্য্যের আড়ম্বর প্রদর্শন, শনিস্তোত্র, নবগ্রহস্তোত্র, সত্যপীরের পাঁচালি প্রভৃতি কতকগুলা সংস্কৃত-অসংস্কৃত বিষয় জানিলেই বেশ কাজ চলিয়া যায়। 'প্রতিপদে অর্থহানিঃ কুষ্মাণ্ডভক্ষণ,' 'রবৌ বর্জ্জ্যং চতুঃপঞ্চ' 'সর্ব্বসিদ্ধি ত্রয়োদশী' প্রভৃতি কতকগুলি শাস্ত্রীয় প্রমাণ কণ্ঠস্থ করিতে পারিলেই, আর পাঁজি দেখিয়া যাত্রা-শুভ, যাত্রা-নাস্তি, নক্ষত্রামৃতযোগ ঠিক করিতে জানিলেই অনেক মহামহোপাধ্যায়কেও তাঁহাদের সৌভাগ্যদর্শনে ঈর্ষান্বিত হইতে হয়। তাঁহারা অনেক সময়েই স্মৃতিতীর্থমহাশয়ের অধ্যাপক-নিমন্ত্রণের পত্রখানা ভ্রমবশতঃ এইরূপ পুরোহিতমহাশয়দের হাতেই দিয়া ফেলেন।

রামসদয়ের—পুরোহিতের উপযুক্ত পূর্ব্বোক্ত গুণগুলি ছিলই, অধিকন্তু তিনি কয়েকদিন সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের সন্ধিবৃত্তি বগলে পূরিয়া অনন্ত ভট্টাচার্য্যের টোলেও যাতায়াত করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে আর পায় কে? সেই এক সন্ধিবৃত্তির জোরেই তিনি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা, অশৌচ-ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রদান করিতেন এবং তজ্জন্য নিয়মিত তৈলবটও পাইতেন। রামসদয় তাঁহার পাণ্ডিত্যের মূল সন্ধিবৃত্তিখানিকে লাল-খেরোয় মুড়িয়া যত্নসহকারে সিন্দুকে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন এবং মাঝে-মাঝে রোদে দিয়া তাহাকে কীটের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন।

গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে যেমন একজন দশকর্ম্মান্বিত বলিয়া জানিত, তেমনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াও সম্মান করিত। সে-বৎসর বোসেদের বাড়ীতে দুর্গোৎসবের সময় কৃষ্ণনগর হইতে জনৈক ভট্টাচার্য্য আসিয়া চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন। তিনি পড়িতেছিলেন, 'অযুধ্যতাযুতানাঞ্চ সহস্রেণ মহাহনুঃ।' রামসদয়, "হাঁ-হাঁ, করেন কি, থামুন!"—বলিয়া চীৎকার করিয়া

উঠিলেন। ভট্টাচার্য্য অবাক্। তিনি বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মশাই, কি দোষ হয়েচে ?"

রামসদয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সম্পূর্ণ দোষ, একেবারে অশুদ্ধ। মহাহনু ? চণ্ডীতে হনূমান্ আসবে কোথা হ'তে ? সে তো রামায়ণের কথা। হনূমান্ ত্রেতাযুগে জন্মেছিল, আর এটা হ'চ্চে সত্যযুগের কথা। শম্ভু-নিশম্ভু বধ সত্যযুগেই হয়েছিল, বুঝেচেন ?"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় রামসদয়ের বিদ্যার দৌড় বুঝিলেন এবং এরূপ পণ্ডিতের সহিত তর্ক করা যে কিরূপ বিপজ্জনক তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং তিনি রামসদয়ের কথাতেই সায় দিয়া সহাস্যে বলিলেন, "ঠিক কথা, হনূ চণ্ডীতে এসে উৎপাত বাধাবে কেন ? নিশ্চয়ই ওটা ভুল, কিন্তু ওটা কি হ'তে পারে, বলুন দেখি ?"

রামসদয় একটুও না-ভাবিয়া উত্তর করিলেন, "ভানু, ভানু—বুঝলেন, মহাভানু। হনূ কেটে ভানু ক'রে দিন।"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় বহুকষ্টে হাস্যসংবরণ করিয়া তাঁহার মানরক্ষার জন্য পড়িলেন, "অযুধ্যাতায়ুতানাঞ্চ সহস্রেণ মহাভানুঃ।"

রামসদয়ের এই অগাধ পাণ্ডিত্য দর্শনে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হইলেন। বোসজামহাশয় তাঁহার আট আনা বৃত্তি বাড়াইয়া এক টাকা করিয়া দিলেন।

রামসদয় আর একটা বিষয় আবিষ্কার করিয়া সকলের নিকট—বিশেষতঃ গ্রাম্য-মণ্ডলদিগের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিলেন। তাঁহার আবিষ্কারটা এই—'গ্রাম্য-মণ্ডলদের মত নারায়ণও দেব-সমাজে মোড়লী করিয়া বেড়ান।' মাইনর-স্কুলের হেড্-পণ্ডিত একদিন ইহার প্রমাণ

চাহিলে রামসদয় বলিয়াছিলেন, “কেন, ওই যে তাঁর ধ্যানেই আছে, ‘ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী’ অর্থাৎ তিনি দেবতাদের মাঝখানে মোড়লী করিতেন।”

পণ্ডিতমহাশয় না-বুঝিয়া বলিলেন, “সে কি মশাই, ওখানে যে মণ্ডল অর্থে পরিবেষ অর্থাৎ—”

রামসদয় চীৎকার করিয়া বলিলেন, “রেখে দাও তোমার অর্থাৎ। এ-কি ব্রাহ্মণ-ভোজন না-কি যে, পরিবেশন করবে? মণ্ডল মানে যে মোড়ল এ-কথা কে না জানে? কি বল হে ঘোষের পো, কি গো দত্তজা, কি ব'লো দাসু-খুড়ো?”

সকলেই একবাক্যে রামসদয়ের বাক্যের পোষকতা করিল। পণ্ডিত-মহাশয় হারিয়া গেলেন, রামসদয়েরই জয়-জয়কার হইল। তোমরাও একবার রামসদয়ের মত পুরোহিতমহাশয়দের জয়ধ্বনি কর।

সংসারে একটি পুত্রের অভাব ছাড়া রামসদয়ের আর কোন অভাব ছিল না। কন্যা—শান্তি ছিল, কিন্তু সে তো দুইদিন-বাদে পরের ঘরে চলিয়া যাইবে, বিশেষতঃ সে পিতৃপুরুষদিগের জল-পিণ্ডদানের অধিকারী নহে। জল-পিণ্ডদানের উপযোগী একটি সন্তান আসিয়াছিল, কিন্তু সে দুই বৎসরের অধিককাল সংসার-সুখভোগের সুযোগ পাইল না। তারপর রামসদয় কত দুষ্প্রাপ্য ঔষধ-কবচ আনিয়া গৃহিণীর কণ্ঠদেশ ও কটিদেশ ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিলেন, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। শুধু শান্তি একাই মাতা-পিতার অতিরিক্ত স্নেহ ভোগ করিতে-করিতে বাড়িতে লাগিল।

শান্তির বয়স যখন এগারো বৎসর তখন বারো বৎসরের রাণী প্রথম স্বামীর ঘর করিতে আসে। সেই সময়েই সমবয়স্কতাপ্রযুক্ত উভয়ের মধ্যে

সৌহৃদ্য স্থাপিত হইয়াছিল এবং চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী করিয়া তাহারা সই পাতাইয়াছিল। শান্তি তখনও অবিবাহিতা।

তারপর শান্তি যখন এগারো পার হইয়া বারোয় পড়িল, তখন তাহার বিবাহের যোগ চলিতে লাগিল। রামসদয় কুলীন নহেন, শ্রোত্রিয়, সুতরাং কন্যার বিবাহে পণ লইতে কোন বাধা ছিল না। তিনিও বিবাহের সময় শ্বশুরকে সাড়ে-তিনশত টাকা গণিয়া দিয়াছিলেন। এখন কন্যার বিবাহে তাহা সুদসমেত আদায় করিবার জন্যই যে তিনি শান্তিকে বড় করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা নহে, তবে বাধা যখন নাই, তখন পরের পয়সা ঘরে আনিতে দোষ কি? শান্তি দেখিতে মন্দ ছিল না, তাহার উপর বয়স্থা। রামসদয় আশা করিয়াছিলেন, মেয়ের বিবাহ দিয়া তিনি নিতাই জোলার বড় জমাটা খরিদ করিবেন।

ইহাতে কিন্তু প্রধান যজমান হরিহর বোস বড় গোল বাধাইল। সে বলিল, "দাদাঠাকুর, শুক্র-বিক্রয় মহাপাপ, বিশেষ আজকাল আর ও-প্রথা নেই। একটি লেখাপড়া-জানা গরীবের ছেলে দেখে মেয়েটি দান কর—খরচ কিছু লাগে, আটকাবে না।"

রামসদয় এমন মাতব্বর-যজমানের কথাটা ঠেলিতে ইতস্তত করিতে লাগিলেন। ইহার উপর গৃহিণীও যখন ধরিয়া বসিলেন—"সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, ওই একটা মেয়ে, ওকে জলে ফেলো না, একটি ভালো-ছেলে দেখে অমনি দাও, টাকায় আর আমাদের কি দরকার?"—তখন অগত্যা রামসদয় তারা-ব্রহ্মময়ীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া ভালো-ছেলে খুঁজিতে লাগিলেন।

ভালো-ছেলে সহজে মিলিল না। লেখাপড়া জানে, কিছু সংস্থান

আছে, এরূপ ছেলের অভিভাবকেরা যাহা চাহিয়া বসিল, তাহা শুনিয়া রামসদয়কে বারবার 'হরি' স্মরণ করিতে হইল। এদিকে তিনি যখন এক-পয়সাও গ্রহণ করিবেন না, তখন যেমন-তেমন পাত্রের হাতেও তো মেয়ে দেওয়া যায় না— অগত্যা তাঁহাকে অনেক খুঁজিতে হইল।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি পাত্র পাওয়া গেল। পাত্রের বিষয়-সম্পত্তি মন্দ নয়, কিছু তেজারতি কারবার আছে, দোষের মধ্যে দ্বিতীয়পক্ষ। দ্বিতীয়পক্ষ হইলেও বয়স তেমন বেশী হয় নাই, চল্লিশের মধ্যে। পাত্রের মা-বাপ নাই, প্রথমপক্ষের সন্তান-সন্ততিও নাই। শুধু ছোট ভাই আছে, ছোট ভায়ের দুইটি ছেলে।

রামসদয় এই পাত্রের হস্তেই কন্যাদান করিলেন। বিবাহে যাহা খরচ হইল, হরিহর বোসই তাহা দিল। গ্রামের লোকে রামসদয়ের এই নির্লোভতা দর্শনে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। কেবল কতকগুলা দুষ্ট-লোক সন্দেহ করিল, রামসদয় ঘর-খরচ বলিয়া জামাতার নিকট হইতে গোপনে একশত পঁচাত্তর টাকা লইয়াছেন। কিন্তু তাহাদের এই সন্দেহের কোন সন্তোষজনক প্রমাণ ছিল না।

বিবাহের সময় তিনদিন শ্বশুরবাড়ীতে থাকিয়া শান্তি সেই যে বাপের-বাড়ী আসিল, আর তাহাকে শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইল না। বিবাহের পাঁচমাস পরে সংবাদ আসিল, জামাতা তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত হাঁপানি রোগের আকস্মিক প্রাবল্যে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। শান্তির মা কাঁদিয়া পাড়া মাথায় করিল, রামসদয় কন্যার বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থার জন্য সত্বর জামাতার গৃহে গমন করিলেন।

কিন্তু সেখানে গিয়া রামসদয় যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহার মাথায়

আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। জামাতা মৃত্যুর পূর্ব্বে উইল করিয়া কনিষ্ঠ ষষ্ঠিচরণকেই সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে স্ত্রীর জন্য এইমাত্র বন্দোবস্ত আছে, স্ত্রী যদি সচ্চরিত্রভাবে তাঁহার বাড়ীতে থাকে, তাহা হইলে সে যাবজ্জীবন খোরপোষ পাইবে এবং সম্ভবমত বারব্রতাদির খরচ পাইতে পারিবে।

রামসদয় উইলের সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য পাড়ার দুই-একজন প্রবীণ লোকের কাছে গেলেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই বলিলেন, "উইল জাল নয়, মৃত্যুর দুই-একদিন আগে তাঁদেরই সুমুখে ঘনশ্যাম সজ্ঞানে উইল ক'রে গিয়েছে।"

রামসদয় হতাশ হইয়া বলিলেন, "তখন তার মাথার ঠিক ছিল না।"

প্রবীণেরা বলিলেন, "মাথার ঠিক ছিল কি না, সে-কথা আপনি আদালতে গিয়ে প্রমাণ করতে পারেন, আমরা যা জানি তাই বললাম, পরেও বলবো।"

কিন্তু এই প্রমাণের স্থান আদালত জিনিসটা যে কিরূপ ভয়ঙ্কর, সেখানে টাকা লইয়া কিরূপ ছিনিমিনি খেলা হয়, তাহা রামসদয়ের অজ্ঞাত ছিল না। অগত্যা তিনি নিতান্ত হতাশচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মৃত-জামাতার উপর তাঁহার ভয়ানক রাগ হইল—হায়, হতভাগা এই বয়সে বিবাহ করিয়া অবীরা স্ত্রীর জন্য কিছুই সংস্থান করিয়া গেল না? সব সম্পত্তি ভাইকে দিয়া যদি কেবল দশবিঘা জমিও স্ত্রীকে দিয়া যাইত, তাহা হইলেও যে অন্ততঃ দেড়-হাজার টাকা হাসিতে-হাসিতে তাঁহার ঘরে আসিত। হাতে ধরিয়া বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে এমনই ফাঁকি দিয়া যাইতে হয়? কলিকাল হইলেও ধর্ম্মে কি এতটা সহিবে!……

কিন্তু ধর্ম্ম জামাতার সম্বন্ধে পরলোকে কি ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা জানিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং তাঁহার রাগটা অলক্ষ্য-স্থানে প্রস্থিত জামাতাকে ত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষস্থিতা কন্যার উপরেই পড়িল। কি হতভাগিনী সে! বিবাহের পর একটা বৎসরও পার হইল না। জামাতা যদি কিছুদিন তাহাকে লইয়া ঘর করিবার সময় পাইত, তাহা হইলে কি এমনটা ঘটিত! হয়ত সেই সমগ্র সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু হায়, অলক্ষণা মেয়ে দুর্ভাগ্যের জন্যই সব হারাইল। কেবল হারাইল না, বাপের গলায় ফাঁস ঝুলাইল। এখন হয়ত তাহাকে যাবজ্জীবন পুষিতে হইবে—ছি-ছি, মেয়ে না শত্রু!

ঘরে ফিরিয়াই রামসদয় মেয়ের হাতের অবশিষ্ট কাচের চুড়িগুলা ভাঙ্গিয়া দিলেন, কানের মাকৃড়ি, গলার হার খুলিয়া লইলেন, পেড়ে-কাপড় ছাড়াইয়া থান পরাইলেন, তারপর তাহাকে বিধবার অবশ্যকর্ত্তব্য ব্রহ্মচর্য্য পালনের আদেশ দিয়া হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা করিলেন। গৃহিণী মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন, প্রতিবাসিনী বেহারীর মা আসিয়া বলিলেন, "একেবারে এতটা কেন ঠাকুরপো, আহা, ছেলেমানুষ!"

রামসদয় গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া উত্তর করিলেন, "ধর্ম্মের কাছে ছেলে-বুড়ো সব সমান। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য শাস্ত্রের বিধান, আমার কাছে তার একচুল এদিক-ওদিক হবে না। আমি সকলকে ব্যবস্থা দিয়ে থাকি, আমি যদি শাস্ত্রের বিধান না মানি তবে আর পাঁচজনে মানবে কেন? নিজের মেয়ে ব'লে আমি শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করতে পারব না।"

শান্তির মা এতটা সহিতে পারিলেন না, তিনি কাঁদিয়া-কাঁদিয়া শয্যা লইলেন। তারপর মেয়েকে একটা একাদশীর উপবাস করিতে দেখিয়াই

তিনি চক্ষু বুজিলেন, দ্বিতীয় একাদশী পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার মত ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না।

স্বামী হারাইয়া শান্তি কাঁদে নাই, কিন্তু মাকে হারাইয়া কাঁদিয়া ভাসাইল। আজ যেন সে সত্যই সংসারের মমতার ক্রোড় হইতে বিচ্যুতা হইয়া ব্রহ্মচারিণী হইল। রামসদয়ও একটা দারুণ আঘাত পাইলেন। প্রৌঢ়-বয়সে স্ত্রীকে হারাইয়া তিনি সংসার অন্ধকার দেখিলেন। সংসার তাঁহার তিক্তবোধ হইল—শান্তির প্রাণপণ যত্নও তাঁহার হৃদয়ের সে-তিক্ততা দূর করিতে পারিল না।

*

* *

কালে সবই সহিয়া যায়। আজ যাহা তীব্র শেলাঘাত বলিয়া বোধ হয়, কালে তাহাকেই হৃদয়ের একপাশে-বিদ্ধ কণ্টকের একটু পুরাতন ক্ষতচিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না। একদিন যে সংসারকে দাবানলদগ্ধ অরণ্যানী মনে করিয়া ছুটিয়া পলাইতে যায়, কালে সেই আবার হাসিমুখে ত্যক্ত-সংসারকে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরে। কালের ইহাই নিয়ম, সংসার-চক্রের গতির ইহাই গূঢ়-রহস্য। এ-রহস্য না থাকিলে বুঝি সংসার-চক্র কোনদিন অচল হইয়া পড়িত।

রামসদয়ও এই চিরন্তন-সংসারনীতির বহির্ভূত নহেন, সুতরাং তাঁহারই বা শোকের আধিপত্য স্থায়ী হইবে কেন? ক্রমে যখন শোকের তীব্রতা কমিয়া আসিল, যখন তিনি বুঝিলেন, সংসারে এক যায় আর আসে--

যে যায়, তাহার জন্য সংসার কোনদিনই তিলমাত্র অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে না, তখন তাঁহার উদাস মনোভৃঙ্গ—সংসারের তিক্তরসের মধ্যে আবার কিঞ্চিৎ মধুর রসের অন্বেষণে রত হইল, কিন্তু আধার না পাইয়া সে পথভ্রান্তের মত কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

রামসদয় অনেক ভাবিলেন। এ-বয়সে বিবাহ না-করিয়া বনগমনই উচিত এবং ইহাই শাস্ত্রাদেশ এ-কথা সত্য, কিন্তু উপযুক্ত বনের অভাবে সে-কাজটা ইদানীং কাহারও দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে এমন তো শুনা যায় না। বিশেষতঃ তিনি শান্তিকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইবেন? শান্তির জন্য তাঁহাকে সংসারে থাকিতেই হইবে। যখন সংসারে থাকিতে হইবে, তখন সংসারীর মত থাকাই দরকার, মনের ভিতরে সন্ন্যাসীর তীব্র বৈরাগ্য লইয়া সংসারে থাকা চলে না—'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমূচ্যতে।' ঠিক কথা—গৃহিণী বিনা গৃহে-অরণ্যে প্রভেদ কি?

এ-সকল যুক্তির কথা। অতঃপর শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া রামসদয় তাহা হইতে দুইটি রত্ন উদ্ধার করিলেন। তাহার একটি—'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।' হায়, স্ত্রী না-থাকিলে তিনি যে ধর্ম্ম-কার্য্যের অধিকারীই নহেন। তারপর —'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনম্।' সত্যই তো, তাঁহার পুত্র কোথায়? তাঁহার অবর্ত্তমানে তদীয় চতুর্দ্দশ-পুরুষ যে জলপিণ্ডের অভাবে হাহাকার করিয়া বেড়াইবেন। সেই যে কোন্ ঋষি বিবাহ না-করায় দেখিয়াছিলেন, তাঁহার পিতৃপুরুষেরা এক গভীর গহ্বরমুখে কুশের মূল ধরিয়া ঝুলিতেছিলেন আর তাঁহাকে অভিসম্পাত করিতেছিলেন—ঋষি তাড়াতাড়ি বিবাহ করিয়া তাঁহাদিগকে গহ্বরমধ্যে পতন হইতে এবং আপনাকে পিতৃলোকের অভিশাপ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

রামসদয় সব পারেন, কিন্তু শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করিতে পারেন না। এই শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষার জন্যই তিনি সাড়ে-চারিশত টাকা পণ দিয়া এক ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া বালিকাকে আপনার গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শান্তি চোখের জল মুছিয়া নববধূকে বরণ করিয়া ঘরে আনিল।

বধূর নাম দামিনী। মেঘের মত কালো-চুলের রাশি ছাড়া তাহার দেহে দামিনীর আর কোন লক্ষণই দেখা যাইত না। তবে তাহার ভিতরে যে দামিনীর মতই একটা ভীষণ তীব্রতা ছিল, কয়দিনেই শান্তি তাহা বুঝিতে পারিল।

বিবাহের পাঁচ-ছয়মাস পরেই দামিনী আপনার গৃহিণীপদ অধিকার করিতে আসিল। আসিবার সময় সে মাতৃদত্ত কতকগুলি অমূল্য উপদেশ ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে আনিতে পারে নাই।

রামসদয় এই বালিকা-পত্নীর গৃহিণীপণা ও তদুপযোগী বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।. দামিনী আসিয়াই তাঁহার বাক্সের চাবিটা হস্তগত করিল। তিন পয়সার কাজ কেমন করিয়া এক পয়সায় সারিতে হয় তাহা রামসদয়কে বুঝাইতে ও কার্য্যে প্রদর্শন করিতে লাগিল। বালিকা শান্তি সংসারের সব কাজ একা পারিবে না বলিয়া রামসদয় একটি ঝি রাখিয়াছিলেন, খাওয়া-পরা ছাড়া তাহাকে মাসে চার আনা মাহিনা দিতে হইত। সে-মাহিনা কখন আতপ-তণ্ডুল, কখন গামছায় বা সাত-হাতি কাপড়ে শোধ যাইত। দামিনী আসিয়াই তাহাকে ছাড়াইয়া দিল, স্বামীকে বলিল, "গরীব গেরস্ত-ঘরে আবার ঝি-চাকর! কেন, আমরা কি রাজা-রাজড়ার মেয়ে?"

আমরা অর্থে—সে ও শান্তি।

রাজারাজড়ার ঘরের মেয়ে না হইলেও দামিনী যে স্বহস্তে গৃহস্থালীর কাজ করিত, এমন কথা অবশ্য কেহ মনে আনিতেই পারে না। তাহা হইলে যে তাহার গৃহিণীপদের অবমাননা হয়। নিজের হাতে কাজ না করিলেও সে শান্তিকে দিয়া সংসারের সমস্ত কাজ এমন নিপুণভাবে করাইয়া লইত যে, কোথাও একটু ত্রুটি থাকিত না। এইরূপে আপনার গৃহিণী-পণার নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া চূর্ণ-তাম্রকূটমিশ্র তাম্বূল-রঞ্জিত অধরে হাসির লহর তুলিয়া, ঈষৎ কপিলাভ চক্ষুর অপাঙ্গভঙ্গীতে রামসদয়ের মুগ্ধ চিত্তটাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতে-করিতে দামিনী সগর্ব্বে সোহাগের স্বরে বলিত, "ঝি-চাকর না রেখেও সংসারের কাজকর্ম্ম চ'লচে কি না দেখ। আমাকে কিন্তু এবার মাসে-মাসে সেই ঝিয়ের খাওয়া-পরা খরচটা হিসেব ক'রে দিতে হবে।"

রামসদয় স্ত্রীকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া আহ্লাদগদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিতেন, "তোমারই যে সব দামিনী, আমি আর তোমায় দেব কি?"

দামিনীর এই আশ্চর্য্য গৃহিণীপণা দেখিয়া রামসদয় মাঝে-মাঝে ভাবিতেন —হায়-হায়, এমন বুদ্ধিমতী স্ত্রী আমার কপালে বাঁচলে হয়!

শান্তি বয়ঃকনিষ্ঠ বিমাতাকে মা বলিতে পারিত না, বউমা বলিয়া ডাকিত। একদিন দামিনী সেইজন্য তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "বউমা আবার কি? মা ব'লে ডাকবে—কেন, আমি কি তোমার মা বলার যোগ্য নই?"

সে যে তাহার সেই স্নেহময়ী মাতার কোন অংশেই যোগ্য নয় তাহা জানিলেও শান্তি মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না, কিন্তু মা বলিয়াও ডাকিল না, ডাকিতে গেলে কথাটা যেন গলায় বাধিয়া যাইত।

তাহার এই গর্ব্বিত আচরণে দামিনী তাহার উপর হাড়ে-হাড়ে চটিয়া উঠিল।

শান্তির এখন আর কাজের বিরাম নাই। সে সকালে উঠিয়া গোময় দ্বারা গৃহসংস্কার, বাসনমাজা প্রভৃতি কাজ একাই সম্পন্ন করিত, তারপর স্নান করিয়া ঠাকুরঘরে পূজার উদ্যোগ করিয়া দিয়া রাঁধিতে যাইত। পিতা ও বিমাতার আহার শেষ হইলে সে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিয়া, কাপড কাচিয়া আহ্নিক করিতে বসিত, তারপর আহ্নিক সারিয়া আপনার হবিষ্যান্ন চাপাইত। যখন আহার শেষ করিয়া উঠিত, তখন সূর্য্যদেব পশ্চিমগগনে অনেকটা নামিয়া গিয়াছেন।

রাণী আসিয়া ডাকিত—সই, জল আনতে যাবি না?

নদী হইতে জল আনিয়া তাহাকে আবার বৈকালিক গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইত। যেদিন ইহার মধ্যে একটু সময় পাইত, সেইদিন রাণীর কাছে গিয়া একটু বসিত।

শান্তি পরিশ্রমে কাতর ছিল না। এত খাটিয়াও সে যদি কোনদিন বিমাতার মুখে একটুও স্নেহসম্ভাষণ শুনিতে পাইত, তাহা হইলেও সে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিত, কিন্তু সেটুকুও তাহার অদৃষ্টে প্রায় ঘটিত না, তৎপরিবর্ত্তে অবিরাম তীব্র বাক্যবাণ আসিয়া তাহার দুঃখদীর্ণ হৃদয়কে আরও বিদীর্ণ করিয়া দিত। সবদিন তাহার অদৃষ্টে অন্নও জুটিত না, এক-একদিন তাহাকে পাতের ভাত ফেলিয়া দিয়া উপবাসে দিন কাটাইতে হইত।

কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া শান্তি যখন আহারে বসিত, তখন দামিনী মাধ্যাহ্নিক-নিদ্রা শেষ করিয়া—সংসারের কোথায় কি হইতেছে তাহার

তদন্তে প্রবৃত্ত হইত। কোন-কোনদিন সে শান্তির প্রস্তুত অন্নরাশির দিকে তীব্র-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একটু অন্তরালে গিয়া আপনমনে বলিত—মা-গো, ভাতের কাঁড়ি দেখ, বেরালে ডিঙোতে পারবে না। এত খাওয়া কি ভালো? ও-সব রাক্ষুসে-খাওয়া। আর তা না-হ'লেই-বা এমন দশা হবে কেন?

অন্তরালে বলিলেও কথাগুলা এমন নিম্নস্বরে বলা হইত যে, শান্তির তাহা শুনিবার পক্ষে কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না। শুনিয়া শান্তির হাতের ভাত হাতেই থাকিত, চোখের জলে কোলের ভাত ভিজিয়া যাইত, মুখের অর্দ্ধচর্ব্বিত ভাতগুলা কিছুতেই গলার নীচে যাইতে চাহিত না—রুদ্ধ বাষ্প তাহাদিগকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিত। শান্তি ভাতগুলি তুলিয়া লইয়া পুকুরের জলে ঢালিয়া দিয়া আসিত। ক্ষুধার তীব্রদাহ, দুঃখের প্রচণ্ড-বহ্নির সহিত মিশিয়া যখন তাহার বুকটাকে ছাই করিয়া দিতে উদ্যত হইত, তখন সে শুধু আকুলকণ্ঠে ডাকিত—মা, মা, মা-গো!

দুঃখ, দৈন্য ও হতাশার তীব্র-পীড়নে মৃত্যুটা যখন শান্তির নিকট নিতান্ত লোভনীয় হইয়া উঠিত, তখন সে সব কাজ ফেলিয়া রাণীর কাছে ছুটিয়া যাইত।

রৌদ্রদগ্ধের নিকট যেমন স্নিগ্ধ বটচ্ছায়া, তৃষ্ণার্ত্তের নিকট যেমন স্বচ্ছ-সলিলবিন্দু, দরিদ্রের নিকট যেমন অমূল্য স্পর্শমণি, শান্তির নিকট তেমনি—রাণী। শান্তি যতক্ষণ রাণীর নিকট থাকিত, ততক্ষণ সে সকল যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইত, একটা গভীর সান্ত্বনার ছায়ায় তাহার নৈরাশ্যদগ্ধ প্রাণটা যেন জুড়াইয়া যাইত, কিন্তু সে-অবসরই বা কতক্ষণ? যতক্ষণই হোক, সেইটুকু সময়ই শান্তির নিকট অমূল্য। এই সময়টুকু

অপব্যবহারের জন্য তাহাকে দামিনীর নিকট তিরস্কৃত হইতে হইলেও সে মাথা পাতিয়া লইত।

শান্তির কষ্ট দেখিয়া একদিন রাণীর শাশুড়ী রামসদয়কে বলিয়াছিলেন—আহা, ঠাকুরপো, কচি মেয়েটা খেটে-খেটে যে সারা হ'য়ে গেল!

রামসদয় তদুত্তরে একটা সুদীর্ঘ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া বৃদ্ধাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে—বিধবার পক্ষে শারীরিক পরিশ্রম অত্যাবশ্যক। এই পরিশ্রম-দ্বারা তাহার মনের পবিত্রতা রক্ষা হয়। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে তাহার মনে নানা কু-চিন্তার আবির্ভাব হইতে পারে।

এমন যুক্তির উত্তরে বৃদ্ধা আর কোন কথাই বলিতে পারেন নাই, কেবল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন মাত্র।

রামসদয়ের নিকট বৃদ্ধার এই সহানুভূতি প্রকাশের কথা শুনিয়া দামিনী সেদিন তাঁহার উদ্দেশে যে-সব কথা বলিয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে তাহা বৃদ্ধার কর্ণগোচর হয় নাই, নতুবা সেইদিনই উভয় পরিবারের মধ্যে মুখ-দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইত।

শান্তিও সেদিন বাদ যায় নাই। সে-ই যে পাড়ায়-পাড়ায় বিমাতার এইসব কুৎসা রটনা করিয়া বেড়ায়, ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া দামিনী সেদিন শান্তির উদ্দেশ্যেও এমন কতকগুলি চোখা-চোখা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল, যাহার প্রত্যেকটি শান্তির বুকের হাড়গুলিকে পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিতেছিল। শান্তি কিন্তু তাহার একটিরও উত্তর দেয় নাই, সে শুধু পড়িয়া-পড়িয়া তাহার স্বর্গগতা জননীকে স্মরণ করিতেছিল আর ভাবিতেছিল—আত্মহত্যা যদি পাপ হয়, তবে ভগবান কি বিধবাদের জন্য আর কোন উপায়ই করিয়া দেন নাই?

ইহার উপর দামিনী যখন সন্তানের জননী হইল, তখন শান্তির নির্য্যাতন চরম সীমায় উঠিল। ক্রমে অসহ্য হইলে শান্তি ভাবিল—দূর হউক, একবার শ্বশুরবাড়ী দেখিয়া আসি। সেখানে তো আমার খোরপোষেরও দাবি আছে।

রাণী শুনিয়া বলিল, "আবার শ্বশুরবাড়ী কেন সই ?"

শান্তি হাসিয়া উত্তর করিল, "সে-জায়গা যমের বাড়ীর চেয়ে ভালো কি মন্দ, একবার দেখে আসি !"

রাণী আর কোন বাধা দিল না। শান্তি তখন পিতার নিকট এই প্রস্তাব করিল।

রামসদয় ভাবিয়া দেখিলেন—মন্দ যুক্তি নয়। দিনকতক সেখানে থাকিয়া যদি খোরাক-পোষাকের একটা বন্দোবস্ত করিয়া আসিতে পারে, তাহাতে আমার লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই।

রামসদয় রাজি হইলেন, দামিনী কিন্তু ইহাতে সম্মতি দিল না। সে স্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বলিল, "ও-মা, তাও কি হয় ? ধরতে গেলে ও আমারই মেয়ে। ওকে কোথায় পাঠাব ? সেখানে ওর কে আছে ? আমাদের একমুঠো জোটে তো ওরও জুটবে।"

আসল কথা, শান্তি চলিয়া গেলে সংসারের কি হইবে, ইহাই তাহার ভাবনা।

কিন্তু শান্তির জেদের নিকট দামিনীর আপত্তি টিকিল না। রামসদয় একদিন সকালে নিজে শান্তিকে লইয়া তাহার শ্বশুরবাড়ীতে রাখিয়া আসিলেন। বনপুর হইতে শান্তির শ্বশুরবাড়ী বামুনহাটি দুই ক্রোশ মাত্র ব্যবধান। রামসদয় মেয়েকে রাখিয়া, বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া স্নানাদি

করিলেন। দামিনী তখন রান্না চাপাইয়া ধোঁয়ায় চোখ-মুখ লাল করিয়া আপনার অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিতেছিল, বড়-ঘরের দাবায় পড়িয়া ছেলেটা চেঁচাইতেছিল।

রামসদয় ঠাকুরঘর হইতে বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপারটা কি?"

দামিনী রাগে চীৎকার করিয়া বলিল, "ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ডু। মেয়েকে আমি বড় অযত্নে রেখেছিলাম, তাই সোহাগ দেখিয়ে তাকে তাড়াতাড়ি শ্বশুরবাড়ী রেখে এলে—এখন পিণ্ডি চট্‌কায় কে?"

"সর-সর, নেহাত ছেলেমানুষ, আমি দেখচি"—বলিয়া রামসদয় হাসিতে-হাসিতে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন।

*

* *

শান্তির দেবর ষষ্ঠিচরণ ভ্রাতৃজায়ার সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াই ছিল, কিন্তু সহসা তাহার উপস্থিতিতে একটু চিন্তিত হইল। পত্নী মোক্ষদা ভাবিল—এ-আপদ আবার কোথা হ'তে এল?

পাড়ার পাঁচজন মেয়ে শান্তিকে দেখিয়া বলিল, 'আহা, ডাগরটি হয়েচে, তাই আপনার ঘর করতে এসেচে!' কেহ-বা বলিল, 'মেয়ে নয় তো, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-ঠাকরুণ—যেমন রূপ, তেমনি গড়ন, কিন্তু বরাত মন্দ!'

প্রতিবাসিনীদের এইসকল সমালোচনায় শান্তি লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল আর মোক্ষদার সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু প্রতিবাদের কোন উপায় না-থাকায় অগত্যা চুপ করিয়া গেল।

সহসা একটি অপরিচিত সংসারের মধ্যে আসিয়া শান্তির প্রথমটা যেন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল, তারপর ক্রমেই সে-সঙ্কোচ দূর হইল, তখন সে আপনারই সংসারের মত কাজকর্ম্ম করিয়া যাইতে লাগিল। মোক্ষদা যখন দেখিল এ-আপদ থাকিতেই আসিয়াছে, তখন সে গৃহস্থালীর ভারটা অল্পে-অল্পে শান্তির ঘাড়েই ফেলিয়া দিয়া আপনার ছেলে-মেয়েদের সেবা-যত্নে মনোনিবেশ করিল। মোক্ষদা সম্পর্কে ছোট হইলেও—বয়সে বড় বলিয়া শান্তি তাহাকে দিদি বলিয়া ডাকিত, মোক্ষদা তাহাকে বউ বলিত।

জমিজায়গা যাহা ছিল তাহাতে একটি গৃহস্থের স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও পুরুষমানুষ হইয়া বসিয়া থাকা যায় না, এইজন্য ষষ্ঠিচরণ পার্শ্ববর্ত্তী নন্দনপুর-গ্রামের জমিদার রায়েদের কাছারিতে মুহুরিগিরি করিত। সে সকালে যাইয়া সন্ধ্যায় আসিত—মধ্যাহ্ন-ভোজনটা বাবুদের ঠাকুরবাড়ীতেই হইত। বেতন ছিল আট টাকা, কিন্তু মাসে পনেরো-কুড়ি টাকা ঘরে আসিত।

ঘরে ছেলে-মেয়ে তিনটি আর গৃহিণী। চাষের জন্য দুইটি বলদ এবং দুধের জন্য একটি গাভী ছিল, তাহাদের সেবার জন্য একটি চাকরও ছিল। এ-সব ছাড়া ষষ্ঠিচরণের আর একটিও প্রতিপাল্য ছিল, সে মোক্ষদার ভ্রাতা—গোপীনাথ।

গোপীনাথ গ্রাম্য-স্কুলে ফোর্থক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, তারপর মা-বাপ দু-ই মারা গেল। বিষয়-আশয় বা অন্য অভিভাবক কেহ ছিল না, অগত্যা সে ভগিনী-গৃহে আসিয়া আশ্রয় লইল এবং তাস-পাশা খেলিয়া, গান-বাজনা করিয়া, মাছ ধরিয়া, মধ্যে-মধ্যে গাঁজায় দম দিয়া নিশ্চিন্তভাবে দিন কাটাইতে লাগিল। সংসারের কাজের মধ্যে ছিল বাজার করা আর

চাকরের অসুখ করিলে গরু-বাছুর দেখা—এ-গুলাকে গোপীনাথ কাজের মধ্যে গণ্য করিত না। মোক্ষদা, ভাইকে মানুষ করিবার জন্য মাঝে-মাঝে তিরস্কার করিত, উপদেশ দিত, কিন্তু গোপীনাথ দিদির কথায় বড় একটা কান দিত না, 'খাও-দাও মজা ওড়াও'—এই নীতিবাক্য তাহার মূলমন্ত্র ছিল।

শান্তি যে-আশা করিয়া এখানে আসিয়াছিল তাহা পূর্ণ হইল না। বিমাতার বাক্যযন্ত্রণা হইতে মোক্ষদার বাক্যযন্ত্রণার জ্বালা কিছু কম বলিয়া বোধ হইত না, বরং সময়ে-সময়ে তাহা পূর্ব্বের মাত্রা ছাপাইয়া উঠিত। দেখিয়া-শুনিয়া শান্তি ভাবিল—বিধবার কোথাও সুখ নাই, সুতরা তাহাকে এ-কষ্ট সহ্য করিতেই হইবে।

ষষ্ঠিচরণ, ভ্রাতৃজায়ার উপর পত্নীর অত্যধিক রূঢ় ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া মধ্যে-মধ্যে তাহাকে শান্ত হইবার জন্য উপদেশ দিত, কিন্তু তাহাতে মোক্ষদার উগ্রভাব না-কমিয়া বরং বাড়িয়াই উঠিত। আসল কথা, বাড়ীতে এরকম ষোড়শী সুন্দরী-বিধবাকে রাখিয়া মোক্ষদা কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না। যদিও এ-পর্য্যন্ত ষষ্ঠিচরণের চরিত্রের কেহ কোন দোষ দেখিতে পায় নাই, তথাপি মোক্ষদা পুরুষমানুষকে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিত না। শান্তির অনিন্দ্য-সৌন্দর্য্য এবং যৌবনের মৃদুমন্দ-হিল্লোল ষষ্ঠিচরণের হৃদয়ে না হোক, মোক্ষদার হৃদয়ে এমন একটা ঝড় তুলিয়া দিয়াছিল যে, মোক্ষদা ভাবিত, তাহার সর্ব্বনাশ নিকটবর্ত্তী। ইহার উপরে ষষ্ঠিচরণ যখন ভ্রাতৃবধূর উপর সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দিত তখন মোক্ষদার সন্দেহের ছায়াটা যেন আরও বেশী হইয়া আসিত—তাহার ক্রোধাগ্নিটা আরও বেশী জ্বলিয়া উঠিত। সে-অগ্নির উত্তাপ ষষ্ঠিচরণকে ততটা স্পর্শ করিতে না-পারিলেও নিরীহ শান্তিকে দগ্ধ করিয়া ফেলিত।

ষষ্ঠিচরণ যে কেবল দয়ার বশবর্ত্তী হইয়াই শান্তির উপর সদাচরণ করিতে বলিত, তাহা নহে। সে অনেক ভাবিয়া স্থির করিয়াছিল—হাজার হোক, দাদার স্ত্রী, কুলের বউ, তাহাকে ফেলা যায় না, ফেলিলে লোকে কি বলিবে? বিশেষতঃ উইলে তাহার ভরণপোষণের ব্যবস্থা আছে, এখন সে যদি সেই দাবি করিয়া বসে, দুষ্টলোকের প্ররোচনায় ব্যাপারটা যদি আদালত পর্য্যন্ত যায়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া তাহাকে মাসে-মাসে নগদ টাকা গণিয়া দিতে হইবে। এমন অবস্থায় একটু সদ্ব্যবহার করিলে যদি সব গোল মিটিয়া যায় তাহাতে ক্ষতি কি? সে তো শুধু বসিয়া-বসিয়া খাইতেছে না?

মোক্ষদা কিন্তু এত কথা বুঝিত না। সে আপনার মনের আগুন লইয়া আপনি জ্বলিয়া মরিত আর শান্তিকেও জ্বালাইত। নিরীহ প্রকৃতি ষষ্ঠিচরণ যখন দেখিল উপদেশে কোন ফল নাই, বরং বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়, তখন সে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া হাল ছাড়িয়া দিল, ঘরাঘরি বিবাদ করিয়া একটা গোলযোগ বাধাইতে তাহার প্রবৃত্তি বা সাহস হইল না। সুতরাং মোক্ষদার কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার আর কেহ রহিল না। তবে গোপীনাথ যে শান্তির পক্ষ হইয়া সময়ে-সময়ে দুই-এক কথা বলিত, মোক্ষদা তাহা কানেই তুলিত না—গুপে আবার একটা মানুষ, তার আবার কথা।

শান্তিকে দেখিয়া অবধি গোপীনাথের মনের ভিতর কেমন একটা গোলমাল হইয়া গিয়াছিল। সে গুপ্ত-কটাক্ষে অনেকবার অনেক গৃহস্থ-কন্যার মুখ দেখিয়াছে, কিন্তু এমন মুখ তাহার চোখে একটিও পড়ে নাই। সে অনেক রমণীর দীপ্ত-সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়াছে, কিন্তু এমন শান্ত স্থির মধুর-সৌন্দর্য্য কখনও দেখে নাই। সে বর্ষার

কুলপ্লাবিনী-তরঙ্গিণীর তীব্র তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখিয়াছে, কিন্তু শরতে তাহার শান্তোজ্জ্বল অনাবিল মূর্ত্তি এই প্রথম দেখিল। নিবিড়নীলজলদান্তর্ব্বর্ত্তী সৌদামিনীর রুদ্রোজ্জ্বল-ছটায় তাহার চক্ষু ঝলসিত হইয়াছে, কিন্তু দূর চক্রবালপ্রান্তে শ্বেতাম্বুদের অন্তরালে ক্ষীণ বিদ্যুতের এই মৃদুহাস্য দেখিয়া সে নূতন তৃপ্তি অনুভব করিল। সে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে শান্তির মনোমোহন সৌন্দর্য্য দেখিত, কিন্তু সে-সৌন্দর্য্যের সম্মুখে তাহার বাসনাকলুষ হৃদয় আপনা হইতে সঙ্কুচিত হইয়া যাইত। সে শান্তির মুখখানি দেখিবার জন্য হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিত, কিন্তু শান্তি মুখ তুলিলেই তাহার দৃষ্টি সভয়ে নত হইয়া পড়িত। অনাথা বিধবার দুঃখম্লান মুখখানির ভিতর সে যেন জগতের সমষ্টিভূত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইত। তাহার মনে হইত, এমন সুন্দর মুখখানি হইতে দুঃখের কালিমাটুকু কি মুছিয়া দেওয়া যায় না— এই অনাথা বিধবাকে কি সুখী করা যায় না? অপরকে সুখী করিবার ইচ্ছা গোপীনাথের এই প্রথম। জানি না, কোথা হইতে এই ভাবটা তাহার হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল।

শান্তিকে দেখিলেই গোপীনাথের বুকটা বেদনায় ভরিয়া উঠিত। যখন দিদির অন্যায় তিরস্কারে ব্যথিতা হইয়া, মুখখানি ম্লান করিয়া শান্তি একপাশে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহার চোখ দিয়া ফোঁটা-ফোঁটা জল গড়াইয়া মাটীতে পড়িত, তখন গোপীনাথের ইচ্ছা হইত, সে কাছে গিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলে—কেঁদো না শান্তি! কিন্তু লজ্জায় সে তাহা পারিয়া উঠিত না, শুধু দিদির উপর একটা নিষ্ফল আক্রোশ মনের ভিতর চাপিয়া চুপ করিয়া থাকিত। নিতান্ত অসহ্য হইলে কখন-কখন দিদিকে দুই-কথা শুনাইয়া দিত, কিন্তু দিদির তীব্রকণ্ঠকে তীব্রতর হইতে দেখিয়া ভয়ে-

ভয়ে পলাইয়া যাইত। মোক্ষদা ভাবিত—সর্ব্বনাশ, ছোঁড়া এবার গেল দেখছি।

শান্তি কিন্তু গোপীনাথের এই সহানুভূতিটুকু প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিত না। নির্ম্মম সংসারে অন্ততঃ একটি হৃদয়কেও তাহার জন্য ব্যথিত হইতে দেখিয়া যদিও মনে একটু প্রফুল্লতা আসিত, তথাপি সে তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিত না, বরং এইজন্যই গোপীনাথের উপর সে ভয়ানক রাগিয়া উঠিত। সে বিধবা, সংসারের সকল দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিবার জন্যই তাহার সৃষ্টি, তবে মাঝে হইতে একজন আসিয়া তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে কেন? গোপীনাথ তাহার কে? সে তো তাহার সহানুভূতি চাহে না?·· ···

শান্তি জানিত না, সহানুভূতি জিনিসটা চাহিলেই পাওয়া যায় না, উহা অপ্রার্থিতরূপেই আসিয়া থাকে।

*

* *

গৃহস্থালীর অন্যান্য কার্য্যের সহিত রন্ধনশালার ভারটাও শান্তির উপরেই পড়িয়াছিল। দুই-বেলা তাহাকেই রাঁধিতে হইত, মোক্ষদা কেবল বণ্টন করিয়া দিয়া তাহাকে একটু সাহায্য করিত মাত্র। ষষ্ঠিচরণ সন্ধ্যার পর কাছারি হইতে ফিরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িত, তাড়াতাড়ি আহ্নিক সারিয়া আহার করিয়া শুইতে যাইত, মোক্ষদার আহার-কার্য্যটাও সেই সঙ্গে শেষ হইয়া যাইত। ছেলেরা সন্ধ্যার আগেই খাইয়া শুইয়া পড়িত। বাকি

থাকিত কেবল—গোপীনাথ। পাড়া বেড়াইয়া গল্প করিয়া ফিরিতে তাহার রাত্রি হইত, সেইজন্য তাহার বাড়া-ভাত চাপা থাকিত, কিন্তু শান্তির আসা অবধি সে-নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল। গোপীনাথের অপেক্ষায় শান্তিকে বসিয়া থাকিতে হইত। সে আসিলে তাহাকে খাওয়াইয়া, নিজে একটু জল খাইয়া শান্তি যখন শুইতে যাইত, তখন চৌকিদার পাড়ায় হাঁক দিয়া ফিরিয়া যাইত।

অন্যদিন ইহাতে কষ্ট না হইলেও একাদশীর দিন কিন্তু শান্তির বড়ই কষ্ট হইত; সমস্তদিনের উপবাস ও কঠোর পরিশ্রমের পর রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতে তাহার ক্লেশের সীমা থাকিত না। শান্তি একা রান্না-ঘরের দাবায় আঁচল পাতিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িত, গোপীনাথ আসিয়া ডাকিলে উঠিয়া ভাত দিতে যাইত। কিন্তু পা আর উঠিতে চাহিত না, শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িত, মাথা ঘুরিতে থাকিত। গোপীনাথ ক্রমে তাহা বুঝিতে পারিল, বুঝিয়া একদিন সে বলিল, "আমার জন্যে ব'সে থাকো কেন শান্তি, আমার ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে তুমি শুতে যেয়ো।"

শান্তি বলিল, "তাও কি হয়?"

শান্তি ইদানীং গোপীনাথের সহিত কথা কহিত এবং তাহাকে গুপী-দা বলিয়া ডাকিত।

শান্তির কথা শুনিয়া গোপীনাথ বলিল, "কেন হবে না? আমার জন্যে দিদি বরাবরই ভাত ঢাকা দিয়ে রাখত।"

শান্তি বলিল, "আমি তা পারব না।"

সেইদিন গোপীনাথ স্থির করিল—একাদশীর দিন আর সে বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে থাকিবে না, কিন্তু সঙ্কল্পমত কার্য্য হইল না। পাঁচজনের

সঙ্গে গল্প করিতে, তামাক খাইতে কখন যে রাত্রি হইয়া যায়, তাহা সে জানিতে পারিত না। সুতরাং পরবর্ত্তী একাদশীতেও রাত্রি হইল।

ইহার পরের একাদশীতে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাহির হইবার সময় গোপীনাথ বলিয়া গেল—সে আজ রাত্রিতে কিছু খাইবে না, তাহার শরীর অসুস্থ।

দ্বিতীয় একাদশীতেও যখন গোপীনাথ অসুস্থতার ভাণ করিয়া খাইবে না বলিয়া গেল, তখন শান্তি তাহার না-খাইবার কারণটা বুঝিতে পারিল। তাহার বড় লজ্জা হইল, গোপীনাথের উপর রাগও হইল। আহারের সময় মোক্ষদা ভাত বাড়িতে গিয়া বলিল, "হাঁড়িতে এখনও এত ভাত যে?"

শান্তি বলিল, "এখনও গুপী-দা আছে।"

মোক্ষদা বলিল, "সে তো খাবে না ব'লে গেল।"

শান্তি বলিল, "না, খাবে।"

"হুঁ"- -বলিয়া মোক্ষদা আপনার আহার শেষ করিয়া শুইতে গেল।

অনেক সময় একটি সামান্য কথার ভিতর অনেক অর্থ লুকানো থাকে। মোক্ষদার এই একটি 'হুঁ'-কথার ভিতরেও যে অনেক অর্থ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছিল, শান্তি তাহা কতকটা বুঝিতে পারিল। একবার ভাবিল—চুলোয় যাক্ ওর খাওয়া, আমি গিয়ে শুয়ে পড়ি। আবার ভাবিল- আমার জন্যে বামুনের ছেলে উপোস থাকবে? শান্তি স্থির করিল, আজ সে গোপীনাথকে এমন কড়া-কড়া কথা শুনাইয়া দিবে যে, সে আর যেন এরকম কাজ না করে, আর যেন তাহাকে দয়া দেখাইতে না-যায়।

সেদিন গোপীনাথ যথাসময়ে বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, শান্তি পূর্ব্বের মতই রান্নাঘরের দাবায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে, অদূরে একটা কেরোসিনের ডিবা মিট্‌-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে।

গোপীনাথ ডাকিল, "শান্তি ?"

শান্তি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

গোপীনাথ বলিল, "এখনও এখানে প'ড়ে যে ?"

শান্তি দুই-হাতে চোখ মুছিতে-মুছিতে বলিল, "তোমাকে খেতে দিতে হবে না ?"

গোপীনাথ বলিল, "আমি তো খাব না ব'লে গেছি।"

শান্তি বলিল, "কেন বলেচ, তা' আমি বুঝেচি।"

সহসা গোপীনাথের মুখখানা একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, ঈষৎ প্রফুল্লকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বুঝেচ ?"

শান্তি বলিল, "আমি যাই বুঝি, আমার জন্যে কাউকে উপোস করতে হবে না।"

শান্তি কথাটা একটু রাগিয়াই বলিয়াছিল। গোপীনাথও অভিমানক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বলিল, "আমিও বলচি, আমার জন্যে কাউকে কষ্ট ক'রে ব'সে থাকতে হবে না।"

শান্তি বাঁ-হাতে কেরোসিনের ডিবাটা উঠাইয়া লইয়া উপবাস-খিন্ন মুখখানা তুলিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "তোমরা সবাই মিলে কি আমায় টিকতে দেবে না ? আমাকে কি শেষে গলায় দড়ি দিতে হবে ?"

ভীতিপূর্ণস্বরে গোপীনাথ বলিল,, "কেন শান্তি, হয়েচে কি ?"

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে শান্তি বলিল, "কেন তুমি আমার জন্যে এতটা কর ? আমি তোমার কি করেচি ?"

শান্তির চোখ দিয়া টস্-টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। গোপীনাথ অপরাধীর ন্যায় কাতরস্বরে বলিল, "আমাকে মাপ কর শান্তি, আমি বুঝতে পারিনি, ভাত দেবে চল।"

শান্তি তখনও চোখের জল সামলাইতে পারে নাই। সে বাঁ-হাতে আলোটা ধরিয়া ডান-হাতের উল্টা-পিঠ দিয়া চোখ রগ্‌ড়াইতে লাগিল।

গোপীনাথ বলিল, "চুপ কর শান্তি, আর কথনো আমি এমন কাজ করব না।"

"পায়ে ধর্‌ রে হতভাগা, পায়ে ধর্‌।"

চমকিত হইয়া গোপীনাথ ফিরিয়া চাহিল, দেখিল, পশ্চাতে—দিদি। মোক্ষদা গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ওরে হতভাগা, তাই তোর অসুখ? তাই ভাত খাবি না? তাই রাত-দিন শান্তি, শান্তি, শান্তি?"

গোপীনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইল, ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তুমি কি বলচ দিদি?"

মোক্ষদা চীৎকার করিয়া বলিল, "বলচি আমার মাথা আর মুণ্ডু—বলচি, ওই অভাগীর গলায় দড়ি জোটে না? হাঁ রে পোড়াকপালি, একটু সম্পর্ক বাচলি না—আমার ভাই আর তোর ভাই কি আলাদা?"

শান্তির হাত হইতে কেরোসিনের ডিবাটা পড়িয়া গেল, সে দুই-হাতে খুঁটি ধরিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মোক্ষদা সমান গর্জ্জনে বাড়ী কাঁপাইয়া বলিতে লাগিল, "দাঁড়ালি কেন? ভাত দে-না। যা রে অভাগা, আদরিণীর আদরের ভাত খেয়ে আয়?"

গোপীনাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আর নয় দিদি, তোমার অন্ন পাপ অন্ন, এ-অন্ন আর মুখে তুলব না।"

মোক্ষদা তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "তা' বলবি বৈকি রে গুপে, এখন বাড়ীতে সাক্ষাৎ পুণ্যবতী এসেচেন কিনা, তাই আমার অন্ন—পাপ অন্ন হয়েচে। গলায় দড়ি তোদের। কিন্তু

কালই যদি এই পুণ্যবতীকে বাড়ী হ'তে বিদেয় না করি, তবে আমার নাম মোখি-বাম্‌নী-ই নয়।"

গোপীনাথ ভগিনীর দিকে একটা জ্বলন্ত-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নীরবে আপনার ঘরে চলিয়া গেল।

মোক্ষদার চীৎকারে যষ্ঠিচরণের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে জানালা দিয়া ডাকিয়া বলিল, "কি হয়েচে গো,, বাড়ীতে ডাকাত পড়েচে না কি ?"

মোক্ষদা সেদিকে চাহিয়া তীব্রস্বরে বলিল, "যে গুণের বউ-ঠাক্‌রুণ ঘরে পুষেচ, তাতে ডাকাত পড়বার আর দেরি নেই।"

"আঃ"—বলিয়া যষ্ঠিচরণ জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

শান্তি থর্‌-থর্‌ করিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

পরের দিন মোক্ষদা একজন মেয়েমানুষ সঙ্গে দিয়া শান্তিকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিল, শান্তি যাইবার কিছুক্ষণ পরে গোপীনাথও আপনার ছাতা, কাপড় লইয়া বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় দিদিকে একটা প্রণাম করিল, কিন্তু দিদি ফিরিয়া চাহিল না।

যষ্ঠিচরণ কাছারি হইতে ফিরিয়া মোক্ষদাকে জিজ্ঞাসা করিল, "গুপে গেল যে ?"

মোক্ষদা বলিল, "দেবী গেলেন আর দেবা থাকবেন ?"

যষ্ঠিচরণ তিরস্কারের স্বরে বলিল, "গুপে না তোমার ভাই ?"

...অমন ভায়ের কপালে ঝাঁটা।

...ছিঃ, তোমার মনটা বড় অশুদ্ধ।

মোক্ষদা মুখ ঘুরাইয়া শ্লেষপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "তা তো হবেই, আমি তো আর ষোল-বছুরি ক'ড়ে-রাঁড়ি নই ?"

ঈষৎ হাসিয়া ষষ্ঠিচরণ বলিল, "হ'তে সাধ যায় নাকি ?"

···দায় পড়েচে আমার, যাদের বাতাস তাদের জন্ম-জন্ম থাক্—

বলিয়া মোক্ষদা রাগে গর্-গর্ করিতে-করিতে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল।

*

* *

·· সই কই-লো—সই ?

·· আয় সই, আমি তোরেই ভেবে সারা হই, বলি—আমার প্রাণের সই, এখনো এলো না কই ?"

···ভয় কি সই, আমি তোমা-ছাড়া আর কারো নই।

···তবু মন মানে কই ?

···পোড়া মনের দোষই ওই···তারে সে করলে বুঝি জল-সই।

শান্তি গিয়া রাণীর গলা জড়াইয়া ধরিল। তখন দুই-সইয়ের মধ্যে খুব একটা হাসির ধুম পড়িল। হাসিতে-হাসিতে রাণী সহসা শান্তির মুখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল, একটু বিস্ময়ের সহিত বলিল, "একি, তোর মুখ এত শুক্‌নো কেন সই ?"

শান্তি পূর্ব্বের মত হাসিতে-হাসিতে বলিল, "আজ আর অদৃষ্টে জুটলো না খই।"

রাণী তাহার গাল টিপিয়া ধরিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "থাম্ পোড়ারমুখ, ও শুক্‌নো-ঠোঁটের কাষ্ঠ-হাসি আর ভালো লাগে না।"

শান্তি সহাস্যে বলিল, "এর মধ্যেই অরুচি? তবে আমি কোথায় দাঁড়াব সই?"

"চুলোয়"—বলিয়া রাণী বাহির হইয়া গেল।

রান্নাঘরে উনানের উপর কড়ায় দুধ ফুটিতেছিল। রাণীর গাভীটি এখনও আছে। দুধের খাতিরে রাখে নাই, স্নেহের খাতিরেই রাখিয়াছে। গাভীটিও অকৃতজ্ঞ নয়, রাণীর স্নেহের প্রতিদানে সে খানিকটা করিয়া দুধ দিয়া আপনার ভালবাসা জানাইত।

রাণী একটা বাটি আনিয়া কড়া হইতে প্রায় সব দুধটাই ঢালিয়া লইল, তারপর ঘরে গিয়া দুধের বাটি শান্তির মুখের কাছে ধরিয়া বলিল, "খেয়ে ফেল্, আমার মাথা খাস।"

শান্তি বলিল, "দুটো জিনিস তো খেতে পারব না ভাই, জানিস তো আমি বিধবা, হবিষ্যি করি—কাজেই মাথাটা থাক্, শুধু দুধটুকু খাই।"

শান্তি দুধটা খাইয়া তৃপ্তির একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আঃ, বাঁচলাম। সত্যি ভাই, ক্ষিদেয় বুকটা যেন জ্বলে-জ্বলে উঠছিল। আচ্ছা সই, বিধবার সব যায়, ক্ষিদে-তেষ্টা যায় না কেন?"

ঈষৎ হাসিয়া রাণী বলিল, "ওটা বিধাতার ভুল বলতে হবে—আজ আবার কি হয়েচে?"

···যা নিত্যি হয় তাই, তবে আজ একটু বাড়াবাড়ি।

··এরকম বাড়াবাড়ির মানে?

···মানে যে নেহাৎ ছোটখাট, তা' নয়। বউমা খেয়ে-দেয়ে খোকাকে নিয়ে শুয়েছিলেন, আমি আহ্নিক সেরে সবেমাত্র হবিষ্যি চড়িয়েছি, এমন সময় খোকা খেলা করতে-করতে তক্তপোষ থেকে নীচে প'ড়ে যায়। তার

চীৎকারে গিন্নীর ঘুম ভেঙ্গে গেল, বাবা ও-ঘর থেকে ছুটে এলেন। এই আর কি, গিন্নী পড়লো আমার ওপর—আমি খোকাকে দুটি চোখে দেখতে পারি না, দিন-রাত তার মরণ কামনা কচ্চি, কেউ ম'লেও আমি ফিরে চাই না, এইরকম কত কথা। আমি যেমন রোজ চুপ ক'রে শুনি, তেমনি শুনচি আর মনে-মনে বলচি—হে ভগবান্, আমাকে কালা ক'রে দাও। এমন সময় বাবা চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন, 'ও নিজের পিণ্ডির জন্মেই ব্যস্ত, এ-সব দেখবে কখন? থাম, এবার আমি ওর পিণ্ডি চট্‌কাচ্চি।' আমার ভাই আর সহ্য হ'লো না, উনুনে জল ঢেলে দিয়ে তোর কাছে পালিয়ে এলাম।

রাণী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "উঃ, ধন্য মায়ের প্রাণ!"

ম্লান-হাসি হাসিয়া শান্তি বলিল, "মা কোথায় ভাই? মা থাকলে কি আজ—"

শান্তির চোখ দু'টা জলে ভরিয়া উঠিল, গলা দিয়া কথা বাহির হইল না।

রাণী বলিল, "সত্যি, এ-যে সৎ-মা—কিন্তু বাপের প্রাণও কি কঠিন!"

শান্তি চোখ মুছিয়া বলিল, "তার চেয়ে কি কঠিন বিধবার প্রাণ!"

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসে শান্তির বুকটা কাঁপিয়া উঠিল।

রাণী বলিল, "তার আর কি করবি ভাই, এ-তো টেনে বের করবার নয়?"

...আমার কিন্তু সময়ে-সময়ে তাই ইচ্ছে হয়।

...দূর পোড়ারমুখী, আর-জন্মে কত পাপের ফলে এ-জন্মে এই কষ্ট, তার ওপর আত্মঘাতী হ'য়ে—মরেও যন্ত্রণা-ভোগ!

...আমার মনে হয়, এর-চেয়ে আর বেশী কষ্ট নেই।

…মরণ আর কি, ও-কথা মনে করাও মহাপাপ। শুনেচি, যারা আত্মহত্যা করে তাদের আর জন্ম হয় না, যুগ-যুগান্তর ধ'রে কেবল হা-হা ক'রে ঘুরে বেড়াতে হয়।

…ঐ একটা মহাপাপ। চুলোয় যাক ও-সব কথা, এখন তুই একটু রামায়ণ পড়, শুনি।

রাণী তখন তাকের উপর হইতে রামায়ণখানি লইয়া পড়িতে বসিল।

শান্তি বলিল, "সেই অশোক-বনের কথাটা পড়। ওইখানটা আমার বড় ভালো লাগে।"

রাণী পাতা উল্টাইয়া লঙ্কাকাণ্ড বাহির করিয়া সুরের সহিত পড়িতে লাগিল—

"ঘরে গেলা দশানন তিরস্কারি চেড়ী।
সীতারে মারিতে সবে করে হুড়াহুড়ি॥
চেড়ী সব বলে, সীতা শুন হিতবাণী।
রাবণের মত স্বামী না পাইবে তুমি॥
অল্প ধনে ধনী রাম অল্পই জীবন।
চৌদ্দযুগ রাজ্য রক্ষা করিবে রাবণ॥
সীতা বলে, অল্পধন অত্যল্প জীবন।
সেই সে আমার স্বামী কমললোচন॥
শুনিয়া সীতার কথা ক্রোধে সব চেড়ী।
কার হাতে খাণ্ডা আর কার হাতে বাড়ী॥
সকলে ধাইয়া যায় সীতারে মারিতে।
শ্রীরামে স্মরণ সীতা করয়ে মনেতে॥"

অশ্রুগদ্গদকণ্ঠে শান্তি বলিল, "আহা!"

রাণী বলিল, "তোর কষ্ট কি এর চেয়েও বেশি ?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শান্তি বলিল, "না, তুই পড়।"

রাণী পড়িতে লাগিল—

"নিদয় বচন বলে সীতারে রাক্ষসী।
কেটে ফেল, সীতারে কিসের তরে তুষি॥
সূর্পণখা রাঁড়ী তবে হানে বাক্যবাণ।
গলে নখ দিয়া এর বধহ পরাণ॥
বজ্রধারী নামে আর চেড়ী সে আসিল।
চুলে ধরি সীতারে সে ঘুরাইয়া দিল॥
মারিতে কাটিতে যায় কারো নাহি ব্যথা।
প্রাণে আর কত সহে কাঁদিছেন মাতা॥
বস্ত্র না সংবরে সীতা কেশ নাহি বাঁধে।
শোকেতে ব্যাকুল হ'য়ে লুটাইয়া কাঁদে॥"

তখন শ্রোত্রীর অশ্রুধারায় বুক ভাসিয়া যাইতেছে, পাঠিকাও চোখের জলে পুঁথির লেখা কিছু দেখিতে পাইতেছে না।

*

* *

কষ্টে-স্থষ্টে কোনরকমে রাণীর দিন চলিত। প্রজাদের কাছে যে-সব জমি ভাগে-বিলি ছিল তাহার পূরা ফসল পাওয়া গেলে একটা পেট অনায়াসে চলিয়া যাইত, কিন্তু স্ত্রীলোক দেখিয়া প্রজারা পাইয়া বসিল।

অর্দ্ধেক ফসল দিবার কথা, কিন্তু অনেকেই অর্দ্ধেকেরও অর্দ্ধেক দিত কি-না সন্দেহ। রাণী ইহা বুঝিত, বুঝিয়াও তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইত। একবার এক প্রজা অতিরিক্ত কম ধান দিয়াছে দেখিয়া রাণী তাহার নিকট হইতে জমি ছাড়াইয়া লইবার ভয় দেখাইয়াছিল। তাহাতে প্রজা উত্তর করিয়াছিল—জমি বেহারীবাবুর নিকট কবুলতি করিয়া লইয়াছি, তিনিই মালিক। আপনি যদি বেশী গোলযোগ করেন, আপনাকে ধান না দিয়া বেহারীবাবুকে খাজনা দিয়া আসিব।

অগত্যা রাণীকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

একা হইলেও রাণীকে দুইটা পেটের খোরাক জোগাইতে হইত। দিনের বেলা একরকমে কাটিয়া গেলেও রাত্রিতে সে একা অসহায় অবস্থায় থাকিতে সাহস করিত না, তাহার প্রজা দীমু কৈবর্ত্তের মা আসিয়া কাছে শুইত। দীমুর মা কিন্তু সহজে তাহার ভাঙ্গা-ঘরের ছেঁড়া-চাটায়ের মায়া ত্যাগ করিয়া, রাণীর ঘরে পরিষ্কার মেঝেয় বিছানা পাতিয়া শুইতে সম্মত হয় নাই, রাণীকে তাহার দুই-বেলার খোরাক যোগাইতে হইত, সুতরাং দুইটা পেট চালাইতে রাণীকে একটু কষ্ট পাইতে হইত। কিন্তু এ-কষ্টে রাণী অভ্যস্থ, তা'ছাড়া হাজার কষ্ট হইলেও সে কাহারও নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইতে চায় না, বেহারীর নিকটেও নয়। সে ভাবিত—পোড়া পেটের জন্য মাথা হেঁট করিব? এই যে শাস্তির না খাইয়াও দিন কাটে।

কলিকাতায় গিয়া এই সাত-আটমাসের মধ্যে হাসি রাণীকে অনেকগুলি পত্র দিয়াছিল। আগে তাহার প্রতি পত্রে থাকিত, "দিদি, তুমি এসো, তোমার জন্যে বড় মন কেমন করে, কিছুই ভালো লাগে না"—ইত্যাদি।

রাণী উত্তরে তাহাকে সান্ত্বনা দিত। ইদানীং আর হাসি এ-সব কথা লিখিত না, বোধ হয় তাহার অনুরোধটা সম্পূর্ণ নিস্ফল-বোধেই সে উহা ত্যাগ করিয়াছিল।

হাসি এতগুলা চিঠি লিখিল, কিন্তু স্বামী তো একখানাও পত্র দিলেন না! তিনি বোধ হয় রাগ করিয়াছেন। আচ্ছা, রাগ করিয়া কি মানুষ এতদিন থাকিতে পারে? এই তো সেদিন রাণীর সম্মুখে তিনি যে-ভাব দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হইয়াছিল, রাণীকে ছাড়িয়া তিনি একদিনও থাকিতে পারিবেন না, রাণী তাঁহার অন্তরের সঙ্গে যেন গাঁথা হইয়া আছে, কিন্তু এখন সে-ভাব কোথায়? তেমন অনুরাগের সম্মুখে রাগ কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারে? তবে কি সবই ভাণ? রাণী ভাবিল—পুরুষের হৃদয়ে অনুরাগ যতটুকু, তাহার অপেক্ষা ছলনার ভাগ অধিক। ধিক্ পুরুষের ভালবাসায়!

কিন্তু তিনি না-দিলেও, রাণীও তো তাঁহাকে দুই-একখানা পত্র দিতে পারিত? এ-ক্ষেত্রে পত্রই যদি ভালবাসার প্রমাণ হয়, তবে রাণীও কি তাহাকে ভালবাসে না? রাণী ভালবাসে, কিন্তু সাধিয়া পত্র দিয়া তাঁহার অবজ্ঞার পাত্রী হইতে চায় না। ধনী-সুহৃদ্‌কে সাধিয়া বন্ধুত্ব স্মরণ করাইয়া দিয়া দরিদ্র-বন্ধু যেমন চাটুকারিতার অপবাদ স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না, রাণীও ঠিক সেই কারণে স্বামীকে পত্র লিখিতে পারে না—ইহাই নারীহৃদয়ের অভিমান।

কিন্তু একদিন রাণীকে এই অভিমান বিসর্জ্জন দিতে হইল। স্বামীর জন্য তাহাকে সব ফেলিয়া কলিকাতায় ছুটিতে হইল।

একদিন হাসির একখানা পত্র আসিল। পত্রখানা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু

অতি ভীষণ। হাসি লিখিয়াছে, 'দিদি, বুঝি সর্ব্বনাশ হয়, সব যাইতে বসিয়াছে। উনি এখন আর-এক মানুষ, সাতদিন-অন্তরও একবার দেখা পাই না—কোথায় থাকেন তাহাও জানি না। তুমি শীঘ্র এসো, আমার মাথা খাও, দেরি করিও না।'

পত্র পড়িয়া রাণী স্তম্ভিত হইল, ভাবিল—এ-আবার কি? তবে কি তাঁর অধঃপতন হয়েচে? বিশ্বাস হয় না। কিন্তু হাসি তো তাই লিখেচে। আমাকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে এ-তো হাসির একটা কৌশল নয়? না-না, হাসি কখনও এত-বড় একটা ঘৃণিত কৌশল অবলম্বন করতে পারে না—তবে সত্যিই তাই।

রাণী আর থাকিতে পারিল না—হৃদয়ের উদ্দীপ্ত অভিমান আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইল না। সে ঘরের জিনিসপত্র গুছাইল, গাইটিকে দীনুর কাছে রাখিয়া তাহার খোরাকের জন্য তিনটি টাকা দিয়া গেল, তারপর কাঁদিতে-কাঁদিতে শান্তির নিকট বিদায় লইয়া দীনুর মা'র সঙ্গে গাড়ীতে উঠিল।

সহসা রাণীর কলিকাতা-যাত্রার উদ্দেশ্যটা জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সে-কৌতূহল নিবৃত্ত হইল না। শান্তি-ছাড়া রাণী কাহাকেও চিঠির কথা জানাইল না। ছি-ছি, স্বামীর এই অধঃপতনের কথা কি প্রকাশ করা যায়? হাসিকে দেখিতে যাইতেছে ইহাই সকলের কাছে বলিল, লোকে কিন্তু তাহাতে বিশ্বাস করিল না। সতীনকে আবার কে সাধ করিয়া দেখিতে যায়? তবে সতীনের মাথা খাইবার উদ্দেশ্যে যাইতেও পারে।

*

* *

বাস্তবিকই বেহারীর অধঃপতন হইয়াছিল। এবার কলিকাতায় গিয়া পর্য্যন্ত তাহার মনটা যেন কিরকম হইয়া গিয়াছিল। তাহার কিছুই ভালো লাগিত না, সবই কেমন ছাড়া-ছাড়া বোধ হইত। মাঝে-মাঝে একা চুপ করিয়া ভাবিত, হাসি কাছে গেলে বিরক্ত হইত—আবার এক-এক সময় হাসিকে কাছে ডাকিয়া এত বেশী আদর করিত যে, তাহাতে হাসি আনন্দ না-পাইয়া বরং ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িত। স্বামীর এই ভাবান্তর দেখিয়া হাসি কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিত না, জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর পাইত না, উত্তরের পরিবর্ত্তে তাহার দৃষ্টিতে এমন একটা তীব্রতা দেখিতে পাইত যে, সে ভয়ে অভিভূতা হইয়া পড়িত।

রাগের মাথায়, জেদের বশে পুনরায় বিবাহ করিলেও বেহারী রাণীকে ভুলে নাই—ভুলিতে পারে নাই। প্রথম-যৌবনের সঙ্গিনী রাণীর সেই অগাধ অপরিমেয় ভালবাসা কি সহজে ভোলা যায়? তথাপি বেহারী ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। হাসির ক্ষুদ্র সরল হৃদয়ের ভালবাসার নির্ম্মল-স্রোতে রাণীর ভালবাসার দাগটা একটু-একটু করিয়া মুছিয়া আসিতেছিল—তাহার স্মৃতিও হৃদয় হইতে একটু-একটু দূরে সরিয়া যাইতেছিল। যদি আরও কিছুদিন এইভাবে কাটিত তাহা হইলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু তিন বৎসর পরে আবার রাণী সম্মুখে আসিল, সঙ্গে-সঙ্গে তাহার নারীহৃদয়ের সেই স্বাভাবিক দর্প, সেই সুগভীর আত্মাভিমান

বেহারীর হৃদয়ে একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগাইয়া দিল। বেহারী তখন প্রবল আগ্রহে আপনার সমস্ত হৃদয় দিয়া রাণীকে জড়াইয়া ধরিতে গেল, কিন্তু পারিল না। সে-যেন তখন সুলভ হইয়াও অপ্রাপ্যা—আপন হইয়াও পর। বেহারীর কামনা-ভরা উন্মাদ-হৃদয় প্রত্যাখ্যাত হইয়া ক্রোধে, ক্ষোভে অধীর হইয়া পড়িল। তাহার সমাজের উপর রাগ হইল, রাণীর উপর রাগ হইল, শেষে রাগটা তাহার নিজের উপর আসিয়া পড়িল। কারণ, সে-যে স্বেচ্ছায় নিজের সুখের পথ কণ্টাকাকীর্ণ করিয়াছে। বেহারীর হৃদয়ে অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অনুতাপের ফল দুইরকম দেখা যায়—কেহ-বা অনুতাপের আগুনে পুড়িয়া বহ্নি-পরীক্ষিত বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় বাহির হয়, কেহ-বা সে-আগুনে আপনার জ্ঞান, বুদ্ধি, মনুষ্যত্ব সব ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। বেহারী শেষের পথের পথিক হইল।

মনের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া বেহারী শান্তি-স্থাপনের জন্য সুরাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রথম-প্রথম ঘরে বসিয়া একটু-একটু খাইতে আরম্ভ করিল, তারপর একা আর ভাল লাগিল না, দুই-একজন বন্ধু জুটিল। তখন বৈঠকখানায় আড্ডা জমিল, বোতলের পর বোতল উজাড় হইতে লাগিল, কিন্তু শুধু মদের বোতলে আর আড্ডা ভালো জমে না দেখিয়া তাহার অনুপানের আবশ্যক হইল এবং সনাতন কাল হইতে যেস্থানে এরূপ আড্ডা জমিয়া আসিতেছে, বন্ধুবর্গসহ বেহারী সেইস্থানে গিয়া আশ্রয় লইল।

হাসি যদি অন্যান্য চতুরা-নারীর মত আপনার গণ্ডা বুঝিয়া লইতে জানিত, তাহা হইলে বোধ হয় বেহারী এত শীঘ্র অধঃপতনের নিম্নস্তরে নামিতে পারিত না, কিন্তু হাসির প্রকৃতি অন্যরূপ। সে শুধু স্বামীকে

ভালবাসিতে জানে, স্বামীর নিকট ভালবাসা লইতে জানে, তাহাকে পথ দেখাইতে জানে না—নিজের পথই সে চেনে না। আদরের পরিবর্ত্তে স্বামীর মুখে বিরক্তির ছায়া দেখিলেই ভয়ে ছুটিয়া পালায়, মত্তাবস্থা দেখিলে কোথায় লুকাইবে খুঁজিয়া পায় না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় যাহা হইতে পারে তাহাই হইল, বেহারী অধঃপতনের সোপানে এক-এক করিয়া আরোহণ করিতে লাগিল আর হাসি ঘরের ভিতর লুকাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। শেষে হাসি আর কোন উপায় না দেখিয়া রাণীকে সংবাদ দিল।

*

* *

রাণী আসিল—হাসি যেন অকূলে কূল পাইল। সে চোখের জল মুছিয়া, হাসিয়া দিদির অভ্যর্থনা করিল। রাণী দেখিল, সে-হাসি আর নাই, যে আছে সে তাহার ছায়া। তাহার আর সে অগাধ অসংযত প্রাণভরা হাসি নাই, তাহার হাসি এখন ঠোঁটের কোলে না-আসিতেই মিলাইয়া যায়। তাহার প্রফুল্ল-চোখের দিকে চাহিলে আর তাহা তেমন আনন্দে নাচিয়া ওঠে না, জলভরে নত হইয়া পড়ে। শিশিরাহত বিশীর্ণ পঙ্কজের মত হাসিকে দেখিয়া রাণীর কান্না আসিল।

রাণী আসিয়া হাসিকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল, হাসি কিন্তু সব কথার উত্তর দিতে পারিল না—বলিল, "আমি অত জানি না দিদি, তুমি এসেচ, নিজে সব দেখে-শুনে নাও।"

রাণী জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কোথায় ?"

হাসি বলিল, "আজ তিনদিন দেখা নেই।"

বিস্ময়ের সহিত রাণী বলিল, "তিন—দিন ?"

ম্লান-হাসি হাসিয়া হাসি বলিল, "তিনদিন শুনেই অবাক্ হ'লে যে ? সে-বারে আটদিন পরে বাড়ী ঢুকেছিলেন।"

...এতদিন থাকেন কোথায় ?

...তা' কি আমি দেখেচি ? তবে শুনেচি, সে-এক মজার জায়গায়। সেখানে মেয়েমানুষ নাচে, গান গায়।

রাণী রাগিয়া বলিল, "আর তোমার মাথা খায়। যাক্, তোর এমন দশা কেন—অসুখ হয়েছিল ?"

হাসি বলিল, "একদিনও না। তোমাকে ছুঁয়ে বল্‌চি দিদি, একদিনও একটু অসুখ—"

তাহার গালে ঠাস করিয়া এক চড় মারিয়া রাণী বলিল, "চুপ আবাগী, আমাকে ছুঁয়ে আর দিব্যি কর্‌তে হবে না। অসুখ হয়নি তো এত রোগা হয়েছিস্ কেন ? শুধু যে হাড় ক'খানায় ঠেকেচে।"

হাসি মুখ নামাইয়া হাসিতে-হাসিতে বলিল, "তা আমি কি জানি।"

সেদিন বেহারী বাড়ী আসিল না।

পরের দিন দুপুরবেলায় রাণী শুনিল, বেহারী আসিয়াছে। বাড়ীর ভিতর আসে নাই, বাহিরের ঘরে আছে। চাকরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, সে-ঘরে তখন বেহারী ছাড়া আর কেহ নাই—রাণী আস্তে-আস্তে গিয়া সেই ঘরে ঢুকিল। বেহারী শুইয়াছিল, কিন্তু ঘুমায় নাই। পায়ের-

শব্দে চমকিয়া ফিরিয়া চাহিতেই রাণীকে দেখিতে পাইয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একি, তুমি—রাণি ?"

মৃদু হাসিয়া রাণী বলিল, "হাঁ, ভয় নেই, আমি—রাণী।"

বেহারী ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিল, "ভয় ? আমি কাউকে ভয় করি না।"

রাণী বলিল, "নিশ্চয়ই না। ভয় থাকলে কি এতটা কর্‌তে পার্‌তে ?"

বিরক্তভাবে বেহারী বলিল, "কেন, কি করেচি আমি ? তুমিও বুঝি আমায় উপদেশ দিতে এসেচ ?"

রাণী হাসিয়া বলিল, "না, উপদেশ নিতে এসেচি—কেমন আছ ? প্রণামটা যে করা হয়নি।"

রাণী গলায় আঁচল দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

বেহারী হাসিতে-হাসিতে বলিল, "তবু ভালো, তাহ'লে আমি এখনও প্রণাম পেতে পারি।"

…স্বামী সকল অবস্থাতেই স্ত্রীর প্রণাম পেতে পারে।

…মদ খেলেও – বেশ্যা-বাড়ী গেলেও ?

…হাজার মন্দ কাজ করলেও স্বামী স্ত্রীর মহাগুরু।

…মন্দ কথা নয়—দেখচি তোমরা ধর্ম্মের সারটুকু ছেঁকে নিয়ে গলায় ঢেলেচ। যাক্, হঠাৎ কি মনে ক'রে ?

…আস্‌তে নেই কি ?

…তোমার বোধ হয় নেই।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুকের কাছে ঠেলিয়া উঠিল, রাণী সেটাকে জোর করিয়া চাপিয়া হাসিয়া বলিল, "তবে এলাম কেন ?"

…তা' তুমিই বলতে পার—হাসি বোধ হয় আস্‌তে লিখেছিল।

…যদিই লিখে থাকে, তাতে দোষ কি ?

…দোষ কিছু নেই, তবে হাসি কেবল আমার শত্রু নয়, দেখচি সে তোমারও শত্রু।

…সে তোমার ঘরের লক্ষ্মী।

…আমি অনেকদিন লক্ষ্মীছাড়া হয়েচি। লক্ষ্মীছাড়া হয়েই—

কথাটা বলিতে-বলিতে বেহারী চাপিয়া গেল, রাণীর কাছে এতটা দৈন্য প্রকাশ করা সে সঙ্গত বোধ করিল না। তবে তাহার অসমাপ্ত কথাটুকু বুঝিতে রাণীর বিলম্ব হইল না। তাহার চোখ-ছুইটা বড় কর্‌-কর্‌ করিতে লাগিল, সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল, বেহারীও আবার শুইয়া পড়িল।

রাণী চোখ-ছুইটাকে পরিষ্কার করিয়া আরও একটু কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "আবার শুলে যে ?"

…কি কর্‌তে বল, উঠে দাঁড়াব ?

…হাঁ, উঠে বাড়ীর ভেতর চল।

…না, এখুনি আমায় বেরুতে হবে, কাপড-জামাগুলো ময়লা হয়েছিল তাই বদলাতে এসেছিলাম।

…আজ আর বেরিয়ে কাজ নেই।

…তার কারণ ?

…কারণ, হাসি যে গেল !

…শুধু এই কথা ?

রাণী আরও একটু সরিয়া আসিল। পাশে একথানা পাথা পড়িয়াছিল,

সেখানা তুলিয়া লইয়া নিজে বাতাস খাইবার ছলে স্বামীকে বাতাস করিতে-করিতে বলিল, "নাও, ওঠ।"

বেহারী কোন উত্তর করিল না, কেবল চক্ষু বুজিয়া বাতাসের সুখস্পর্শ অনুভব করিতে লাগিল। রাণী বলিল, "ছি-ছি, তুমি হয়েচ কি? তোমার এরকম চেহারা দেখ্‌লে কান্না আসে।"

বেহারী চোখ মেলিল, রাণীর চোখের উপর চোখ রাখিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "কি—কি বল্‌লে? আবার বল তো শুনি?"

রাণী যেন একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "এটা কি আর নতুন কথা?"

···যেন নতুন ব'লেই মনে হ'চ্চে।

·· তা হোক, এখন উঠে চল।

···না, আমার সময় নেই।

···খুব সময় আছে। আজ আর তোমায় বেরুতে দেব না।

বেহারী হাসিয়া বলিল, "জোর ক'রে ধ'রে রাখবে?"

রাণীও হাসিতে-হাসিতে উত্তর করিল, "যদি তাই রাখি?"

বেহারী স্বরটাকে গম্ভীর করিয়া বলিল, "সমাজে দোষ দেবে না?"

রাণী আর বুক-ভাঙ্গা নিশ্বাসটাকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। বেহারী আবার চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল, রাণী নীরবে দাঁড়াইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

"বেহারী-দা!"

রাণী সচকিতে দরজার দিকে চাহিয়াই তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দিল এবং পাখাখানা ফেলিয়া দিয়া এক-কোণে গিয়া দাঁড়াইল। যে ডাকিয়াছিল, সেও যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া দরজার পাশ হইতে

সরিয়া গেল। বেহারী উঠিয়া জুতা পরিল এবং রাণীর দিকে একটা বিদ্রূপপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বাহির হইয়া গেল। রাণী অবসন্নভাবে শয্যার উপর বসিয়া পড়িল।

আগন্তুককে রাণী চিনিয়াছিল, সে—সারদাচরণ। রাণী ভাবিল—এ আবার এখানে কেন? একবার তো আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, আবার এখানেও কি সর্ব্বনাশ ঘটাইবার জন্য আসিয়া হাজির হইয়াছে?"

রাণী বাড়ীর ভিতর গেলে হাসি জিজ্ঞাসা করিল, "দেখা হয়েচে দিদি?"

রাণী বিষণ্ণ-মুখে সংক্ষেপে বলিল, "হয়েচে।"

…কি বল্‌লে?

…কিছু না।

…বেরিয়ে গেল?

…হাঁ।

…তোমার আবার এ-কি হ'লো?

কিছু না-বলিয়া রাণী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

*

* *

সারদাচরণ অনেকদিন হইতেই বেহারীর সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। কেবল বন্ধুত্ব নহে, উভয়ের মধ্যে উপকারক ও উপকৃতের সম্বন্ধও একটু ছিল। সারদা অনেক সময়েই বেহারীর নিকট আর্থিক সাহায্য পাইত, ত'ছাড়া বেহারীর চেষ্টায় এবং সুপারিশের জোরে সে একটি

চাকরিও পাইয়াছিল। সারদাও যে ইহার প্রত্যুপকারে কিছু করে নাই এমন নয়, বেহারী যে কলিকাতায় তত শীঘ্র দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার মূলে সারদাচরণের অনেকখানি ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল।

বেহারী মাতৃশ্রাদ্ধের সময় দেশে গিয়া সারদার বিরুদ্ধে যেসব কথা শুনিল, তাহাতে সারদার উপর মর্ম্মান্তিক ক্রোধ হওয়াই স্বাভাবিক—হইয়াছিলও তাহাই। বেহারী ভাবিয়াছিল, সে আর পাপিষ্ঠ সারদার মুখ-দর্শন করিবে না, সারদা ও তাহাকে মুখ দেখাইতে সাহসী হইবে না।

কিন্তু বেহারীর এ-ধারণা ঠিক নয়। তাহার কলিকাতায় ফিরিবার কয়েকদিন পরেই সারদা যখন 'বেহারী-দা' বলিয়া অসঙ্কোচে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন বেহারীব বিস্ময়—সীমা অতিক্রম করিল। ইহার পর সারদা যখন স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষা প্রয়োগে আপনার নির্দ্দোষিতা ও মহৎ উদ্দেশ্য পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিল, তখন বেহারীও তাহাকে নির্দ্দোষ না-ভাবিয়া থাকিতে পারিল না। সে বুঝাইয়া দিল যে, বেহারীর মা ও স্ত্রী যখন কষ্টের চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছিল এংব এত কষ্টসত্ত্বেও যখন তাহারা বেহারীর সাহায্য গ্রহণ করিবে না বলিয়া সারদা বুঝিতে পারিয়াছিল, তখন সে বেহারীর হইয়াই তাহাদিগকে দুর্দ্দশার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু জগতে নিন্দাপ্রিয় লোকের অভাব নাই, বরং তাহাদের সংখ্যাই বেশী। ইহারা সকল কাজের অন্ধকারের দিকটাই আগে দেখে, আলোর দিকে চাহিতে সাহস করে না। এই সব কুৎসাপ্রিয় লোকের কথায় যদি তাহাকে বিনা-অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি এবং ধর্ম্মের

প্রতি সম্পূর্ণ অবিচার করা হইবে। আর সারদাচরণ যে স্ত্রীলোক-মাত্রকেই ভ্রাতার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে, ইহাও বেহারীর অবিদিত নাই।

সারদার কথায় বেহারী বিশ্বাস করিল। সে রাণীর মুখেও এমন কোন কথা শোনে নাই যাহাতে সারদাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়। সে প্রকৃতই সাহায্য করিতে গিয়াছিল এবং গর্ব্বিত রাণী তাহাতে আপনাকে অপমানিতা জ্ঞান করিয়া তাহার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহাকে বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিয়াছিল। ইহাতে সারদার দোষ কোথায় ?

সারদাকে ক্ষমা করিয়া বেহারী তাহাকে আবার বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিল।

অতঃপর বেহারী যখন মানসিক-চিন্তায় ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল, তখন সারদাচরণই বিজ্ঞ-চিকিৎসকের স্থান অধিকার করিয়া তাহার এই চিন্তা-জ্বরের প্রতিকারকল্পে সুন্দর ঔষধ-বিশেষের ব্যবস্থা করিয়া দিল। সে-ঔষধের প্রভাব বেহারীর হৃদয়ে যতই আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল, ততই সারদাচরণ বিবেকান্ধ-বন্ধুর হাত ধরিয়া তাহাকে অধঃপতনের এক-একটি স্তরে নামাইতে-নামাইতে শেষে কীর্ত্তনওয়ালী হরিমতীর পবিত্র মন্দিরে আনিয়া উপস্থিত করিল। বেহারী বুঝিয়াও বুঝিল না তাহার অভিমানক্ষুব্ধ-হৃদয় বিবেকের রাশ ছাড়িয়া দিয়া আপনাকে নিরুদ্দিষ্ট-পথে লইয়া চলিল। প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় সারদাচরণ আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল।

এমন-সময়ে সহসা রাণীকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বেহারী যেন একটু কুণ্ঠিত হইল, সারদাচরণও একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিল। সে দুর্গজয় করিয়াছে, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে দুর্গজয়ের চেষ্টা, তাহাতে এখনও সফল হয়

নাই। তাই হঠাৎ রাণীর সম্মুখে তাহার ছদ্মবেশের মুখোসটা খুলিয়া যাওয়ায় সে উদ্দেশ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়িল।

*

* *

হাসি যে শীঘ্রই সন্তানের জননী হইবে ইহা রাণী আসিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল এবং বুঝিয়া তাহার একটু আনন্দও হইয়াছিল। কিন্তু হাসির অবস্থা দেখিয়া তাহার সে-আনন্দ বিষাদে পরিণত হইল। দিনের পর দিন হাসি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছে, তাহার কণ্ঠার হাড় বাহির হইয়াছে, চোখের নীচে কালি পড়িয়াছে, স্ফীত গণ্ড ক্রমেই প্রকটাস্থি হইয়া উঠিতেছে, যেন একটি নবপ্রস্ফুটিত ফুল্লদলশালিনী সূর্য্যমুখী সূর্য্যের অদর্শনে সঙ্কুচিত-শরীর—মাটির দিকে ঝুলিয়া পড়িতেছে। তবু হাসি হাসে, অন্ততঃ রাণীকে কাছে পাইলেও শুষ্ক-অধরে বিষাদের হাসি হাসে, কিন্তু সে-হাসিটুকুও বুঝি আর থাকে না—চিরদিনের জন্য নিবিয়া যায়।

রাণী বড় চিন্তিত হইল।

আর-একদিন সে বেহারীকে পাইয়া ধরিয়া বসিল—মিনতি করিয়া বলিল, "হাসির দিকে ফিরে চাও, হাসি যে যায়!"

বেহারী হাসিয়া বলিল, "যে যায়, তাকে যেতে দাও!"

···এইজন্যেই কি আবার বিয়ে করেছিলে?

···খুব সম্ভব, তা নয়।

···নয় তো তাকে এমনভাবে মারচ কেন?

···তাকে মারবার আমার একটুও ইচ্ছে নেই।

…ইচ্ছে ক'রেই তুমি তাকে মেরে ফেলচ।

…বুঝতে পারলাম না।

…সে তোমার স্ত্রী, তুমি তার স্বামী, এটাও কি বুঝ্‌তে পার না?

…ও-সব ভুল ধারণা। সংসারে কেউ কারো নয়, চোখ বুজলেই সব অন্ধকার।

বলিয়া বেহারী হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

রাণী গরম হইয়া বলিল, "তোমার এত তত্ত্বজ্ঞান কবে হ'লো?"

…যেদিন হ'তে পেটে মদ পড়েচে। মদের মত তত্ত্বজ্ঞানদায়ক জিনিস সংসারে আর নেই—বুঝেচ?

…বেশ বুঝেচি—তাহ'লে হাসি যাবে?

…যায় যাক্, ক্ষতি কি?

…ক্ষতি এই যে, সে তোমার স্ত্রী।

…তুমি কি আমার স্ত্রী নও?

…আমার কথা আলাদা।

…তোমার কাছে আলাদা হ'তে পারে, কিন্তু আমার কাছে এক।

…আমি যে সমাজের বাইরে।

…আমি আর-এক-কাঠি সরেশ। তুমি তবু সমাজের বাইরে দাঁড়িয়ে আছ, আমি একেবারে সমাজ থেকে পতিত।

রাণী বিস্ময়পূর্ণ-দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল।

ঈষৎ হাসিয়া বেহারী বলিল, "বুঝতে পারচ না? মানে, তুমি একজন পরপুরুষের সঙ্গে কথা ক'য়েই যদি পতিতা হও, তবে আমি বেশ্যাসঙ্গ ক'রেও কি পতিত নই?"

…তুমি পুরুষমানুষ।

…আইনের দৃষ্টিতে স্ত্রী-পুরুষ সব সমান, বরং স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষের শাস্তির বিধান আরও কঠিন।

…কিন্তু সমাজের আইনে তা বলে না।

… ভয়ে বলে না, স্বার্থের খাতিরে বলে না, কিন্তু ধর্মে তাই বলে, শাস্ত্রেও ঠিক তাই বলে।

রাণী প্রশংসমান-দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে তর্কে পেরে উঠ্‌ব না।"

বেহারী হাসিয়া বলিল, "আমিও তর্ক করতে রাজি নই।"

…যাই হোক, এখন হাসিকে একবার দেখবে চল।

… ওইটি পারব না রাণি, পতিত হ'য়ে আমি সাধ্বী-স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারব না।

রাণী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবচ ?"

…ভাবচি, যার এত জ্ঞান, তার অধঃপাতে মতি হয় কেন ?

বেহারী হাসিয়া উঠিল, বলিল, "তুমি হিন্দুর মেয়ে, অদৃষ্ট মান না ?"

…মানি, কিন্তু তোমার মত হাত-পা ছেড়ে দিয়ে তার স্রোতে ভেসে যেতে চাই না।

… আমার মত অবস্থায় পড়লে বোধ হয় যেতে চাইতে।

রাণী বুকের ভিতর দাবানল চাপিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে স্বামীর অবস্থা বুঝিল, আপনার অবস্থা বুঝিল, হাসির অবস্থা বুঝিল ; আর সে-ই যে এইসব অবস্থার কারণ, তাহাও বুঝিতে পারিল। রাণীর বুক

ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল সে ফুটিয়া বলে—ওগো, তুমি ফিরে এসো, ফিরে এসো—আমি তোমারই, তুমি ফিরে এসো কিন্তু রাণী সে-কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না।

রাণীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বেহারী উঠিয়া দাঁড়াইল, দেওয়ালের পাশ হইতে ছড়িটা টানিয়া লইয়া বলিল, "আর কোন কথা আছে?"

রাণী উত্তর করিল, "না।"

বেহারী দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। রাণী বিদ্যুদ্দীপ্তনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি এত নিষ্ঠুর?"

বেহারী বলিল "আশ্চর্য্য এই যে, এমন সোজা-কথাটা এতদিনেও বুঝ্‌তে পারনি।"

বেহারী হাসিতে-হাসিতে বাহির হইয়া গেল। রাণী সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটা নিদারুণ অবজ্ঞার আঘাতে তাহার হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

হাসি আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিয়া ভগ্ন-রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "দিদি?"

চমকিয়া রাণী ফিরিয়া চাহিল, তারপর সে হাসির কাছে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিল, "ভয় কি হাসি?"

হাসি তাহার কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুর ক্ষীণ-দৃষ্টিটি তুলিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "কি হবে দিদি?"

রাণী বলিল, "ভাবিসনি, ভগবান্‌কে ডাক্‌, তিনি বোধ হয় মানুষের মত এত নিষ্ঠুর হবেন না।"

হাসিকে আশ্বাস দিলেও রাণী আপনার মনকে কিছুমাত্র আশ্বাস দিতে পারিল না। সে বেশ বুঝিয়াছে, তাহারই উপেক্ষা বেহারীর জীবনকে বিষময় করিয়া দিয়াছে তাই বেহারী স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করিতেছে। বেহারীর এই অধঃপতনের জন্য যেন রাণীই সম্পূর্ণ দায়ী। রাণীর মনে ঘোর অনুতাপ আসিল, সমস্ত নারী-প্রবৃত্তি আসিয়া তার অভিমানক্ষুব্ধ হৃদয়কে তিরস্কার করিতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিল—দূর হোক অভিমান! স্বামীই জীবনের সর্ব্বস্ব, নারীর দেবতা। এই তুচ্ছ অভিমানকে বলি দিয়া দেবতাকে প্রসন্ন করিতে পারিব না—তাঁহাকে অধঃপতনের অতলগর্ভ হইতে উদ্ধার করিতে পারিব না?

*

* *

রাণীর হাত ছাড়াইয়া বেহারী হরিমতীর ঘরে উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু রাণীর কথাগুলা তাহার বুকের ভিতর এমনভাবে বিঁধিতে লাগিল যে, সে-কথাগুলার হাত হইতে সে কিছুতেই মুক্তিলাভ করিতে পারিল না। মদের প্রবল স্রোতেও কথাগুলা ভাসিয়া গেল না, হরিমতীর গানেও তাহা চাপা পড়িল না। কথাগুলা থাকিয়া-থাকিয়া মনের চারিপাশ দিয়া উঁকি দিতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া বেহারী হরিমতীর ঘর হইতে উঠিয়া গেল।

বেহারী দেখিল, রাণীই তাহার সর্ব্বনাশের মূল; সে-ই তাহাকে অধঃপতনের অতলগর্ভে ফেলিয়া দিয়া এখন সাধুর মত দূরে দাঁড়াইয়া তিরস্কার করিতেছে, তাহাকে ত্যাগ করার ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত দেখিয়া মর্ম্মে-

মর্ম্মে গর্ব্ব অনুভব করিতেছে। রাণী কে? রাণী কি? রাণী তাহার বিবাহিতা পত্নী, তাহার আজ্ঞার অধীনা, ইচ্ছার দাসী। কিন্তু সেই দাসী আজ তাহার প্রভুর স্থান অধিকার করিয়া নির্ব্বোধ পশুর মত তাহাকে চালনা করিতেছে, আর বেহারী—ধিক্ তাহাকে। সে পুরুষ হইয়া এই নারীর অঙ্গুলী-চালনে ফিরিতেছে—ঘুরিতেছে? কি লজ্জার ব্যাপার! বেহারীর মনে হইল, সমস্ত পৃথিবীটা যেন তাহার এই হীন পরাভব দেখিয়া হো-হো শব্দে হাসিতেছে।

সুরামত্ত-চিত্তে বেহারী স্থির করিল, রাণীর এই গর্ব্ব—এই বিজয়াভিমান চূর্ণ করিতে হইবে। সে যে সামান্যা নারী, তাহার স্ত্রী, দাসী ইহাই প্রমাণ করিয়া আপনার এই লজ্জা দূর করিতে হইবে।

বেহারী দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে চলিল।

অনেকদিন পরে বেহারীকে সন্ধ্যার পর বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়া হাসি ও রাণী বিস্ময়ে পরস্পর মুখের দিকে চাহিল।

হাসি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কপাল ফিরেচে।"

রাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কার, তোর?"

হাসি বলিল, "না, তোমার।"

রাণী উনানের উপর হইতে তরকারির কড়াটা নামাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমাদের কারও নয়, বোধ হয় যে ফিরেচে—তার।"

বেহারী একেবারে আপনার উপরের ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, "রাণি!"

রাণী বলিল, "দেখ্ তো হাসি, কি চায়?"

হাসি বলিল, "না দিদি, তুমি যাও।"

রাণী তাহার দিকে এমন একটা সক্রোধ-কটাক্ষপাত করিল যে, হাসি

আর প্রতিবাদ করিতে পারিল না, সে মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া, প্রথম স্বামীসম্ভাষণ-গমনোদ্যতা নববধূর মত ধীরে, সঙ্কুচিত-পদে উপরে গিয়া ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ভিতরে মুখ বাড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ডাকচ ?"

বেহারী কর্কশ-কণ্ঠে বলিল, "হাঁ, রাণী কোথায় ?"

হাসি দৃষ্টি নত করিয়া বলিল, "রান্না-ঘরে আছে।"

"চুলোয় আছে"—বলিয়া বেহারী খাটের উপর বসিয়া পড়িল। হাসি ছুটিয়া নীচে পলাইল।

রাণী বলিল, "পালিয়ে এলি যে ?"

হাসি কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল, "তুমি যাও দিদি।"

"দূর আবাগী !"—বলিয়া রাণী হাত ধুইয়া, কাপড়খানাকে একটু গুছাইয়া লইয়া আঁচলে মুখ মুছিতে-মুছিতে উপরে উঠিল এবং বেহারীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "কি হয়েচে ?"

বেহারী খাটের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল, একটা বালিস টানিয়া লইয়া তাহাতে হাতের ভর রাখিয়া বলিল, "কিছুই না।"

রাণী বলিল, "তামাক দেব ?"

বেহারী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—দরকার নাই।

রাণী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বেহারীও নীরব—কি কথা কোথা হইতে আরম্ভ করিবে তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না।

একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া রাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ডাকছিলে ?"

বেহারী ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিল, "তাতে কিছু দোষ হয়েচে কি ?"

…দোষ আর কি ? তবে এখন অনেক কাজ আছে তাই বলচি।

···তা আমি জান্‌তাম না। কাজ থাকে, যেতে পারো।

রাণী বুঝিল, বেহারীর কি-একটা বলিবার আছে, কিন্তু সে তাহা বলিতে পারিতেছে না। সুতরাং সে গেল না, জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি রাত্রে কি খাবে—ভাত না লুচি?"

বেহারী একটা হাই তুলিয়া বলিল, "যা বিধাতা জোটাবেন।"

রাণী দরজা হইতে মুখ বাড়াইয়া হাসিকে ময়দায় জল দিতে বলিল।

বেহারী পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল এবং তাহাতে টান দিয়া বলিল, "তুমি কি এখন এখানে থাকবে?"

···তোমার মত কি?

···তোমার কাছে আমার মতামতের কোন মূল্য নেই।

রাণী মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

বেহারী বলিল, "এইজন্যেই তোমার মতটা জান্‌তে চাই।"

রাণী একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "আমি এখানে থাকলে তোমার কোন ক্ষতি আছে?"

···আমার ক্ষতি-বৃদ্ধির কথা ছেড়ে দাও, তোমার নিজের কথা বল।

রাণীর মাথাটা আরও একটু নীচু হইল, একটু ভাঙ্গা-গলায় বলিল, "তোমার কথা আর আমার কথা কি আলাদা?"

···আমার তো তাই বোধ হয়। আমি মরি-বাঁচি, তাতে যেন তোমার কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই!

রাণী স্বামীর পায়ের তলায় বসিয়া পড়িল, তারপর জল-ভরা চোখে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন তুমি এমন কথা বলচ?"

উত্তেজিতকণ্ঠে বেহারী বলিল, "কেন বলচি? কার জন্যে আজ

আমার এই দশা হয়েচে, কি-দুঃখে আমি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যায় উদ্যত হয়েচি তা' বুঝেচ কি—বোঝবার চেষ্টা করেচ কি ?"

রাণী আর থাকিতে পারিল না, সে দুই-হাতে স্বামীর পা-দুইটা জড়াইয়া অবরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "আমি বুঝতে পারিনি, আমায় ক্ষমা কর।"

বেহারী পা টানিয়া লইয়া স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিল, "তুমি যে পায়ে ধরতে পারো তা আমার জানা ছিল না, সুতরাং তুমি ক্ষমার পাত্রী।"

রাণীর বুকে যেন বিষাক্ত শেল বিদ্ধ হইল, সে বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, আঁচলে চোখ মুছিতে-মুছিতে বলিল, "তুমি কি আমাকে উপহাস করবার জন্যেই ডেকেচ ?"

বেহারী সোজা হইয়া বসিল, গম্ভীর-স্বরে বলিল, "না, তুমি যে আমার স্ত্রী, আমার দাসী সেই কথাটা বোঝাবার জন্যেই ডেকেছিলাম। শোনো রাণি, যদি তুমি এখানে থাকৃতে ইচ্ছে কর তা'হলে কিন্তু আমার স্ত্রীর মত থাকতে হবে—পারবে ?"

রাণী কঠোরস্বরে উত্তর দিল—"না।"

তারপর সে আস্তে-আস্তে নীচে চলিয়া গেল। বেহারীও বাড়ীর বাহির হইল।

হাসি তখন ঘিয়ের কড়া উনানে চাপাইয়া লুচি বেলিতেছিল, বেহারীকে বাহির হইতে দেখিয়া বলিল, "আবার যে বেরিয়ে গেল দিদি ?"

চড়া-গলায় রাণী উত্তর করিল, "আমি কি ধ'রে রাখব ?"

বলিয়া সে উনান হইতে ঘিয়ের কড়াটা নামাইয়া দুম্ করিয়া একপাশে বসাইতেই গরম ঘি ছিট্‌কাইয়া হাসির পায়ে লাগিল, সে 'উহু-উহু'

করিয়া উঠিল। রাণী সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না-করিয়া বাল্‌তির জলটা উনানে ঢালিয়া দিল, হাসি অবাক্ হইয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পরের দিন সকালে উঠিয়া রাণী একখানা গাড়ী ডাকাইল এবং আপনার কাপড়-চোপড় লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। হাসি বাধা দিতে গিয়া একটা ধমক খাইয়া কাঁদিতে লাগিল—রাণী চলিয়া গেল।

দুপুর-বেলায় বেহারী ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, "রাণি!"

হাসি একপাশে পড়িয়া কাঁদিতেছিল, তাড়তাড়ি উঠিয়া বসিল।

বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, "রাণী কোথায়?"

হাসি কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "চ'লে গেছে।"

বেহারী জামা-চাদরটা মেঝেয় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। একবার হাসির দিকে ফিরিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "তাই বুঝি কান্না হ'চ্চে? সে কে? তার জন্যে কাঁদতে হয়—বাইরে যাও।"

হাসি ফুলিতে-ফুলিতে বাহিরে গেল।

বেহারী পাশ-ফিরিয়া শুইল। কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া, জামাটা কাঁধে ফেলিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

ওদিকে রাণী বাড়ীতে পৌঁছিয়া একটু বিশ্রাম করিয়াই শান্তির সহিত দেখা করিতে গেল, কিন্তু দেখা পাইল না—শুনিল, শান্তি নাই, একদিন রাত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। রামসদয় কুলত্যাগিনী কন্যার অনুসন্ধান আবশ্যক বোধ করেন নাই।

রাণী বুঝিতে পারিল, হতভাগিনী শান্তি এতদিনের পর চরম-শান্তির কোলে আশ্রয় পাইয়াছে।

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঘরে ফিরিল।

*

* *

রাণী কলিকাতায় গেলে শান্তির দিন বড়ই কষ্টে কাটিতে লাগিল। রাণীকে হারাইয়া সে দুঃখে সহানুভূতি, শোকে সান্ত্বনা, নিরাশায় আশা—সব হারাইল। তাহার জীবনভার দুঃসহ হইয়া উঠিল। অবিরাম লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান সহিতে-সহিতে সে হৃদয়ের ধৈর্য্যটুকুও হারাইয়া ফেলিল। তাহার রহিল কেবল বিমাতার বাক্যযন্ত্রণা, অসহ্য হৃদয়বেদনা আর নৈরাশ্যের নিদারুণ নিবিড়তা।

ক্রমে শান্তির প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তন দেখা দিল। ধৈর্য্যহারা হওয়ায় সে এখন আর বিমাতার তিরস্কার নীরবে সহ্য করে না, তাহার প্রতিবাদ করে; দামিনীর চড়া-কথার উত্তরে সেও দুই একটা চড়া-কথা শুনাইয়া দেয়, কাজেই ইহার ফল বড় ভয়ানক হইল। আগে শান্তি নীরবে থাকায় শুধু দামিনীর কথায় ঝগড়া হইত না, কিন্তু এখন দিন-রাত্রি বাড়ীতে ঝগড়া-কলহ চলিতে লাগিল। সে-ঝগড়ায় রামসদয় তো দূরের কথা, প্রতিবাসীরাও বিরক্ত হইয়া উঠিল।

একদিন রামসদয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আর তো বাড়ীতে টেঁকা যায় না।"

দামিনী মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "বেশ, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, সব চুকে যাবে।"

রামসদয় বলিলেন, "আমি কি চাই তাই বল্‌চি, পাড়ার পাঁচজনে যে নিন্দে করে।"

দামিনী রাগিয়া উত্তর করিল, "আমাকে কি তাদের মুখে সরা-চাপা দিতে বল?"

রামসদয় বলিলেন, "তা' নয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আজকাল এত বাড়াবাড়ি হয় কেন?"

দামিনী মুখ ভার করিয়া বলিল, "হয় আমার জন্যে। আমি ঝগড়াটি, আমি পাড়া-কুঁদুলি, আমি কাউকে দেখতে পারি না—আমিই যত আপদ্‌-বালাই হয়েচি কি-না!"

বলিয়া দামিনী চোখে আঁচল চাপা দিল, রামসদয় এতটুকু হইয়া গেলেন। তিনি স্ত্রীর হাত ধরিয়া তাহার চোখের চাপা খুলিতে গেলেন, দামিনী আরও জোরে আঁচল চাপিয়া ধরিল। তখন রামসদয় আদর করিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। দামিনী ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। রামসদয় তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে-দিতে বলিলেন, "ছি-ছি, তুমি এখনও নেহাত ছেলেমানুষ, একটুও বুদ্ধি-শুদ্ধি হ'লো না।"

স্বামীর বুক হইতে মাথা সরাইয়া লইয়া দামিনী বলিল, "বেশ, তোমার তো বুদ্ধি আছে, তোমার মেয়ের তো খুব বুদ্ধি আছে, তাই-হ'লেই ভালো।"

···আমি মেয়ের কথাই জিজ্ঞাসা করচি—আচ্ছা, সে ইদানীং এত বাড়াবাড়ি করে কেন?

···কেন করে তা আমি কি ক'রে বল্‌ব? তুমি পুরুষমানুষ, তোমার বুদ্ধি আছে, বিদ্যে আছে, তুমি জান না আর আমি জানব?

…মেয়েমানুষেই ভালো বুঝতে পারে।

…বুঝতে পারলেও আমি কিছু বলব না। হাজার হোক সতীন-ঝি, আমি কোন কথা বললে লোকে তা' বিশ্বাস করবে কেন? তুমিই-বা কি ভাববে?

দামিনীর কথার মধ্যে যেন কিসের একটা ইঙ্গিত ছিল। সে-ইঙ্গিতে রামসদয়ের মনের ভিতর বড-রকমের একটা ঝড় উঠিল। তিনি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথাটা কি দামু?"

"কি-কথা আবার?"—বলিয়া দামিনী স্বামীর মুখের উপর একটা শ্লেষপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

রামসদয়ের সন্দেহ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল, তিনি অধিকতর আগ্রহের সহিত বলিলেন, "না-না, তোমায় বলতেই হবে।"

দামিনী দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি কিছুই জানি না। আদার ব্যাপারী হ'য়ে আমার জাহাজের খবরে কাজ কি? আমি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই।"

রামসদয় স্ত্রীর হাত-দুইটা চাপিয়া ধরিয়া ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন, "না-না, তুমি যা জানো তাই বল। আমার মাথা খাও, আমার মরা-মুখ দেখ।"

দামিনী হাত ছাড়াইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিল, বলিল, "ছি-ছি, ও-সব কি কথা!"

রামসদয় অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "তবে কি হয়েচে, বল।"

দামিনী তখন স্বামীর কাছে চাপিয়া বসিয়া এদিকে-ওদিকে চাহিয়া একটু চাপা গলায় বলিল, "তুমি স্বামী, গুরুলোক, তুমি যখন জিজ্ঞাসা

করচ, তখন কাজেই বলতে হবে। তা' নাহ'লে বুক ফাটলেও আমার মুখ ফুটতো না—হাজার হোক, ঘরের কলঙ্ক তো!"

কলঙ্ক! রামসদয় শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "কলঙ্ক! কার? শান্তির?"

…চুপ কর, শুনতে পাবে। ওকে তো শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়েছিলে?

…হাঁ।

…কিন্তু তারা আবার রেখে গেল কেন?

…বোধ হয়, বনিবনাও হ'লো না।

…কেন হ'লো না?

…তা কেমন ক'রে জানব?

…জানা তো দরকার!

…তুমি কি জেনেচ?

…আমি অনেক জেনেচি—সে অনেক কীর্ত্তি।

…কে বললে?

… ওর শ্বশুরবাড়ীর পাশেই ক্ষান্তর বোনঝির শ্বশুরবাড়ী। ক্ষান্ত নিজে সব শুনে এসেচে।

…কি শুনে এসেচে?

…সে অনেক কথা। সে-সব কথা তোমার শুনে কাজ নেই।

দামিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া রামসদয় বলিলেন, "না-না, কি হয়েচে সব খুলে বল।"

…রাগ করবে না?

…না।

দামিনী তখন—ক্ষান্তর নিকট যাহা শুনিয়াছিল, সব একে-একে বলিতে আরম্ভ করিল। কেমন করিয়া শান্তি উহার জায়ের ভাই গোপীনাথের সঙ্গে মজিয়াছিল, কেমন করিয়া উহার জা হাতে-নাতে উহাদের গুপ্ত-প্রণয়ের ব্যাপার ধরিয়া ফেলিয়া শান্তিকে এখানে পাঠাইয়া দেয় আর সেই হতভাগা ছোঁড়াটাকে বাড়ীছাড়া করে তাহা সালঙ্কারে বর্ণনা করিল। রামসদয় নিশ্বাস রোধ করিয়া সমস্ত শুনিলেন, শুনিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "এতদূর! আমি আজ রাত্রেই ও পাপিষ্ঠাকে বাড়ী থেকে তাড়াব।"

রামসদয় চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "শান্তি?"

শান্তি তখন জল খাইয়া শুইবার উদ্যোগ করিতেছিল, সহসা পিতার ক্রুদ্ধ-আহ্বান শুনিয়া দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, উত্তর করিল—"কি?"

রামসদয় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আমার মাথা আর তোর শ্রাদ্ধ। তুই আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে যা।"

শান্তি বলিল, "কেন? আমি কি করেচি?"

রামসদয় লাফাইয়া শয্যা হইতে নীচে নামিলেন, দরজার নিকট ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "কি করেচি? নিজের মুখ পুড়িয়েচ আর আমারও মুখে কালি দিয়েচ।"

দামিনী স্বামীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে ঘরের ভিতর টানিয়া আনিয়া বলিল, "কর কি, মেয়ে তো বটে!"

রামসদয় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "অমন মেয়ের মরণই ভালো। আমি যদি কাল সকালেই ও-হতভাগীকে ঝাঁটা মেরে বাড়ীর বা'র না করি—"

বাধা দিয়া দামিনী বলিল, "এমন কর যদি তা'হলে আমি গলায় দড়ি দেব।"

রামসদয় বলিলেন, "তবে কি তুমি বলতে চাও, ওই কুলটার হাতের জল খেতে হবে—ওর হাতের পাপ-অন্ন ঠাকুরকে দেব?"

দামিনী বলিল, "তাও কি হয়? আমিও ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি, আমার কি আর পাপ-পুণ্যির ভয় নেই? তবে সব কাজই ভেবে-চিন্তে করা ভালো। ঘরের কেলেঙ্কারী পাঁচজনের কাছে জানাজানি হ'লে আমাদেরই যে মুখ পুড়বে।"

দামিনী স্বামীকে শয্যার উপর বসাইয়া দিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিল।

শান্তির সর্ব্বশরীর তখন থর্‌-থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল। সে কাঁপিতে-কাঁপিতে দরজার উপরে বসিয়া পড়িয়া আকুল প্রাণে ডাকিল, "কে কোথায় আছ দেবতা, আমাকে বাঁচাও, আত্মঘাতী-হওয়ার মহাপাপ হ'তে আমায় রক্ষে কর।"

* *
*

সন্ধ্যার কিছু পরে এক যুবক নদীতীরের পথ ধরিয়া রেল-ষ্টেশন হইতে গ্রামের দিকে আসিতেছিল। যুবকের গায়ে একটা সাদা কোট, বগলে ছাতা, এক-হাতে একটা পুঁটুলি, অপর-হাতে জুতা, হাঁটু-পর্য্যন্ত ধূলায় ভরা। রাত্রি বেশী না-হইলেও পল্লীপথ নিস্তব্ধ হইয়াছিল, বিশেষতঃ গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী নদীতীরের পথে কেহই ছিল না। যুবক একা নির্জ্জন পথ অতিবাহন করিতেছিল।

ক্রমে সে গ্রামের নদীঘাটে উপস্থিত হইল। ঘাটের কিছু দূরে একটা প্রাচীন বটগাছ শাখাপত্রে তলদেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া কোন যুগ হইতে দাঁড়াইয়া আছে কে-জানে, যুবক তাহার তলায় গিয়া জুতা, ছাতা, পুঁটুলি ফেলিয়া বিশ্রাম করিতে বসিল।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ঘাটে হাত-পা ধুইবার জন্য বাঁ-হাতে জুতা লইয়া উঠিয়াই যুবক থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার মনে হইল যেন শ্বেতবস্ত্রাবৃত এক স্ত্রীলোক ঘাটে নামিতেছে। অগত্যা সে আবার ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বস্থানে বসিল, ভাবিল—এমন সময়ে এই নির্জ্জন নদীঘাটে একা স্ত্রীলোক কেন? ঘাটের কাছাকাছি লোকের বসতি নাই, তবে এই যুবতী কোন্ সাহসে একা এখানে আসিল? কোন গৃহস্থের মেয়ের তো এত সাহস হয় না—পেত্নী নয় তো?

ভূতপেত্নীর ভয় ততটা না-থাকিলেও এই নির্জ্জন নদীতীরে—ভূত-যোনির প্রধান আবাসস্থান বটগাছের তলায় বসিয়া যুবকের গা ছম্-ছম্ করিতে লাগিল, সুতরাং যুবতীর দিকে দৃষ্টিপাত অবিধেয় হইলেও সে মাঝে-মাঝে সে-দিকে না-চাহিয়া থাকিতে পারিল না। দেখিল, যুবতী কোন দিকে না-চাহিয়া সোজা গিয়া জলে নামিল, হাঁটু-জলে গিয়া একবার এদিক-ওদিক চাহিল, তারপর বরাবর গভীর-জলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার কোমর ডুবিল, বুক ডুবিল, গলা ডুবিল, তবুও সে থামিল না। ক্রমে চিবুক ডুবিল, নাসিকা ডুবিল, মাথা ডুবিল, তারপর আর কিছুই নাই। পরক্ষণেই জলের উপর হাত-পা আছড়াইবার একটা শব্দ উঠিল। যুবক এতক্ষণ রুদ্ধনিশ্বাসে এই ব্যাপার দেখিতেছিল, এখন তাহার আর বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল না। সে উর্দ্ধশ্বাসে

ছুটিয়া ঘাটে গেল এবং গায়ের জামাটা টানিয়া খুলিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শরতের নদী—স্রোতের টান বেশী ছিল না তাই যুবতীর দেহ তখনও বেশী দূরে যায় নাই। তখনও সে আসন্ন-মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিল, জলতল হইতে উঠিবার জন্য প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়িতেছিল, কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইতেছিল না, মৃত্যু তাহাকে ক্রমেই আপনার দিকে টানিয়া লইতেছিল। স্রোত একটু ছিল বলিয়াই তখনও সে ডোবে নাই, নহিলে এতক্ষণ অতলে চলিয়া যাইত।

যুবক সাঁতারিয়া গিয়া যুবতীকে ধরিল এবং অল্প-আয়াসেই তাহাকে লইয়া তীরে উঠিল। তীরে আসিয়া সে যুবতীর উদরটা আপনার মাথার উপর রাখিয়া তাহাকে শূন্যে বার-কয়েক ঘুরাইতেই যুবতীর মুখ দিয়া খানিকটা জল বাহির হইয়া গেল। যুবক তখন তাহাকে সৈকতভূমির উপর শোয়াইয়া দিয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে আপনার পরিধেয় নিঙড়াইতে লাগিল।

অল্পক্ষণমধ্যেই যুবতী সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিতে গেল, যুবক তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল, "উঠ না, আর একটু থাক।"

যুবতী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "আমি কোথায়?"

ক্ষীণ চন্দ্রকিরণ বৃক্ষপত্রান্তরাল ভেদ করিয়া যুবতীর মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া যুবক ত্রস্তে তাহার মুখের দিকে চাহিল, চাহিয়াই বিস্ময়জড়িতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "একি—শান্তি?"

শান্তি বলিল, "কে, গুপী-দা?"

"জয় জগদীশ্বর!"—বলিয়া গোপীনাথ সেইখানে বসিয়া পড়িল।

শান্তি উঠিয়া বসিল। ভিজা-কাপড়ের আঁচলটা মাথায় তুলিয়া দিয়া বলিল, "তুমি এখানে কেন গুপী-দা ?"

গোপীনাথ সহর্ষে বলিল, "ভগবান এনেছেন। তোমাকে বাঁচাবার জন্যে ভগবান আমাকে এখানে এনেছেন।"

···তুমিই কি আমাকে বাঁচালে ?

···ভগবান বাঁচিয়েছেন, আমি উপলক্ষ্য মাত্র।

ঈষৎ রুক্ষস্বরে শান্তি বলিল, "কেন আমায় বাঁচালে ? আমি তোমার কাছে এমন কি দোষ করেচি ?"

কিছু বুঝিতে না-পারিয়া গোপীনাথ বিস্মিতভাবে শান্তির দিকে চাহিয়া রহিল, শান্তি বলিল, "মরণের পথেও তুমি বাদী ! কেন এমন অন্যায় কাজ করলে গুপী-দা ?"

গোপীনাথ বিস্ময়ের সহিত বলিল, "অন্যায় ?"

···হাঁ, অন্যায়, হাজারবার অন্যায়।

···আত্মহত্যার চেয়েও অন্যায় ?

শান্তি রাগিয়া উত্তর করিল, "আমি আত্মহত্যা করব, তাতে তোমার ক্ষতি কি ?"

···তোমারই বা লাভ কি ?

···আমার লাভ—আমার সকল জ্বালা জুড়োবে।

···জুড়োবে না আরও বাড়বে ?

···মরণের পর তো ? আমি তখন দেখতে যাব না।

···ওটা ভুল, তোমাকে দেখতেও হবে, ভুগতেও হবে।

···আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না।

…আমারও সে-ইচ্ছে নেই। তার চেয়ে এখন উঠে ঘরে চল, আর ভিজে-কাপড়ে থেকে কাজ নেই।

শান্তি একবার নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "ঘরে জায়গা থাকলে আমি আজ নদীর গর্ভে জায়গা খুঁজতে আসতাম না।"

গোপীনাথ চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি হঠাৎ এখানে কোথা থেকে এলে?"

…কলকাতা থেকে আসচি।

…সেখানে কেন গিয়েছিলে?

…আমি এখন কলকাতাতেই থাকি, সেখানে চাকরি করি।

…দিদির কাছে থাক না?

…না, তুমি যেদিন চ'লে এলে, আমিও সেদিন সেখান থেকে চ'লে যাই।

…কেন গেলে?

…ভগ্নীপতির অন্নদাস হ'য়ে থাকতে ইচ্ছে হ'লো না।

… এদিকে কোথায় যাচ্ছিলে?

গোপীনাথ একটু ভাবিয়া মিথ্যা কথা কহিল, বলিল, "একবার দিদিকে দেখতে যাচ্ছিলাম।"

শান্তি নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

গোপীনাথ বলিল, "তা'হলে এখন কোথায় যাবে?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শান্তি বলিল, "কোথায় আর যাব গুপী-দা, সংসারে আমার স্থান নেই।"

···যেখানে কীট-পতঙ্গেরও স্থান আছে, সেখানে তোমার স্থান নেই ?

···আমি তো আর কীট-পতঙ্গ নই, মানুষ।

···ভগবান্ মানুষের উপযুক্ত জায়গাও ঠিক ক'রে দিয়েছেন।

···আমার জায়গাটা ঠিক করতে বোধ হয় ভুলে গেছেন।

গোপীনাথ কিছুক্ষণ ভাবিল, তারপর স্নেহার্দ্রকণ্ঠে ডাকিল, "শান্তি !"

শান্তিও তেমনি স্নিগ্ধস্বরে উত্তর দিল, "গুপী-দা !"

···আমাকে বিশ্বাস হয় ?

···এ-পর্য্যন্ত অবিশ্বাসের কিছু দেখিনি।

···আমার সঙ্গে যেতে পার ?

···কোথায় ?

···কলকাতায়।

···তারপর ?

···তারপর আমি যে মাইনে পাই, তাতে তোমাকে একমুঠো ভাত দিতে পারব।

শান্তি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গোপীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন দেবে ?"

···দিতে নেই কি ?

···সম্পর্ক থাকলে দিতে আছে।

···তোমার সঙ্গে কি আমার কোন সম্পর্ক নেই ?

···কিছুই না।

গোপীনাথের হৃদয় ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল, সে ভগ্ন-রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "নিঃসম্পর্কীয়কে কি কেউ খাওয়ায় না ?"

···খাওয়ায়, দয়া ক'রে।

···সে-দয়ায় কিছু দোষ আছে কি?

···আছে, যদি তার সঙ্গে স্বার্থের সম্বন্ধ থাকে।

···আমাকেও কি তাই মনে কর?

···বোধ হয় করি।

···কি জন্যে?

···জগতে এত অনাথ-আতুর থাকতে আমার ওপরেই বা তোমার এত দয়া কেন?

কম্পিতকণ্ঠে গোপীনাথ বলিল, "তুমি এত খুঁত ধরলে আমি পেরে উঠব না, কিন্তু দোহাই তোমার, একবার নিজের অবস্থাটা ভেবে দেখ।"

স্থিরস্বরে শান্তি উত্তর করিল, "আমার ভাববার কিছুই নেই, সোজা পথ প'ড়ে রয়েছে।"

···কি, আত্মহত্যা?

···হাঁ।

গোপীনাথ বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। শান্তির মুখের দিকে তীব্র-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিল, "স্ত্রীলোক বিধবা হ'লে যে এত পাপিষ্ঠা হয় তা' আমার জানা ছিল না। সত্যিই আমি তোমাকে বাঁচিয়ে অন্যায় কাজ করেচি—তুমি মর, তোমার মরাই উচিত।"

গোপীনাথ আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে নদীর পাড়ের উপর উঠিল।

শান্তি ডাকিল, "গুপী-দা!"

গোপীনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইল।

শান্তি বলিল, "আমার আর-একটা উপকার করবে?"

গোপীনাথ বলিল, "কি, বল?"

...আমাকে আমার সইয়ের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে?

...সই কে?

...বেহারী-দার স্ত্রী।

...কোথায় থাকে?

...কলকাতায়।

...আর কিছু ঠিকানা জান?

...জানি, তারা চাঁপাতলায় থাকে।

...রাস্তার নাম—বাড়ীর নম্বর?

...তা' জানি না।

একটু ভাবিয়া গোপীনাথ বলিল, "খুঁজে বের-করবার চেষ্টা করব, কিন্তু ততদিন?"

...ততদিন কি?

...ততদিন কোথায় থাকবে?

...তোমার কাছে।

...বেশ, কিন্তু বিশ্বাস হবে?

...তোমার ওপর বোধ হয় ততটা অবিশ্বাস নেই।

"তবু ভালো"—বলিয়া গোপীনাথ একটু হাসিল, তারপর সে যে-পথে আসিয়াছিল, শান্তিকে লইয়া সেই পথে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

এখন গোপীনাথের আগেকার কথা একটু বলা দরকার। ভগ্নী-গৃহ ত্যাগ করিয়া গোপীনাথ দিনকতক এখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু

তাহাতে তেমন ভালো লাগিল না। তাহার মনের ভিতর এমন একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল, যাহাতে তাহার চিরাভ্যস্ত জীবন আর একটা নূতন-পথে ছুটিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। এখন আর তাহার তাস-পাশা ভালো লাগিত না, গান গাহিতে-গাহিতে গানের অন্তরা ভুলিয়া যাইত, বাজাইতে গেলে তাল কাটিয়া যাইত, একসঙ্গে তিন-ছিলিম গাঁজা টানিলেও নেশা হইত না। বিরক্ত হইয়া গোপীনাথ এসব ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল।

কলিকাতায় তাহাদের গ্রামের হৃদয় দত্তের কাপড়ের দোকান ছিল। গোপীনাথ দিনকতক সেই দোকানে কাজ করিল, তারপর বন্ধুর চেষ্টায় হাবড়ার রেল-গুদামে একটা কাজ পাইল—বেতন হইল পনেরো টাকা। দুই-তিনমাস পরে গোপীনাথ প্রায় কুড়ি টাকা রোজগার করিতে লাগিল, তখন এক গৃহস্থের বাড়ীতে দুইখানি খোলার ঘর সাড়ে-তিন টাকায় ভাড়া লইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে লাগিল।

গোপীনাথের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা সচ্ছল হইতেই বন্ধুবান্ধব জুটিল এবং তাহাদের নিকট হইতে কুৎসিৎ আমোদ-প্রমোদের প্রলোভন আসিতে লাগিল, কিন্তু গোপীনাথ তাহাতে টলিল না। তাহার মনের উপর শান্তির মুখের যে একটা ছাপ পড়িয়াছিল, সে কিছুতেই তাহাকে সরাইতে পারিল না—পারিলে বোধ হয় বন্ধুবান্ধবদের প্রলোভনে ভুলিত।

এইভাবে আরও সাত-আটমাস কাটিয়া গেল, তবুও গোপীনাথ শান্তিকে ভুলিতে পারিল না। সেই নিরাভরণা বিধবার বিষাদ-মলিন মুখখানি তাহার মানসনেত্রের সম্মুখে দিন-দিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। সে-মুখখানি আর-একবার দেখিবার জন্য তাহার প্রবল

আগ্রহ হইত, গোপীনাথ কষ্টে তাহা দমন করিয়া থাকিত। শুধু দেখা—দূর হইতে বা নিকট হইতে শুধু একবার দেখিবার আকাঙ্ক্ষা—এ-দেখায় দোষ কি ?

দোষ থাক্ আর নাই থাক্, গোপীনাথ আর আগ্রহ দমন করিতে পারিল না। সে তিনদিনের ছুটি লইয়া শান্তির বাপের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল।

শান্তি যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে এ-দিকে কোথায় যাইতেছে, তখন সে বলিতে পারিল না, শান্তিকে দেখিবার আশাতেই সে দূর কলিকাতা হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। এ-কথা কি শান্তির সম্মুখে বলা যায়, ছি! তাই সে মিথ্যা কথা বলিল---দিদিকে দেখিতে যাইতেছে।

*

* *

কলিকাতায় আসিবার পর এক-সপ্তাহ কাটিয়া গেল। শান্তি প্রত্যহই গোপীনাথকে জিজ্ঞাসা করিত—বেহারী-দার কোন সন্ধান হইল কি না, গোপীনাথ বলিত—এখনো হয়নি, তবে চেষ্টা দেখচি।

শান্তিই গোপীনাথের সংসারে এখন গৃহকর্ত্রী। শান্তি রাঁধিত, গোপীনাথ তাহা অমৃতজ্ঞানে খাইয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে কার্য্যস্থলে যাইত, আবার সন্ধ্যার সময় কর্ম্মক্লান্তদেহে নিজের ক্ষুদ্র ঘরখানিতে উপস্থিত হইবার একটা আগ্রহ লইয়া ফিরিয়া আসিত। গোপীনাথ প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনিত, শান্তি সেসব গুছাইয়া তুলিত এবং

অপ্রয়োজনীয় জিনিস আনার জন্য গোপীনাথকে বকাবকি করিত। সে-তিরস্কারের মধ্যে গোপীনাথ এমন একটা অভূতপূর্ব্ব পুলক, অনাস্বাদিত মাধুর্য্য অনুভব করিত যে, সেজন্য অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনিবার লোভ সে কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিত না। আফিস হইতে ফিরিতে বিলম্ব হইলে শান্তি যখন উদ্বিগ্নভাবে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিত, তখন তাহার বুকে আনন্দের এমনি একটা তুফান উঠিত যে, সে সহসা কোন উত্তর দিতে পারিত না। তারপর খাইতে বসিলে শান্তি যখন 'এটা খাও, ওটা খাও'—বলিয়া অনুরোধ করিত, তখন চোখের জল রোধ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। আহারান্তে সে শয্যায় পড়িয়া স্বর্গরাজ্যের কোন্ এক অজ্ঞাত আনন্দময়-কল্পনায় বিভোর হইয়া যাইত।

ইহার মধ্যে শান্তি যখন—বেহারীর কোন সন্ধান হইয়াছে কি না জানিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিত, তখন কিন্তু গোপীনাথের কল্পনার সূত্রগুলা একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িত, তাহার কল্পিত-স্বর্গরাজ্য সহসা কঠোর মর্ত্ত্যের আকারে পরিণত হইয়া যাইত। এইভাবে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে গোপীনাথ এক-পক্ষকাল অতিবাহিত করিল।

সেদিন কিন্তু শান্তি বড় চাপিয়া ধরিল। গোপীনাথ আফিস হইতে ফিরিতেই সে জিজ্ঞাসা করিল, "বেহারী-দার কোন সন্ধান পেলে ?"

গোপীনাথ আগের মতই সহজভাবে উত্তর দিল—"না।"

শান্তি বলিল, "খোঁজ করেচ ?"

গোপীনাথ একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "হাঁ, না—করেচি, তবে ভালরকম করা হয়নি বটে।"

মুখ ভার করিয়া শান্তি বলিল, "বোধ হয়, এ-জন্মে আর হবেও না।"

···হবে না কেন ?

···কে খোঁজ করবে ?

···কেন, আমি ?

···তুমি পারবে না।

···কে বললে পারব না ?

···আমি বলচি। তুমি কি আমায় এতই খুকী মনে কর গুপী-দা ?

ঈষৎ হাসিয়া গোপীনাথ বলিল, "নিশ্চয়ই না।"

শান্তি রাগিয়া উঠিল, বলিল, "তোমার হাসি রাখো, এখন তাদের খোঁজ করবে কি না বল।"

শান্তির রাগ দেখিয়া গোপীনাথের মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল। সে ঈষৎ ভীতভাবে বলিল, "কেন শান্তি, এখানে কি তোমার কষ্ট হ'চ্চে ?"

শান্তি তেমনি উগ্রভাবে বলিল, "হাঁ, আমি তোমার কাছে সুখে থাকবার জন্যে আসিনি।"

গোপীনাথের মুখের উপর কে-যেন কালি মাড়িয়া দিল। সে তখনও আফিসের জামা খোলে নাই, শুধু জুতাটা খুলিয়াছিল। শান্তির স্পষ্ট জবাব শুনিয়া আস্তে-আস্তে গিয়া আবার জুতা পায়ে দিল।

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্চো ?"

গোপীনাথ বলিল, "বেহারীবাবুর খোঁজে।"

শান্তি বলিল, "এখন থাক্।"

"না"—বলিয়া গোপীনাথ অগ্রসর হইল।

শান্তি বলিল, "একটু জল খেয়ে যাও।"

"ফিরে এসে খাবো"—বলিয়া গোপীনাথ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

শান্তি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রাত্রি প্রায় বারোটার সময় গোপীনাথ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, শান্তি একটি আলো জ্বালিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

গোপীনাথ বলিল, "খোঁজ হয়েচে শান্তি, বেহারীবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েচে।"

শান্তি সে-কথায় কান না-দিয়া তাড়াতাড়ি ভাত বাড়িতে গেল।

সেদিন গোপীনাথের খাওয়া যে ভাল হইল না তাহা শান্তি বুঝিতে পারিল, কিন্তু আগেকার মত অনুরোধ করিতে পারিল না। গোপীনাথও নীরবে আহার শেষ করিয়া বলিল, "কাল দুপুরবেলা বেহারীবাবু চাকর আর গাড়ী পাঠাবে, তুমি যেয়ো। ঘরের চাবিটা—"

চোখটা একবার রগ্‌ড়াইয়া লইয়া গোপীনাথ আবার বলিল, "চাবিটা বাড়ীর কারও কাছে রেখে যেয়ো।"

মুখ নীচু করিয়া পায়ের নখ খুঁটিতে-খুঁটিতে শান্তি মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তুমি রাগ করেচ গুপী-দা ?"

গোপীনাথ বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল, "না শান্তি, তবে তুমি যদি আমার ওপর রাগ ক'রে থাকো, ভুলে যেয়ো। আর—"

···আর কি ?

···আর যদি কখন দরকার পড়ে, তোমার গুপী-দাকে মনে ক'রো। বোন্ যেমন ভাইকে বিশ্বাস করে, মা যেমন ছেলেকে বিশ্বাস করে, তেমনি বিশ্বাস নিয়ে এসো, দেখবে, তোমার গুপী-দা বিশ্বাসঘাতক নয়।

গোপীনাথ উঠিয়া গেল। শান্তির বোধ হইল, গোপীনাথ যেন কাঁদিতেছে -তাহার নিজের চক্ষুও তখন শুষ্ক ছিল না।

পরের দিন সন্ধ্যার সময় গোপীনাথ অলস-মন্থর-পদে আসিয়া বাড়ী ঢুকিতেই যখন বাড়ীওয়ালার স্ত্রী দরজার পাশ হইতে তাহার ঘরের চাবিটা ফেলিয়া দিল, তখন গোপীনাথের ইচ্ছা হইল, সে ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়, ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলে—ওগো, আমার কেউ নেই, সংসারে আমার কেউ নেই।"

বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া গোপীনাথ ঘরের চাবি খুলিল এবং জামা-কাপড় ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। সে-রাত্রে গোপীনাথ আর উঠিল না, কিছুই খাইল না।

*

* *

··সই কোথায় বেহারী-দা ?

···সে দেশে চ'লে গেছে।

···চ'লে গেছে ?

··হাঁ, চ'লে গেছে, একরকম আমাকে ত্যাগ ক'রেই চ'লে গেছে।

শান্তি নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

বেহারী ডাকিল, "শান্তি ?"

···কেন বেহারী-দা ?

···তুমি—তোমার এখানে কোন কষ্ট হবে না।

শান্তি বিস্মিতভাবে বেহারীর মুখের দিকে চাহিল। বেহারী দৃষ্টি নত করিয়া বলিল, "আমি—তোমায় আমি খুব সুখে রাখব শান্তি।"

মৃদু হাসিয়া শান্তি বলিল, "আমার আবার সুখ-দুখ্খু কি বেহারী-দা ?"

...মানুষমাত্রেরই সুখ-দুখ্খু আছে।

...সে তোমাদের মত মানুষের আছে।

...তুমিও মানুষ।

...আমি বিধবা।

...বিধবা হ'লেই জীবনের সব সুখ-সাধ ফুরিয়ে যায় না।

শান্তি সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে বেহারীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি কি বলচ বেহারী-দা ? বিধবার আবার সুখ-সাধ কি ? বিধবার মরণই সব-চেয়ে সুখ।"

...মরণ—সে তো আছেই, কিন্তু যতদিন বাঁচা যায় ততদিন সুখভোগে বঞ্চিত থাকব কেন ?

...জীবন তোমার কাছে অমূল্য হ'তে পারে, আমার কাছে তার এক-কড়াও মূল্য নেই।

বেহারী নীরবে নতমস্তকে বসিয়া রহিল। শান্তি স্থির-গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিল, "বেহারী-দা !"

বেহারী মাথা তুলিয়া চাহিল।

শান্তি বলিল, "আমি অনেক বিশ্বাস নিয়ে তোমার কাছে এসেচি বেহারী-দা !"

বেহারী বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "এসে ভালোই করেচ। এখানে তোমার কোন ভয় নেই।"

সহাস্যে শান্তি বলিল, "ভায়ের কাছে বোনের ভয় কি ? তোমার নতুন বউ কোথায় ?"

···হাসি? সে আমার বাড়ীতেই আছে।

···এটা তবে কার বাড়ি?

···এটা—এটা সারদার পিসীর বাড়ী, আমি ভাড়া নিয়েচি।

···কেন, তোমার বাড়ীতে কি জায়গা নেই?

···জায়গা আছে, কিন্তু সেখানে তোমার অনেক অসুবিধে হ'তে পারে।

·· কোন অসুবিধেই হবে না, আমায় সেইখানেই নিয়ে চল।

বেহারী দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে-হইতে বলিল, "হাসিকে জিজ্ঞাসা ক'রে নিয়ে যাব।"

·· জিজ্ঞাসা? জিজ্ঞাসা কেন?

···সে যদি আপত্তি করে?

শান্তি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি সইয়ের মুখে শুনেচি, সে তেমন নয়। সে নিশ্চয়ই আমায় থাকতে দেবে।"

ঈষৎ হাসিয়া বেহারী বলিল, "বোধ হয় না।"

উৎকণ্ঠার সহিত শান্তি বলিল, "কেন?"

···সে অনেক কথা। তুমি—যাক্, এখানে তোমার কোন ভয় নেই, কোন কষ্ট হবে না।

বেহারী চলিয়া গেল।

শান্তি ভাবিতে লাগিল—আমায় থাকতে দেবে না? কেন? আমি কি? কি করেচি আমি? গাঢ় অন্ধকারমধ্যে তীব্র বিদ্যুদ্বিকাশের মত সহসা এমন একটা কথা শান্তির মনে আসিল যে, শান্তি তাহার তীব্রতা সহ্য করিতে পারিল না, সে কাঁপিতে-কাঁপিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল, তাহার রুদ্ধ-কম্পিতকণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল—ভগবান্!

বেহারীর যেন একটু চৈতন্য হইয়াছিল। এ-চৈতন্যের কারণ—অর্থাভাব। বেহারী দালালি করিয়া এত টাকা সঞ্চয় করিতে পারে নাই যাহাতে বহুদিন বিলাস-স্রোতে ভাসিতে পারে। তাহার সঞ্চিত অর্থ অল্পদিনেই নিঃশেষ হইয়া আসিল। কাজকর্ম্মে মন না-থাকায় নূতন সঞ্চয়ও কিছু হয় নাই, সুতরাং হাত-খালি হইতে বেশী বিলম্ব হইল না এবং হাত-খালির সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধু-বান্ধবদের নিকট ধার আরম্ভ হইল। তার উপর কলিকাতায় বেহারীর বাড়ী-ঘর বা এমন কোন সম্পত্তি ছিল না যাহাতে বেশী টাকা ধার পাওয়া যায়। বন্ধু-বান্ধবেরা পাঁচ-সাতশো টাকা দিয়াই হাত গুটাইল, এদিকে হরিমতীর তাগাদাও ক্রমে কড়া হইতে লাগিল।

নিরুপায় হইয়া বেহারী হাসির গহনায় হাত দিল। হাসি দুই-একখানা বিনা প্রতিবাদে দিল, কিন্তু বাড়াবাড়ি দেখিয়া একদিন প্রতিবাদ করিল। আপনার গহনা বেচিয়া স্বামীর বেশ্যাবাড়ীর খরচ যোগাইতে কোন্ স্ত্রীলোক পারে? রাগিয়া বেহারী হাসিকে কতকগুলা কড়া-কথা শুনাইল। হাসিও সেদিন—যাহা কখনও করে নাই, তাহাই করিল। স্বামীর মুখে-মুখে জবাব করিল। বেহারী নেশার ঝোঁকে রাগে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া হাসিকে প্রহার করিল, রোগজীর্ণা হাসি প্রহৃতা হইয়া শয্যা লইল। নেশার ঘোর কাটিয়া গেলে হাসির অবস্থা দেখিয়া বেহারী শঙ্কিত হইল।

এদিকে দুই-একখানা হাণ্ডনোটের নালিশ রুজু হইল, বেহারী প্রমাদ গণিল। হাসি বিছানায় পড়িয়া সব শুনিল, শুনিয়া গহনার বাক্সের চাবি বেহারীকে ফেলিয়া দিল। স্ত্রীর গহনা বিক্রয় করিয়া বেহারী কথঞ্চিৎ ঋণ-মুক্ত হইল।

অতঃপর বেহারী স্থির করিল, সে আপনার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করিবে, কাজে মন দিয়া চরিত্রের দুর্ব্বলতা সংশোধন করিয়া লইবে।

বেহারী আবার কাজে মন দিল, কিন্তু আগের মত আর হইল না। তবুও যাহা উপার্জ্জন হইতে লাগিল, হিসাব করিয়া চলিলে তাহাতে তাহার সুখে-স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু অভ্যাস সহজে ছাড়া যায় না। যেদিন কিছু বেশী উপার্জ্জন হইত, সেদিন আর সে সঙ্কল্প ঠিক রাখিতে পারিত না, হরিমতীর ঘরে গিয়া পকেট খালি করিয়া টলিতে-টলিতে বাড়ী ফিরিত, হাসি আপনার রোগজীর্ণ দেহ কোনরকমে খাড়া করিয়া স্বামীর পরিচর্য্যা করিত। তাহার সেই ঐকান্তিক সেবা, অসীম স্নেহ, একাগ্র ভালবাসা দেখিয়া বেহারী সময়ে-সময়ে হাসির সম্মুখেই কাঁদিয়া ফেলিত। হাসি নানা কথায় স্বামীকে সান্ত্বনা দিত, কিন্তু তাহাতে বেহারীর মনে অশান্তির জ্বালা আরও বাড়িয়া উঠিত।

বেহারীর মনের যখন এইরকম অবস্থা, তখন একদিন গোপীনাথ আসিয়া তাহাকে শান্তির সংবাদ দিল এবং শান্তি যে এখানে তাহারই আশ্রয়প্রার্থিনী ইহা জানাইল। বেহারী শান্তিকে ছেলেবেলা হইতে জানিত, তবে সম্প্রতি চার-পাঁচ বৎসর দেখে নাই। গোপীনাথের মুখে তাহার দুঃখকাহিনী শুনিয়া বেহারী তাহাকে নিজের কাছে আনিতে স্বীকৃত হইল, কিন্তু গোপীনাথ চলিয়া গেলে সারদাচরণ তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, কেবল ওই-ছোঁড়াটার কথায় বিশ্বাস করিয়া শান্তিকে একেবারে ঘরে স্থান দেওয়া উচিত নয়।

বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় রাখা যাবে?"

সারদা পরামর্শ দিল—তাহার পিসীর ভাড়াটে-বাড়ীটা খালি আছে,

আপাততঃ সেইখানেই রাখা যাক্, তারপর তার চরিত্র যদি সত্যিই নির্দ্দোষ হয়, তখন তাকে ঘরে আনলেই চলবে। নইলে শেষে একটা দুর্নাম রটতে পারে।

বেহারী সারদাচরণের যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাতাতেই স্বীকৃত হইল।

শান্তিকে আনিয়া আলাদা বাড়ীতে তোলা হইল।

আগে যখন বেহারী শান্তিকে দেখিয়াছিল, তখন সে বালিকা। তারপর চার-পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই দীর্ঘকাল পরে তাহাকে দেখিয়া বেহারী স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইল। তাহার সেই পরিস্ফুট যৌবন, অনাঘ্রাত-কুসুমবৎ সৌন্দর্য্য, শত-কষ্টেও বিধবার অপরিম্লান লাবণ্য দেখিয়া বেহারী আত্মহারা হইল, তাহার হৃদয়ে নির্ব্বাপিতপ্রায় কামনার আগুন আবার তীব্রবেগে জ্বলিয়া উঠিল। সারদাচরণ ইহা দেখিল, বুঝিল—বুঝিয়া মনে-মনে হাসিল।

শান্তিকে সুখে রাখিবার জন্য বেহারী প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। একটি দাসী নিযুক্ত করিয়া দিল, অশন-বসনেরও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিল, কিন্তু শান্তি তো এসব চায় না, সে চায় শুধু একটু নির্ভয়-আশ্রয়। তবে সে শীঘ্রই বুঝিতে পারিল যে, সে যাহা চায়, এখানে তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার চিরপরিচিত বেহারী-দাকেও বিশ্বাস করা যায় না। সে যাহাকে স্নিগ্ধ-চন্দনতরুভ্রমে আশ্রয় করিতে আসিয়াছে, সে জ্বালাময় বিষবৃক্ষ মাত্র। হায়রে কুটিল সংসার !

সংসারের কুটিল-আবর্ত্তে পড়িয়া শান্তি শুধু একা ভুল করে নাই, বেহারীও ভুল করিল। শান্তির কথা শুনিয়া, তাহার মনের দৃঢ়তার পরিচয়

পাইয়াও বেহারী আশা ত্যাগ করিল না। সে ভাবিল—আমার অর্থ গিয়াছে, সম্মান গিয়াছে, চরিত্র গিয়াছে, রাণী গিয়াছে, হাসিও যায়-যায়—এক-কথায় সুখ-শান্তি সবই চলিয়া গিয়াছে। এসময়ে যদি শান্তিকে পাই, তাহা হইলে আবার আমি সুখী হইব, শান্তিলাভ করিব। বেহারী বিষের উপর আকণ্ঠ বিষপান করিয়া নীলকণ্ঠ হইবার সঙ্কল্প করিল।

*

* *

…তুমি কি চাও শান্তি ?

…কিছুই না।

…কিছুই না ?

…না—হাঁ, চাই, একটা জিনিস চাই।

…কি চাও বল ? তুমি যা চাও, আমি তাই দেব।

…দিতে পারবে ?

… পারব।

শান্তি ঈষৎ হাসিল। সে-হাসিতে মাধুর্য্য ছিল না—তীব্রতা ছিল। আনন্দ ছিল না—বিষাদের কারুণ্য ছিল। শান্তি বলিল, "আমি চাই, আমার বেহারী-দাকে—ঠিক বেহারী-দার মত দেখতে।"

বেহারী শান্তির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শান্তি বলিল, "বুঝতে পারলে না ?"

বেহারী বলিল, "বুঝেচি, কিন্তু তা' আর হয় না।"

···তবে কি হয় ?

···তুমি আমার হও।

·· আমি তোমারই। তুমি আমার দাদা, আমি তোমার ছোট বোন। আমারও একটা অনুরোধ, তুমি মানুষ হও।

···আমি তোমাকে পেলে মানুষ হব।

···রাণীর মত স্ত্রী পেয়ে মানুষ হ'লে না, হাসিকে পেয়ে মানুষ হ'লে না, একটা বেশ্যাকে নিয়ে অধঃপতনের চরম-সীমা পর্য্যন্ত দেখে মানুষ হ'লে না, শেষে একটা বিধবাকে নিয়ে মানুষ হবে ?

·· আমি তোমাকে নিয়ে এ-দেশ ত্যাগ করব।

···কোথায় যাবে ?

···কাশীতে।

···তোমার সেখানে যাওয়াই উচিত। পার তো সেখানে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের পায়ে ক্ষমা ভিক্ষে ক'রো।

··আমি তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

···আর হাসি, রাণী, এরা কোথায় যাবে ?

···চুলোয়।

···যে নিজের বিয়ে-করা স্ত্রীকে চুলোয় পাঠাতে পারে, সে-যে দু'দিন পরে আমাকে যমালয়ে পাঠাবে না, তার ঠিক কি ?

বেহারী উঠিয়া দাঁড়াইল, সুরাবিজড়িতকণ্ঠে সকাতরে বলিল, "না শান্তি, আমি তোমাকে বুকে ক'রে রাখব। আমি তোমায় বড় ভালবাসি শান্তি—বড় ভালবাসি।"

বেহারী বাহুদ্বয় বিস্তৃত করিয়া শান্তিকে ধরিতে অগ্রসর হইল।

···বেহারী-দা ?

সে কুলিশকঠোর-তীব্রকণ্ঠে বেহারী থমকিয়া দাঁড়াইল।

···আজ কতটা মদ খেয়েচ, বেহারী-দা ?

···মদ ? হাঁ—না, খেয়েচি, বেশী নয়—খেয়েচি।

শান্তি হাসিতে-হাসিতে আসিয়া বেহারীর হাত ধরিল। বেহারী বিস্মিত, স্তম্ভিত, নির্ব্বাক ! শান্তি হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া বিস্ময়বিমূঢ় বেহারীকে বিছানায় শোয়াইয়া দিল, তারপর তার চোখে, মাথায় জলের ছিটা দিয়া পাশে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতে লাগিল। অস্পষ্ট জড়িতকণ্ঠে বেহারী ডাকিল, "শান্তি !"

শান্তি বলিল, "চুপ ক'রে একটু ঘুমোও।"

অল্পক্ষণমধ্যেই বেহারী নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

প্রায় দুই-তিনঘণ্টা পরে ঘুম ভাঙ্গিলে বেহারী উঠিয়া বসিল। শান্তি তখনও পাশে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতেছে।

বেহারী ডাকিল, "শান্তি !"

স্নিগ্ধকণ্ঠে শান্তি উত্তর করিল, "কি বেহারী-দা !"

··· তুমি কে ?

···তোমার ছোট বোন।

···তোমার কি ভয় নেই ?

শান্তি সহাস্যে বলিল, "ভাইকে যদি ভয় করব তো অভয় পাব কোথায় ?"

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বেহারী মাথা টিপিয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় থাকতে চাও ?"

···তোমার কাছে।

···আমার কাছে থাকা হবে না।

···কেন ?

···নিজের ওপর আমার আর বিশ্বাস নেই।

···আমার কিন্তু সে-বিশ্বাস আছে।

···আমি কিন্তু এখানে থাকব না। তোমার আর কোথাও জায়গা আছে ?

একটু ভাবিয়া শান্তি বলিল, "আছে। গুপী-দার কাছে আমায় পাঠিয়ে দাও।"

বেহারী উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "তাই হবে। আর একটা কথা—"

···কি ?

···তোমার বেহারী-দাকে ভুলে যেয়ো। কেবল আজকের ঘটনাটুকু নয়, তোমার স্মৃতি হ'তে বেহারীর নামটা মুছে ফেল।

কোন উত্তরের অপেক্ষা না-করিয়াই বেহারী নীচে নামিয়া গেল। নীচের একটা ছোট-ঘরে সারদা পড়িয়া ঘুমাইতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া দু'জনেই বাড়ীর বাহির হইল।

সারদা জিজ্ঞাসা করিল, "কিরকম বুঝলে ?"

বেহারী সে-কথার কোন উত্তর না-দিয়া বলিল, "গোপীনাথের বাসা জান ?"

···কে, সেই ছোঁড়াটা ?

···হাঁ।

···জানি।

···কাল শান্তিকে সেখানে পৌছে দিয়ো।

বিস্মিতভাবে সারদা বলিল, “ব্যাপার কি ?”

বেহারী বলিল, “কিছুই না। তুমি না-পার, ঠিকানাটা আমায় দাও, আমিই পৌঁছে দিয়ে তারপর যাত্রা করব।”

…আমিই পৌঁছে দিয়ে আসব, কিন্তু তুমি কোথায় যাবে ?

…তার এখন ঠিক নেই। তবে এখানে থাকব না।

কিছুদূর গিয়া উভয়ে ভিন্নপথ ধরিল।

বাড়ীতে পৌঁছিয়া বেহারী ডাকিল, “হাসি ?”

হাসি কাছে আসিল।

বেহারী বলিল, “বাপের বাড়ী যাবে ?”

বিস্মিতা হইয়া হাসি জিজ্ঞসা করিল, “কেন ?”

…দরকার আছে, যাবে কি না বল।

…যাব না।

…কোথায় থাকবে ?

…কেন, এখানে ?

…এখানে কার কাছে থাকবে ?

…তোমার কাছে।

…আমি এখানে থাকব না।

বিস্মিতকণ্ঠে হাসি জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় যাবে ?”

বিরক্তির স্বরে বেহারী বলিল, “চুলোয়।”

হাসি মাথা নাড়িয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, “আমিও যাব।”

তীব্র শ্লেষের স্বরে বেহারী বলিল, “তা তুমি পার, নইলে আর আমার এমন দুর্গতি হবে কেন ?”

হাসি বিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে-ভয়ে বলিল, "কেন, আমি কি করেছি ?"

পত্নীর দিকে ক্রুদ্ধ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বেহারী বলিল, "তুমি যা করেচ তা' অতিবড় শত্রুতেও করে না। তুমি যদি স্ত্রীর মত স্ত্রী হ'তে, তাহ'লে আমার এতটা অধঃতপন হ'তো না। তুমিই আমার দুর্গতির মূল। কুক্ষণে রাণীর ওপর রাগ ক'রে তোমাকে ঘরে এনেছিলাম।"

হাসি কোন উত্তর করিতে পারিল না, সে শুধু ছল-ছল চোখে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে জানিত না, মানুষ আপনার অপরাধের দায়িত্বটা অপরের স্কন্ধে চাপাইতে পারিলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়।

হাসির সেই কাতরদৃষ্টি দেখিয়া বেহারী অনেকটা নরম হইয়া আসিল। সে অপেক্ষাকৃত কোমলস্বরে বলিল, "শোন হাসি, আমার অধঃপতন যতদূর হবার তা' হয়েচে। আজ আমি কি ভয়ানক কাজ করতে গিয়েছিলাম তা' বলবার নয়। তুমি রাণীর সই শান্তিকে জান ? বোধ হয় জান না—থাক্, সে-কথা জেনেও কাজ নেই। আমি সঙ্কল্প করেচি, এ-দেশে থাকব না, থাকলে কিছুতেই আমি নিজেকে শোধরাতে পারব না, কাজেই যত শীগ্গির পারি এ-দেশ ত্যাগ করব।"

হাসি ভয়ে, বিস্ময়ে নির্ব্বাক !

বেহারী বলিল, "রাগ ক'রো না হাসি, আমার মাথার ঠিক নেই। যদি তোমাকে কিছু রূঢ় কথা ব'লে থাকি—"

হাসির চোখ দিয়া টস্-টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া ব্যথিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে ?"

…তার কিছু ঠিক নেই।

…কবে ফিরবে?

…তাও ঠিক নেই। যদি কখন নিজের মনকে বশে আনতে পারি, আবার মানুষ হ'তে পারি তবেই ফিরব, নইলে নয়।

হাসি আর একটু অগ্রসর হইয়া স্বামীর হাতখানা ধরিল, ভীতি-কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "না-গো, তুমি যেয়ো না।"

বেহারী বলিল, "না-গেলে আমি চরিত্র-সংশোধন করতে পারব না।"

বাষ্পসজল-কণ্ঠে হাসি বলিল, "না পার নাই পারবে—তুমি যেয়ো না।"

হাতখানা টানিয়া লইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "সাধে কি বলি, তুমিই আমার অধঃপতনের মূল?"

হাসি সেইখানে বসিয়া পড়িল, স্বামীর পা-দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "তা তুমি বল, আমাকে যা-ইচ্ছে তাই বল, কিন্তু তুমি যেয়ো না।"

রোষে দাঁতে-দাঁত চাপিয়া বেহারী বলিল, "নির্ব্বোধ!" তারপর হাসির বাহুবেষ্টন হইতে পা ছাড়াইয়া লইয়া সশব্দ-পদক্ষেপে বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল। সম্মুখে প্রদীপটা মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। হাসি গালে হাত দিয়া সেই নির্ব্বাপিতপ্রায় দীপশিখার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

পরের দিন সন্ধ্যার সময় বেহারী যখন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল তখন সারদাচরণ আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, "শান্তিকে পাঠিয়ে দিয়েচ?"

সারদা বলিল, "না, পাঠানো হয়নি।"

বিরক্তভাবে বেহারী বলিল, "কেন?"

···পাঠাবার দরকার নেই।

···দরকার নেই ?

ঈষৎ হাসিয়া সারদা বলিল, "হাঁ, আমি বিধবা-বিবাহে রাজি।"

ভ্রূকুটী করিয়া বেহারী বলিল, "তুমি নরকে যেতেও রাজি হ'তে—পার, কিন্তু শান্তি—"

সারদা বলিল, "শান্তি রাজি না হ'লে আমি কি জোর ক'রে তাকে বিয়ে করতে যাচ্চি ?"

বেহারী বলিল, "অসম্ভব।"

সারদা বলিল, "স্ত্রী-চরিত্রে কোনটা সম্ভব, কোনটা অসম্ভব—তা' তোমার-আমার মত লোকের বোধগম্য হওয়াই অসম্ভব বেহারী-দা।"

বেহারী নীরবে কি ভাবিতে লাগিল। সারদাচরণ উৎফুল্লকণ্ঠে বলিল, "এই অসম্ভব কথাটা নিজের কানে শুনলে বিশ্বাস হয়।"

সারদার হাত চাপিয়া ধরিয়া বেহারী বলিল, "হাঁ চল।"

সারদা এক-পা অগ্রসর হইয়া সহাস্যে বলিল, "আমিও এইজন্যেই এসেছিলাম বেহারী। জানি তুমি রাত্রের ট্রেনে চ'লে যাবে, কিন্তু তোমার সামনে সব কথা ঠিক করা দরকার, এর পর আমায় কোন দোষ পেতে না-হয়। শান্তিরও ইচ্ছে—"

তীব্র-দৃষ্টিতে সারদার মুখের দিকে চাহিয়া বেহারী বলিল, "কি ইচ্ছে ?"

সারদা বলিল, "তার ইচ্ছে যে, তার অন্য অভিভাবক এখানে কেউ নেই, তুমিই তাকে শাস্ত্রমতে সম্প্রদান কর।

"জাহান্নমে যাও!"—বলিয়া বেহারী সরোষে সারদার হাতখানা ছুঁড়িয়া দিল।

সারদা বলিল, "যাবে না ?"

"না"– বলিয়া বেহারী একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। সারদা একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "কিন্তু গেলে ভালো হ'তো বেহারী-দা।"

ক্রোধরুদ্ধ-কণ্ঠে বেহারী বলিল, "তুমি দূর হও।"

সারদাচরণ ম্লানমুখে বাহির হইয়া গেল।

বেহারী যদি তাহার অনুসরণ করিত তাহা হইলে দেখিতে পাইত, বাহিরে যাইতেই সারদার মুখে কিরূপ সফলতার হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে বিজয়ীর মত কিরূপ সগর্ব্বপদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে।

কিন্তু বেহারীর তাহা দেখিবার প্রবৃত্তি আদৌ ছিল না। সে গত-রাত্রিতে শান্তিকে দেবীপদে স্থাপন করিয়াছে। তাহাকে কামুকীর আকারে দেখিতে, তাহার নিজের মুখে এই পাশব-বিবাহে সম্মতিজ্ঞাপন করার কথা শুনিতে একটুও আগ্রহ হইল না। বরং সারদাচরণের কথা শুনিয়া সে শান্তির উপর, স্ত্রীজাতির উপর হাড়ে-হাড়ে চটিয়া গেল। তাহার তখন ইচ্ছা হইতেছিল, যদি সে কোন উপায়ে এই জঘন্য জাতিটাকে সংসার হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারে তাহা হইলে জগতের একটা মহান্ মঙ্গল সাধিত হয়।

বেহারীর যদি তখন কিছুমাত্র বিচারশক্তি থাকিত, তাহা হইলে সারদাচরণের এই কপট ঘৃণ্য-উক্তি, শান্তির—সেই কল্যকার মহিমময়ী নারীর চরিত্রে সম্ভব কি-না বুঝিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু নানা-কারণে তাহার সে-শক্তি তখন একটুও ছিল না। সুতরাং সে সারদাচরণের উক্তিকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিল।

বেহারী কিছুক্ষণ দুই-হাতের উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া রহিল,

তারপর উঠিয়া টেবিলের উপর আলোটাকে একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, একখানা চিঠির কাগজ লইয়া পত্র লিখিতে বসিল।

*

* *

সারদাচরণ বলিল, "তুমি বিয়ে কর শান্তি।"

শান্তি বলিল, "আমি বিধবা।"

···বিধবারও বিয়ে হয়।

···হাড়ী-বাগ্দীর ঘরে হয়, বামুন-কায়েতের ঘরে হয় না।

···বামুন-কায়েতের ঘরেও হয়, বিদ্যাসাগরমশাইএর মত আছে।

···সে মত মাথায় থাক্।

···শাস্ত্রেও বিধবার বিবাহের বিধান আছে।

···আমি মুখ্খু মেয়েমানুষ, শাস্ত্রের কি বুঝি?

···তোমাকে বুঝিয়ে দেব।

···আমি বুঝতে চাই না।

···বোঝা উচিত—তোমার এই বয়েস, এত রূপ!

···ম'লে-পর এসব-ই পুড়ে ছাই হবে।

···কিন্তু বেঁচে থেকে এসব ছাই করা উচিত নয়। বিধাতার দান এমন ক'রে হেলায় নষ্ট করা মহাপাপ।

···আর বিধবার বিয়ে করাই বুঝি মহাপুণ্য?

···যাতে দুখ্খু—তাই পাপ, যাতে সুখ—তাই পুণ্য! বিয়ে করলে বিধবা আবার সুখী হ'তে পারে।

···আপনার মতে বিয়েতেই সুখ ?

···নিশ্চয়।

···তাহ'লে আমার সই কেন এত দুঃখী, বলতে পারেন ?

···সে তার কর্ম্মফল।

ঈষৎ হাসিয়া শান্তি বলিল, "আর বিধবাদের বুঝি কর্ম্মফল ভুগতে হয় না ?"

আপনার উত্তরে আপনি পরাজিত হইয়া সারদাচরণ লজ্জা ঢাকিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "এ-সব বড়-বড় দার্শনিক-কথা সহজে বোঝা যায় না। যদি বুঝতে চাও, আর-একদিন বুঝিয়ে দিতে পারি।"

শান্তি বলিল, "তার চেয়ে যদি আমাকে গুপী-দার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন তো আরও ভালো হয়।"

সারদা বলিল, "কে—গোপীনাথ ? সে-ছোঁড়া পালিয়েচে।"

বিস্ময়ের সহিত শান্তি বলিল, "পালিয়েচে ?"

···হাঁ, ওয়ারেণ্টের ভয়ে পালিয়েচে।

···ওয়ারেণ্ট—কিসের ওয়ারেণ্ট ?

···তোমার বাপ তার নামে ওয়ারেণ্ট বের করেচে।

···তার অপরাধ ?

···সে তোমার বাপের দু'তিন-শো টাকার গহনার সঙ্গে তোমাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেচে।

শান্তি রাগিয়া বলিল, "মিথ্যে কথা, আমিই তার সঙ্গে এসেচি।"

ঈষৎ হাসিয়া সারদা বলিল, "কিন্তু লোকে তা' বলে না।"

শান্তি বলিল, "লোকে কি বলে ?"

···বলে, সেই তোমায় কুলত্যাগিনী করেচে।

কুলত্যাগিনী! শান্তির বুকটা কাঁপিয়া উঠিল, সে নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সারদাচরণ মনে-মনে হাসিয়া ভাবিল—ওষুধ ধরেচে।

শান্তি বলিল, "আমাকে বেহারী-দার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন।"

সারদা বলিল, "বেহারী-দা কাল রাত্রের ট্রেনে পশ্চিমে চ'লে গেছে।

···বাড়ীতে তাঁর স্ত্রী আছে।

·· স্ত্রী তার বাপের বাড়ীতে।

শান্তি দেখিল তাহার সকল আশ্রয়ই ভাঙ্গিয়াছে, এখন পথে দাঁড়ানো ছাড়া আর উপায় নাই। হায়, কেন সে গোপীনাথকে অবিশ্বাস করিয়াছিল, কেন তাহার স্নেহভরা-হৃদয়ে উপেক্ষার নিদারুণ আঘাত করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল! সেই নির্দ্দোষ-যুবকের স্নেহের অভিশাপ যে এত শীঘ্র ফলিবে তাহা কে জানিত!

সারদা বলিল, "কি ভাবচ?"

···ভাবচি, আর কোন উপায় আছে কি না?

···বিয়ে-করা ছাড়া তোমার আর কোন উপায়ই নেই।

···একটা উপায় আছে।

সারদা বলিল, "কি?"

শান্তি বলিল, "মরণ।"

চমকিত হইয়া সারদা বলিল, "আত্মহত্যা করবে?"

ঈষৎ হাসিয়া শান্তি বলিল, "অগত্যা তাই করতে হবে। আর আমার যে সে-সাহস আছে, তাও বোধ হয় শুনেচেন।"

একটু ভাবিয়া সারদা বলিল, "সাহস থাকলেও কিন্তু পারবে না।"

…কেন পারব না ?

…এটা তোমাদের নির্জ্জন পল্লীগ্রাম নয়—কলকাতা সহর। এখানে চারিদিকে পাহারা, জলে-স্থলে পাহারা। গঙ্গায় ডুবে মরতে যাও, জল-পুলিশে তোমায় বাধা দেবে।

…জলে-ডোবা ছাড়া কি আর মরবার পথ নেই ?

…পথ অনেক আছে—আফিম খাও, বিষ খাও, কিন্তু বড়-বড় ডাক্তাররা পেটের ভেতর থেকে বিষ টেনে বের করবে, তারপর তোমাকে পুলিশের হাতে দেবে, তখন আত্মহত্যার চেষ্টার অপরাধে তোমাকে জেলে যেতে হবে।

শান্তি মুহূর্ত্তের জন্য শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "আপনি আমায় ছেলে-মানুষের মত বুঝিয়ে দিলেন। যে মরতে চায় তাকে কে কতক্ষণ ধ'রে রাখবে ?"

উত্তেজিত-কণ্ঠে সারদা বলিল, "আমি ধ'রে রাখব।"

উপহাসের হাসি হাসিয়া শান্তি বলিল, "পারবেন ? আমি যদি এই আঁচল গলায় দিয়ে মরি, যদি না-খেয়ে মরি, যদি এই দোতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ি, আপনি ধ'রে রাখতে পারবেন ?"

ভয়ে-ভয়ে সারদা বলিল, "কেন মরবে শান্তি ? মরণটাই কি এত সুন্দর—সুখটা কি কিছুই নয় ?"

…আমার সুখ এ-জন্মের মত ফুরিয়ে গেছে।

…আমি তোমায় সুখী করব।

আপনার মত হাজার লোক চেষ্টা করলেও আমি সুখী হ'তে পারব না। মরণেই আমার সুখ, আমি মরণ চাই।

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সারদা বলিল, "মরবার ইচ্ছে ত্যাগ কর শান্তি। আমি তো জোর ক'রে তোমায় বিয়ে করতে চাই না, যদি তুমি কোনদিন প্রসন্ন হ'য়ে—"

বাধা দিয়া শান্তি বলিল, "কোনদিনই তা' হবে না।"

কম্পিতকণ্ঠে সারদাচরণ বলিল, "নিশ্চয়ই হবে, আমার এ-ভালবাসা কখনই নিষ্ফল হবে না। ভক্তের কাতর প্রার্থনায় পাষাণ-দেবতার প্রাণও একদিন গ'লে যাবে, আমি সেই দিনের—সেই সুদিনের জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকব।"

শান্তি দেখিল, সারদার চোখে জল। ভাবিল—পাষণ্ডেরাও কাঁদে, অন্ততঃ কাঁদবার ভাণ ক'রেও কাঁদে।

*

* *

রাণী বেহারীর একখানা পত্র পাইল। বেহারী লিখিয়াছে—

'রাণি! তুমি রাগ করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া ভালোই করিয়াছ। যদি না-করিতে, তবে আজ বোধ হয় আমাকেই তোমায় ত্যাগ করিতে হইত। সেটা তোমার পক্ষে কষ্টকর হইত না কি?

তুমি রাগ করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়াছ, আমি আজ রাগ করিয়া সংসারটাকে ত্যাগ করিলাম। রাগে কে জিতিল? তবে আমাকে এই জয়ের মূল্য খুব বেশী দিতে হইবে।

তোমাকে দুইটা শুভ সংবাদ দিব। তোমার সই শান্তি আবার বিবাহ

করিতেছে। পাত্র কে জান ?—সারদা। এ-বিবাহের উপযুক্ত পাত্র বটে, তোমার বরণ করিবার নিমন্ত্রণ।

আর-একটা সংবাদ—হাসি মৃত্যু-শয্যায়। এই হতভাগিনীর নাম করিতে রাগও হয়, চোখে জলও আসে। আমার জীবন-নাটকটাকে বিয়োগান্ত করিবার জন্যই সে আসিয়াছিল। তাহার কাজ শেষ হইয়াছে, তুমি পার তো আসিয়া তাহার জীবন-নাট্যের যবনিকাপাত দেখিও।

আমি চলিলাম, কোথায় তা' জানি না। সাক্ষাতের আর সম্ভাবনা নাই। তুমি তোমার অভিমান লইয়া থাক, আমিও আমার সব ফেলিয়া শুধু অভিমানটুকু লইয়া যাত্রা করিলাম। পারি তো কাহারও চরণে সেই শেষ-সম্বলটুকু ঢালিয়া দিয়া যাত্রার শেষ করিব। ইতি—

বেহারী।'

পত্র পড়িয়া রাণী অনেকক্ষণ সংজ্ঞাহীনার মত বসিয়া রহিল। তাহার অভিমানের পরিণামটা যে এমন ভয়াবহ হইবে তাহা সে কল্পনাও করে নাই, কিন্তু আজ সেই কল্পনার অতীত বিষয়টা আসিয়া তাহার হৃদয়ে এমন গুরুতর আঘাত করিল যে, সে-আঘাতে রাণী আপনাকে কিছুতেই ঠিক রাখিতে পারিল না। তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল, ক্রমে সে-জলে চোখ ছাপাইয়া উঠিল, চোখের কোণ বহিয়া, গালের উপর দিয়া ফোঁটার পর ফোঁটা গড়াইয়া বেহারীর কঠোর পত্রখানাকে নরম করিতে লাগিল। রাণী বুঝিতে পারিল, বেহারীর কৃত-পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইয়াছে, এবারে তাহার অভিমানের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

তারপর—হাসি। সে সরলা বালিকা হাসিতে-হাসিতে আসিয়াছিল, কিন্তু এমন কাঁদিয়া গেল কেন ?

শান্তি বিবাহ করিতেছে? অসম্ভব! কিন্তু বেহারী তো তাহাকে মিথ্যা লিখে নাই, তবু বিশ্বাস হয় না কেন? হায়রে অভাগিনী বিধবা!

পরের দিন রাণী দীনুর মাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিল।

কলিকাতায় গিয়া রাণী দেখিল বেহারীর কথা যথার্থ, হাসির জীবন-নাট্যের শেষদৃশ্যের অভিনয় সুরু হইয়াছে, যবনিকা পড়িতে বড় বেশী দেরি নাই। তাহার আটমাসের গর্ভ, তার উপর জ্বর ও কাশি, দেহে কঙ্কালখানি ছাড়া আর কিছুই নাই। হাসিকে দেখিয়া রাণী কাঁদিয়া ফেলিল, কিন্তু দিদিকে পাইয়া হাসির শীর্ণ-অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

এ-হাসি কিন্তু বেশীক্ষণ রহিল না, স্বামীর প্রসঙ্গ উঠিতেই দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া হাসি কাঁদিয়া ফেলিল, রাণীও না-কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না।

কাঁদিতে-কাঁদিতে হাসি বলিল, "কি হবে দিদি?"

রাণী চোখের জল মুছিয়া, সপত্নীকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "ভয় কি হাসি, রাগ ক'রে গেছে, রাগ প'ড়ে গেলেই ফিরে আসবে।"

ভগ্ন-ব্যথিতকণ্ঠে হাসি বলিল, "কার ওপর রাগ দিদি? আমি তো কিছুই বলিনি।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাণী বলিল, "তোর ওপর নয় হাসি, আমার ওপর।"

হাসি কিন্তু বুঝিতে পারিল না, দিদির উপর কিসের জন্য স্বামীর রাগ হইতে পারে।

কলিকাতায় বেহারীর নিজের বাড়ী ছিল না—ভাড়াটে-বাড়ী। সুতরাং

রাণী সেখানে থাকা যুক্তি-সঙ্গত বোধ করিল না। সে হাসিকে তাহার বাপের বাড়ী পাঠাইবার প্রস্তাব করিল, কিন্তু হাসি তাহাতে স্বীকৃত না-হইয়া বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি দিদি, আমাকে তোমার কাছে থাকতে দাও। তোমার কোলে মাথা রেখে মরতে পারলে—"

রাণী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া সরোষে বলিল, "চুপ কর আবাগী, অমন করলে তোকে গলা টিপে মারব।"

হাসি খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঘরের আসবাবপত্র কতক বেচিয়া, কতক বাঁধিয়া লইয়া, ঝি-চাকরের মাহিনা শোধ করিয়া দিয়া রাণী হাসির সঙ্গে দেশে ফিরিল। দেশে আসিবার আগে একবার শান্তির সন্ধান লইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু তাহার কোন উপায় দেখিতে পাইল না।

রাণী দেশে ফিরিয়া হাসির চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিল বটে, কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফল হইল না, হাসির অবস্থা দিন-দিন শোচনীয় হইয়া উঠিল।

চিকিৎসক বলিল, "রোগ—মানসিক। দৈহিক-রোগের ওষুধ দিতে পারি, কিন্তু মানসিক-ব্যাধির ওষুধ পাব কোথায় ?"

রাণীও যে এ-কথা বোঝে নাই তাহা নয়, কিন্তু বুঝিয়াও সে হাল ছাড়িয়া দিতে পারিল না, আশায় বুক বাঁধিয়া চিকিৎসা চালাইতে লাগিল। হাসি কিন্তু আর ঔষধ খাইতে চাহিত না। রাণী তাহাকে কখন ধমক দিয়া, কখন আদর করিয়া অনেক কষ্টে ঔষধ খাওয়াইত।

হাসি কেবল মাঝে-মাঝে জিজ্ঞাসা করিত—সত্যিই কি ফিরে আসবে না দিদি ?

রাণী তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিত—আসবে বই কি। লক্ষ্মী বোনটি আমার, তুই ভাবিসনি, নিশ্চয় ফিরে আসবে।

হাসি বলিত—কিন্তু দিদি, এবার ফিরে এলে তুমি যেন আর রাগ ক'রে থেক না। আমি তার মনের মত কিছুই করতে পারিনি সেই অভিমানেই সে চ'লে গেছে। এবারে দিদি, তুমি তাকে সুখী কর।

রাণী কষ্টে চোখের জল রোধ করিয়া বলিত—আর তুই?

শীর্ণ-অধরে ম্লান-হাসির রেখা ফুটাইয়া হাসি বলিত—আমি? আমার যে ডাক পড়েচে দিদি! আমি থাকলে সে তো সুখী হবে না. আমি শুধু তোমার সুখের পথে কাঁটা নই, তার সুখের পথেও যে কাঁটা!

রাণী ভ্রূকুটী করিয়া ধরা-গলায় বলিত—দেখ, হাসি, অমন করিস তো আমার যেদিকে দু'চোখ যায়, চ'লে যাব।

হাসি তার শীর্ণ বাহুলতা দ্বারা সপত্নীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিত—ভেবো না দিদি, তোমায় ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না।

রাণী তখন তাহাকে নিজের বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিত।

নয়মাসে হাসি এক পুত্রসন্তান প্রসব করিল। রাণী সানন্দে ক্ষুদ্র শিশুটিকে বুকে তুলিয়া লইয়া একটা অভূতপূর্ব্ব সুখের আস্বাদ পাইল, কিন্তু তাহার এ-সুখ সম্পূর্ণ হইল না। প্রসবের পরই হাসি সেই যে শয্যা লইল, আর উঠিল না, ছেলেকেও একবার কোলে লইল না। রাণী তাহার কোলে ছেলে দিতে গেলে সে বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিত—আর কেন আমাকে জড়াও দিদি? তোমার ছেলে তুমি নাও, আর পার তো—

শীর্ণ-হাতখানি তুলিয়া কোটরগত চক্ষুর জল মুছিয়া বলিত—আর পার তো, তাঁর কোলে দিয়ো।

রাণী মুখে তাহাকে ধমক দিত, কিন্তু অন্তর তাহার কাঁদিয়া উঠিত।

হায়রে নিষ্ঠুর! এই ফুল্লকুসুমটিকে পদদলিত করিবার জন্যই কি একদিন ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলে? এই ক্ষুদ্র বালিকাকে হত্যা করিয়া তোমার লাভ কি? নররক্তলোলুপ হিংস্রজন্তুরাই তো অকারণে হত্যা করে—অবস্থাবিশেষে তাহারা ও মানুষ কি একশ্রেণীর জীব?

*

* *

সারদাচরণ বিধবা-শান্তির পাণিগ্রহণ করিবে এ-কথাটা যে কেমন করিয়া গ্রামে রাষ্ট্র হইল তাহা কেহই বলিতে পারে না, অথচ ইহা লইয়া গ্রামের ভিতর একটা তুমুল আন্দোলন চলিল। অনেকে রামসদয়কে এবং তাঁহার পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস করিতে লাগিল।

দামিনী স্বামীকে ধরিয়া বসিল, বলিল, "যদি এর বিহিত না কর, তবে আমি গলায় দড়ী দেব।"

রামসদয় বলিলেন, "আমি এখন আর কি বিহিত করব? তুমি যদি তখন ঝগড়া-ঝাঁটি না-ক'রে—"

দামিনী রাগিয়া বলিল, "আমি ঝগড়া করেচি, তাতে কি হয়েচে? ঘর করতে গেলে অমন তো হ'য়েই থাকে। তাই ব'লে আমি তো আর তাকে দূর ক'রে দিতে বলিনি?"

এ-কথাটাকে রামসদয় অস্বীকার করিতে পারিলেন না, তিনি আপনাকেই সম্পূর্ণ দোষী ভাবিলেন, বলিলেন, "তোমাদের ঝগড়ার জ্বালাতেই আমি দূর ক'রে দিতে চেয়েছিলাম।"

মুখ ঘুরাইয়া দামিনী বলিল, "খুব বাহাদুরীই করেছিলে। আমার না-হয় সতীন-ঝি, আমি ঝগড়া করেছি, কিন্তু তুমি তো তার বাপ?"

কথাটা রামসদয়ের মর্ম্মে গিয়া আঘাত করিল। সত্যই তো, সে তাহার বাপ, জন্মদাতা। সে স্নেহ, মমতা সব ভুলিয়া কেমন করিয়া মেয়ের প্রতি এমন দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিল? রামসদয় নিরুত্তরে নতবদনে বসিয়া রহিলেন।

দামিনী বলিল, "এখন যা' হয় একটা উপায় কর, নয় তো আমি দিব্যি ক'রে বলচি, আমার যেদিকে দু'চোখ যায় চ'লে যাব। লোকের গঞ্জনা আর সহ্য হয় না—আমি ভৈরবীতে গিয়ে ঝাঁপ দেব।"

রামসদয়েরও নদীতে ঝাঁপ দিবার ইচ্ছা হইতেছিল না, এমন নয়। একদিন তিনি এই পল্লী-সমাজের পাঁচজনের মধ্যে একজন ছিলেন, একদিন তাঁর কথায় কত লোক সমাজচ্যুত হইয়াছে, কত সমাজ-পতিত পাপী আবার সমাজে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু আজ তাঁহার এ-কি দুর্গতি! আজ আর তাঁহার সমাজে মুখ দেখাইবার উপায় নাই। বাড়ীর বাহির হইলে ছেলেরা তাঁহাকে দেখিয়া হাততালি দিতে যায়, যুবকেরা মুখ ফিরাইয়া হাসে, বৃদ্ধেরা সহানুভূতির ছলে শ্লেষের বাণ বিদ্ধ করে। শান্তির গৃহত্যাগ অবধি যজমানেরা বেশ প্রসন্ন ছিল না, এখন তাহারা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এবার মানমর্য্যাদার সঙ্গে অন্নবস্ত্রের সংস্থানটুকুও বুঝি লোপ পায়।

অনেক ভাবিয়া রামসদয় শেষে সারদার পিতা অনন্তরাম ভট্টাচার্য্যের

নিকট গিয়া পড়িলেন, সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন, "আমাকে রক্ষা করুন, আমার কুল-মান সব যায়।"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় বলিলেন, "আপনি যখন মেয়েকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তখন আর আপনার কুল-মানের অত ভয় কেন?"

রামসদয় বলিলেন, "আমি তাড়াইনি, সে নিজে গিয়েছে।"

ক্রুদ্ধস্বরে ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আমি আপনার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, আমার কাছে মিথ্যে বলবেন না।"

রামসদয় মাথা চুল্‌কাইতে-চুল্‌কাইতে বলিলেন, "আমি তাড়াবার কথা বলেছিলাম বটে।"

...বেশ, আপনি তাকে তাড়াতে প্রস্তুত হয়েছিলেন ব'লেই সে চ'লে গেছে। এখন তো তার একটা আশ্রয় চাই? বিবাহ করলে সে একটা আশ্রয় পেতে পারে।

বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রামসদয় বলিলেন, "বলেন কি? তাই ব'লে বিধবা আবার বিবাহ করবে?"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় সহাস্যে বলিলেন, "ক্ষতি কি? মনে করুন, সে বিবাহ না-ক'রে যদি একজনের রক্ষিতারূপে থাকে, তাতে কি তার এবং আপনার গৌরব বাড়বে?"

...সেটাও নিতান্ত অসঙ্গত।

...বেশ, সেটাও যদি অসঙ্গত হয়, তবে সে যায় কোথায়? মানুষমাত্রেরই জীবনধারণের জন্যে একটা অবলম্বন দরকার। বিধবার— বিশেষতঃ বালবিধবার অবলম্বন স্বামিগৃহ, তদভাবে পিতৃগৃহ। এই উভয় স্থান হ'তে বিতাড়িতা হ'লে সে কোথায় দাঁড়াবে?

…শাস্ত্রে আছে, বিধবা ব্রহ্মচর্য্য করবে।

…আপনারা শাস্ত্রের দোহাই না-দিয়ে নিশ্বাসটি পর্য্যন্ত ফেলেন না, অথচ শাস্ত্রের আদেশ একটিও পালন করেন না তা' জানি। ভালো, বলুন দেখি, ব্রহ্মচর্য্যটা কি এমনি ছেলেখেলার জিনিস যে, একটা বারো বছরের মেয়ে সেটা হাত বাড়িয়ে ধ'রে নেবে ?

…না, তাকে ক্রমে-ক্রমে শিখতে হবে।

…কিন্তু শেখাবে কে ? আপনাদের মত প্রবৃত্তির দাস, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, বিলাস-ব্যসনে নিমজ্জিত আত্মীয়েরা তো ? আপনারা ইন্দ্রিয়ের দাসানুদাস হ'য়ে বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্য করতে আদেশ দেন, আপনারা আসক্তির অবতার হ'য়ে একটা বালিকাকে ত্যাগের মহামন্ত্র দেখাতে চান, তাদের সম্মুখে লালসাতৃপ্তির বিকট আদর্শ স্থাপন ক'রে তাদের ইন্দ্রিয়জয় করতে বলেন, কিন্তু আপনারা শেখান কি ? সংসারে বিধবার দাসী-বৃত্তিই ব্রহ্মচর্য্য, আপনাদের কঠোর তাড়না অম্লানবদনে সহ্য করাই ইন্দ্রিয়জয়। এ-শিক্ষার—এ-ব্যবস্থার পরিণাম এইরকমই হওয়া সম্ভব নয় কি ?

রাগে ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল।

রামসদয় ভীতভাবে বলিলেন, "আপনি রাগ করবেন না, আমরা—আমরা কি জানি ?"

…কিছুই জানেন না সে-কথা সত্য, কিন্তু পদে-পদে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করতেও ছাড়েন না। যাক্, এখন আপনার বক্তব্য কি, বলুন।

…বক্তব্য যা, তা' বলেছি। যাতে এ-বিবাহটা না-হয়—

…আমি চেষ্টা করব যাতে এ-বিবাহ না-হয়। কিন্তু একটা কথা, যদি বিবাহ না-হয়, আপনি আপনার মেয়েকে জায়গা দেবেন ?

রামসদয় ইতস্তত করিয়া বলিলেন, "তা' সেটা কি জানেন, লোকে—পাঁচজনে তাহ'লে কি বলবে ? বুঝেচেন তো ?"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বুঝেচি। তবে আমারও এই কথা, যদি আপনার মেয়ের এ-বিবাহে সম্মতি থাকে, তাহ'লে জানবেন, আমি এতে কোন বাধাই দিতে পারব না। আর যদি সে অসম্মত হয়, তবে এ-বিবাহ কিছুতেই হবে না।"

অগত্যা রামসদয় ইহাতেই সম্মত হইয়া মুখে ভট্টাচার্য্যমহাশয়কে সাধুবাদ এবং অন্তরে অভিসম্পাত দিতে-দিতে প্রস্থান করিলেন।

রামসদয় চলিয়া গেলে ভট্টাচার্য্যমহাশয় বসিয়া-বসিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন, তারপর কনিষ্ঠ-পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "শিবচরণ, আমার কলকাতাযাত্রার আয়োজন কর।"

শিবচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কবে যাবেন ?"

…আজই।

শিবচরণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া ভট্টাচার্য্যমহাশয় বলিলেন, "তোমার কি কিছু বক্তব্য আছে ?"

শিবচরণ বলিল, "আজ্ঞে, আছে।"

…কি, বল ?

…শুনেচি, দাদা বিধবা-বিবাহ করবেন।

…আমিও তাই শুনেচি।

…সেইজন্যেই বোধ হয়—

…হাঁ, সেইজন্যেই আমার কলকাতাযাত্রা।

…আপনি বোধ হয় এ-বিবাহে বাধা দেবেন ?

…বাধা দেব কি সম্মতি দেব, তা' এখন ঠিক বলতে পারি না। পাত্র-পাত্রীর মনোভাব না-বুঝলে সে-কথা বলা যায় না।

শিবচরণ কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বিধবা-বিবাহ কি সাস্ত্রসম্মত ?"

ঈষৎ হাসিয়া ভট্টাচার্য্যমহাশয় বলিলেন, "এ-সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক-বড়-বড় পণ্ডিত যথেষ্ট বাদানুবাদ ক'রে গেছেন, সেসব কি তুমি দেখনি ?"

…দেখেছি, তবে এ-সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় কি, জানতে চাই।

…বেশ, কি জানতে চাও, বল ?

…বিধবা-বিবাহ যথার্থ শাস্ত্রসম্মত কি না।

·· বেশ, আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। শাস্ত্র কাকে বল ?

…বেদ, পুরাণ, সংহিতা—এইসব শাস্ত্র।

…হাঁ, এইসবই শাস্ত্র-নামে প্রচলিত আর তোমরা এইসব শাস্ত্রাদেশ পালন করে থাক।

…"হাঁ।"

…উত্তম, বেদে যেসব অনুষ্ঠানের বিধি আছে, সে-সব অনুষ্ঠান কর কি ?

…না।

…পুরাণের—সংহিতার ?

…পুরাণের কতক করা হয়, কতক হয় না। সংহিতারও সব বিধান এখন প্রচলিত নাই।

…কেন এখন বেদাদির সকল আদেশ পালন করা হয় না ?

…সে-সকল আদেশ বর্ত্তমানকালোচিত নয়।

…যা' শাস্ত্রের আদেশ, তা' নিত্য-পালনীয়, তার আবার কালাকালের বিচার কি ?

…আপনার এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অক্ষম।

ঈষৎ হাসিয়া ভট্টাচার্য্যমহাশয় বলিলেন, "কেবল তুমি কেন, যাঁরা কথায়-কথায় শাস্ত্রের দোহাই দেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকে অক্ষম। এখন শাস্ত্র কাকে বলে, তাই বোঝ। প্রাচীন ঋষিপ্রোক্ত অনুস্বার-বিসর্গযুক্ত সংস্কৃত বাক্যমাত্রই যে শাস্ত্র, তা' নয়। সমাজতত্ত্বজ্ঞ মনীষিগণ সমাজের হিতাহিত বিবেচনা ক'রে যেসব নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন, সেইসবই শাস্ত্র। শাস্ত্র-শব্দের অর্থ যে শাসনবাক্য, ইহা ধাত্বর্থ দ্বারাও বোঝা যায়।"

…আজ্ঞে।

…তবেই দেখ, সমাজতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ সমাজের অনুকূল ব্যবস্থার নামই শাস্ত্র। আর এই শাস্ত্র কখন চিরদিন একভাবে থাকতে পারে না। কারণ, মানুষের সামাজিক-অবস্থা নিত্যপরিবর্ত্তনশীল— কখন উন্নত, কখন অবনত হ'চ্চে। সেই অতি প্রাচীন বৈদিকযুগে মনুষ্যসমাজের অবস্থা যেরকম ছিল, পৌরাণিক-যুগে সেরকম ছিল না, আবার পৌরাণিক-যুগে যে অবস্থা ছিল, এখন তা' নেই; কাজেই সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে শাস্ত্রেরও পরিবর্ত্তন করা হয়েচে, এবং সেইরকম করাই উচিত। এখন বুঝেচ যে, শাস্ত্র-শব্দের অর্থ বেদ, স্মৃতি বা পুরাণ নয়, যা' সমাজের অনুকূল ব্যবস্থা, তাই শাস্ত্র ?

…আজ্ঞে হাঁ।

···তোমার প্রশ্ন—বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কি না। প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে আগে দেখতে হবে, বিধবা-বিবাহ আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার অনুকূল কি না। এ-সম্বন্ধে দু'টো মত আছে—কেউ বলেন অনুকূল, কেউ-বা বলেন প্রতিকূল। বিদ্যাসাগরমশাই কিন্তু বিধবা-বিহাহকে সমাজের অনুকুল মনে ক'রেই বিধবা-বিবাহপ্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন। অনেকে বলেন, তিনি কেবল বিধবাদের প্রতি করুণার বশবর্ত্তী হ'য়েই এ-কাজ ক'রেছিলেন। আমি কিন্তু ঠিক তা' বলি না। বিধবাদের দুঃখ দেখেও তাঁর হৃদয় যেমন বিগলিত হয়েছিল, তেমনি সনাজের দুর্দ্দশা দেখেও তাঁর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন, বালবৈধব্যের ফলে আমাদের সমাজে কত অত্যাচার, ব্যভিচার প্রবেশ করেচে, সমাজের বুকের উপর নিত্য কত পৈশাচিক-পাপের অনুষ্ঠান চলচে, কত ভ্রূণহত্যা, শিশুহত্যা নারীহত্যা অনুষ্ঠিত হ'চ্চে আর এই-সব পাপের ফলে সমাজ দিন-দিন কতটা অবনতির পথে অগ্রসর হচ্চে। তাই তিনি সমাজের মঙ্গলাভিপ্রায়েই প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ক'রে বিধবা-বিবাহপ্রচলনের চেষ্টা ক'রেছিলেন।

শিবচরণ সবিস্ময়ে পিতার তেজোদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভট্টাচার্য্যমহাশয় বলিতে লাগিলেন, "অপরের কথা যাক্, এখন যেজন্যে বর্ত্তমান আন্দোলন, সেই কথাটাই ধর। রামসদয়ের মেয়ে শান্তি বাল-বিধবা, স্বামীর ঘরে তার স্থান নেই, বাপের বাড়ী হ'তেও সে বিতাড়িতা। এ-অবস্থায় তার বিবাহ—সমাজের অনুকূল না প্রতিকূল? যদি সে আবার বিবাহিতা হয়, স্বামীপুত্র নিয়ে সৎপথে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারে। অন্যথায় জীবনধারণের জন্যে বা প্রলোভনের বশে অথবা দুষ্ট লোকের নিগ্রহে ব্যভিচারিণী হ'য়ে সমাজের কণ্টকস্বরূপ হবে না কি?

শিবচরণ বলিল, "তাহ'লে আপনি এ-বিবাহে নিশ্চয় সম্মতি দেবেন ?"

...যদি দেখি, বিবাহে শান্তির সম্মতি আছে, তাহ'লে নিশ্চয় আমি সম্মতি দেব, নতুবা নয়।

ভট্টাচার্য্যমহাশয় যথাসময়ে কলিকাতা যাত্রা করিলেন, কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া সারদাচরণকে পাইলেন না, শুনিলেন, সে পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছে। তিনি ভগ্নীকে সারদার বিধবা-বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগ্নী সে-কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং কথাটা যে সম্পূর্ণ অমূলক—জনরব মাত্র, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের সন্দেহ সম্পূর্ণ দূরীভূত হইল না, সারদার পশ্চিমযাত্রার সহিত জনরবের যে কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে তাহা বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

*

* *

শান্তি চলিয়া গেলে প্রথমটা গোপীনাথের খুব কষ্ট হইল, তারপর কষ্টটা ক্রমে ক্রোধে পরিণত হইল। দ্বিতীয় দিনে সে ভাবিল—দূর হোক শান্তি। সে আমার কে ? কেউ না। সে-তো ডুবিয়াই মরিতেছিল, আমি আশ্রয় দিলাম, নানাভাবে সুখে রাখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে এমনি অকৃতজ্ঞ যে, সে-কথাগুলা একবারও ভাবিল না, শেষে আমাকেই অবিশ্বাস করিয়া চলিয়া গেল। আর আমি—আমি তাহাকেই ভাবিয়া অস্থির হইয়াছি, সংসার শূন্য দেখিয়াছি। শান্তি কি ?

কিছুই না, একটা তুচ্ছ নারী মাত্র। তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধই নাই—না, তার কথা আর কিছুতেই ভাবিব না।

গোপীনাথের ইচ্ছা হইল, সে শান্তির স্মৃতিটাকে বুকের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলে। শান্তি চলিয়া যাওয়ায় তাহার যে একটুও কষ্ট হয় নাই, ইহাই আপনার মনের নিকট প্রতিপন্ন করিবার জন্য সেদিন সে বাজার হইতে ভালো-ভালো মাছ তরকারি কিনিয়া আনিল এবং দারুণ উৎসাহের সহিত রান্না চাপাইয়া দিল। তাহার মনে হইতেছিল—যেন শান্তি তাহার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আর সে তাহাকে আপনার এই গভীর উপেক্ষা দেখাইয়া বলিতেছে—এই দেখ শান্তি, তোমার জন্য আমার একটুও কষ্ট নাই, তুমি চলিয়া গেলেও আমি কেমন আমোদ-প্রমোদ করিতেছি।

কিন্তু রান্না শেষ করিয়া খাইতে বসিয়াই তাহার সকল উৎসাহ যেন কোথায় চলিয়া গেল। শান্তির রান্নার মধুর আস্বাদ মনে পড়িল, খাওয়াইবার জন্য তাহার আদর, আগ্রহ, অনুরোধ সব মনে পড়িতে লাগিল। গোপীনাথের আর খাওয়া হইল না, সে দুই-ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া সদ্য-প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জন সব রাস্তায় ঢালিয়া দিয়া আসিল।

চতুর্থদিনে ভাবিল—শান্তির দোষ কি? আমি কে যে, সে আমার নিকট থাকিবে? আমি তাহার একটু উপকার করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি তো সেটা সাধিয়াই করিয়াছি, সে-তো আমার কাছে কোন উপকার চায় নাই? আর আমি এমনই বা কি উপকার করিয়াছি? শান্তি কেন, অন্য যে-কেহ হইলেও তো এই উপকারটুকু করা যাইত। ছি-ছি, এই উপকারটুকু করিয়া আমি শান্তির নিকট তাহার

প্রতিদানের আশা করিতেছি, তাহার উপর রাগ করিতেছি—আমি কি নির্ব্বোধ !

আর দুই-তিনদিন পরে ভাবিল—শান্তি কেমন আছে একবার দেখিয়া আসি। কিন্তু কি বলিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইব ? যে আমাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আমাকে এতটুকু বিশ্বাস করিতে পারে নাই, তাহারই সম্মুখে গিয়া বলিতে হইবে—মুখে না-বলিলেও ইহাই বুঝাইবে, 'শান্তি, তুমি আমাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছ, কিন্তু আমি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি, না-দেখিয়া থাকিতে পারিলাম না।' ছি-ছি, কি লজ্জা, কি অপমান ! সে-যদি জিজ্ঞাসা করে—কেন আসিয়াছি ? যদি দেখা করিতে না-চায় ? না, সে-অপমান—সে-উপেক্ষা মাথা পাতিয়া লইতে পারিব না।

গোপীনাথ কিন্তু এ-সঙ্কল্পও স্থির রাখিতে পারিল না। দুইদিন পরেই আবার ভাবিল—তাহাকে এরকম করিয়া পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। তাহার কি হইল, সে সুখে আছে কি কষ্ট পাইতেছে একবার জানিয়া আসা উচিত। তাহার সহিত দেখা করিব না, বাহির হইতে শুধু তাহার সংবাদ জানিয়া আসিব। আমি যে তাহার সংবাদ লইতে গিয়াছিলাম, এ-টুকুও তাহাকে জানিতে দিব না।

সেদিন আফিস হইতে সকাল-সকাল ছুটি লইয়া গোপীনাথ বেহারীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল, কিন্তু সেখানে গিয়া যাহা দেখিল তাহাতে সে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। দেখিল, বেহারীর বাড়ীর দরজা তালাবন্ধ, দরজার গায়ে কাগজে লেখা আছে, 'ভাড়া দেওয়া যাইবে।' গোপীনাথ কিছুক্ষণ বাড়ীর আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইল, পাশের বাড়ীর লোকদের

জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কোন সংবাদই পাইল না। অগত্যা সে ক্ষুন্ন-মনে ফিরিয়া আসিস।

কিছুদূর আসিতে সহসা সে সারদাচরণকে দেখিতে পাইল। সে পূর্ব্বে সারদাকে বেহারীর নিকট দেখিয়াছিল এবং তাহার নামও জানিয়াছিল। সুতরাং তাহাকে দেখিয়া গোপীনাথ থমকিয়া দাঁড়াইল। সারদাও তাহাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তখন গোপীনাথ তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মশাই, বেহারীবাবু কোথায় গেছেন, বলতে পারেন?"

সারদা বলিল, "পারি, তিনি পশ্চিমে গেছেন।"

…সপরিবারে?

…না, একা।

…তাঁর পরিবার সব কোথায়?

…পরিবারের মধ্যে তার স্ত্রী, সে তার দেশে চ'লে গেছে।

গোপীনাথ রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "শান্তি?"

সারদা বলিল, "শান্তি আমার বাড়ীতে আছে।"

…আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

…তুমি কে?

…আমি গোপীনাথ।

…তা জানি, কিন্তু শান্তির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?

গোপীনাথ একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "সম্পর্ক? এমন বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই।"

সারদাচরণ গম্ভীরস্বরে বলিল, "নিঃসম্পর্কীয়ের সঙ্গে কখন ভদ্র-ঘরের বউ দেখা করতে পারে না।"

গোপীনাথ বিস্মিত-দৃষ্টিতে সারদাচরণের মুখের দিকে চাহিল।

সারদা বলিল, "তুমি শোনোনি ?"

…না—কি ?

…শান্তি—না থাক্।

গোপীনাথ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া উগ্রস্বরে বলিল, "বলুন, শান্তির কি হয়েচে ?"

সারদা বলিল, "হয়নি কিছু, তবে শান্তির সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েচে।"

গোপীনাথ তাহার হাতটা ছাড়িয়া দিয়া ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "মিথ্যে-কথা।"

সারদা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কোন্‌টা মিথ্যে ?"

…বিবাহটা।

…যদি সত্যি হয় ?

…তাহ'লে আপনি জোর ক'রে এ কাজ করেছেন।

…আর শান্তি যদি স্বেচ্ছায় ক'রে থাকে ?

উত্তেজিত-কণ্ঠে গোপীনাথ বলিল, "অসম্ভব।"

সারদাচরণ তাহার হাত ধরিল, মৃদু হাসিয়া বলিল, "তুমি শান্তির সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলে, চল, দেখা করবে। দেখা ক'রে তার নিজের মুখেই সত্যি-মিথ্যে সব শুনতে পাবে আর দেখবে, বিবাহ ক'রে সে এখন কেমন সুখে আছে।"

"চুলোয় যাক্ তার সুখ"—বলিয়া গোপীনাথ সজোরে আপনার হাত ছিনাইয়া লইল।

সারদা হাসিতে-হাসিতে বলিল, "দেখচি, তুমি তাকে ভালবাস।"

উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া গোপীনাথ বলিল, "একটুও না।"

গোপীনাথ ছুটিয়া চলিয়া গেল। সারদা আপন মনে হাসিয়া বলিল—যাক্, এ-ছোঁড়ার হাত হ'তে বাঁচা গেল, কিন্তু ভালবাসার রাগকে বিশ্বাস নেই। একটা নতুন পথ দেখতে হবে।

সারদা ধীরে-ধীরে তাহার পিসীমার বাড়িতে উপস্থিত হইয়া ডাকিল, "পিসীমা ?"

পিসীমা বলিলেন, "কেন রে সারু ?"

...তাহ'লে তোমাদের এখন বেড়াতে যাওয়া হবে না ?

...কি ক'রে আর হবে, উনি যে ছুটি পাবেন না।

...বেশ, তাহ'লে আমিই দিন-কতক ঘুরে আসি।

...তুই একা যাবি ?

...ক্ষতি কি—আমি তো আর কচি-খোকাটি নই ?

পিসীমা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "না, তুই একেবারে মস্ত জোয়ান হ'য়ে পড়েছিস।"

সারদাও হাসিতে-হাসিতে বলিল, "তা' পিসীমা, তোমার কাছে কচি-খোকাটি হ'লেও বাইরে আমি সত্যিই একটা জোয়ান পুরুষ হ'য়ে পড়েচি।"

পিসীমা হাসিয়া বলিলেন, "ছেলের কথা শোন। হাঁ রে সারু, আর-সকলের বেলা তো তুই খুব বড় হ'য়ে পড়িস, কিন্তু বিয়ের কথা বললেই খোকাটির মত কথা কোস্ কেন বল দেখি ?"

সারদা মুখ নামাইয়া একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিল, "কি জান পিসীমা, ও-একটা ঝঞ্ঝাট। তা' আমি দিনকতক ঘুরে আসি, এসে তোমার কথার একটা উত্তর দেওয়া যাবে।"

উৎসাহিত হইয়া পিসীমা বলিলেন, "উত্তর-টুত্তর বুঝি না, ফিরে এসে বিয়ে করতেই হবে। আমি মেয়ে ঠিক ক'রে রাখব।"

সহাস্যে সারদা বলিল, "আগে ফিরে আসতেই দাও।"

…তা' নয় তো কি আমি বলচি, আজই তোকে বিয়ে করতে হবে? তাহ'লে কবে যাবি?

…কাল সন্ধ্যের গাড়ীতে।

…যাই হোক খুব সাবধানে যাস, বিদেশ-বিভুঁই, একলাটি—

…ভয় নেই পিসীমা, আমার আরও দু'তিনজন বন্ধু যাবে।

…বেশ, বেশ—তাহ'লে কত টাকা চাই?

…শ-দুয়েক হ'লেই হবে, আর কাপড়-চোপড় কিনতে গোটা-পঞ্চাশ টাকা চাই।

…তাহ'লে কাল সকালেই কাপড়-চোপড় যা' দরকার কিনে ফেলিস—ভালো কথা, দাদা আসবেন লিখেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবিনি?

…আজ-কালের মধ্যে এসে পড়েন তো দেখা হবে, সঙ্গীদের ছেড়ে একা তো যেতে পারব না?

"তা' বটে"—বলিয়া পিসীমা, বামুন-ঠাকরুণকে সারদার খাবার আনিতে বলিলেন, সারদা খাইতে বসিলে তাহার কাছে বসিয়া পথে-ঘাটে সাবধানে চলিবার জন্য বার-বার উপদেশ দিতে লাগিলেন।

আসল কথা, সারদা শান্তিকে বশে আনিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চায়। কিন্তু শান্তি তো সোজা-মেয়ে নয়? তবে এ-কথাও ঠিক যে, স্ত্রীলোক যতই শক্তিশালিনী হোক না-কেন, পুরুষের কাছে সে কতক্ষণ নিজেকে ঠিক রাখিতে পারে? তার উপর সে বালবিধবা, আজীবন

স্নেহের কাঙ্গাল, একটু আদর, এতটুকু ভালবাসা—না, শান্তিকে হাত-ছাড়া করা হইবে না, একদিন সে তাহার ভালবাসার কাছে ধরা দিবেই, একদিন তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া নিশ্চয়ই বলিবে—ওগো, আমি তোমারই।

মনের ভিতর কল্পনার মনোহর ছবি আঁকিয়া সারদা ঠিক করিল—যেমন করিয়াই হোক, ভালবাসার ফাঁদ পাতিয়া শান্তিকে বশ করিতে হইবে। ভালবাসায় বনের বাঘ বশীভূত হয়, স্ত্রীলোক কোন্ ছার!

বন্দিনী-শান্তিকে মুক্তির পথে ছাড়িয়া দিলে—তাহাকে সঙ্গে লইয়া কিছুদিন ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসিতে পারিলে অনেক ফল ফলিবে, সর্ব্বদা একত্রবাসের ফলে নিশ্চয়ই তাহার মনের পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

কল্পনার আত্মজয় সাব্যস্ত করিয়া লইয়া সারদা স্থির করিল, পিসীমাকে তীর্থদর্শনে লইয়া যাইতে পারিলে এক-ঢিলে দুই পাখী মারা যায়! পিসীমার টাকা আর তাহার কৌশল—এবার শান্তি? আর তুমি যাইবে কোথায়?

ফলে কিন্তু বিপরীত ঘটিল। পিসীমার কাছে প্রস্তাব করিতে তিনি রাজি হইলেন বটে, কিন্তু পিসেমহাশয়ের পুলিশের চাকরি, তিনি ছুটি পাইলেন না, সুতরাং পিসীমারও যাওয়া হইল না। শুধু সারদা কৌশলে আপনার অভিষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইল।

সারদাচরণ শান্তিকে বুঝাইয়া দিল যে, রামসদয়—গোপীনাথ ও শান্তি দু'জনের নামেই নালিশ করিয়াছেন, পুলিশ ওয়ারেণ্ট লইয়া গলিতে-গলিতে তাহাদের খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। একবার সন্ধান পাইলেই তৎক্ষণাৎ টানিয়া লইয়া গিয়া হাজতে পুরিবে, তারপর আদালতের মাঝখানে দাঁড়-করাইয়া

এমন সব অশ্লীল-প্রশ্ন করিবে যাহা শুনিলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়।

সারদার কথায় শান্তি সত্যসত্যই ভয় পাইল। সে মরিতে পারে, কিন্তু আদালতের মাঝখানে দাঁড়াইতে পারে না। সুযোগ বুঝিয়া সারদা এবার পশ্চিম-যাত্রার প্রস্তাব করিল—এই সময় পশ্চিমে গেলে ওয়ারেণ্টের ভয় তো থাকিবেই না, বরং তীর্থদর্শনের পূণ্যলাভ অবশ্যম্ভাবী।

বিনা প্রতিবাদে একটি-একটি করিয়া সব কথাই শান্তি শুনিল, কিন্তু সারদার সঙ্গে যাইতে হইবে বলিয়া প্রথমে এ-প্রস্তাবে রাজি হইল না। শেষে ভাবিয়া দেখিল, চরিত্রহীন সারদাচরণের সঙ্গ ত্যাগ করিবার ইহাই উপযুক্ত অবসর। এখান হইতে বাহির হইতে পারিলে প্রথমেই তাহার বন্দিত্ব শিথিল হইয়া পড়িবে, তারপর হয় তো কোন সুযোগে ভগবান্ তাহার উদ্ধারের উপায় করিয়া দিবেন। সেই ভালো। এখানেও সহায় ভগবান্, সেখানেও তিনি। এইসব ভাবিয়া অতঃপর শান্তি সারদাচরণের প্রস্তাবে সম্মতি দিল।

সারদাচরণ খুশী হইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

* *
*

হাবড়া-ষ্টেশনে পশ্চিমের গাড়ী ছাড়ে-ছাড়ে হইয়াছে, এমন সময় এক যুবক ছুটিয়া আসিয়া মধ্যম-শ্রেণীর একটি কামরায় উঠিতে গেল। কামরায় দুইটি আরোহী ছিল, তাহাদের একজন পুরুষ, অপরটি স্ত্রীলোক। যুবককে

গাড়ীর দরজা খুলিতে দেখিয়া ভিতর হইতে পুরুষ-আরোহী বলিয়া উঠিল, "এ-গাড়ী নয়, এ-গাড়ী নয়।"

যুবক সে-কথায় কর্ণপাত না-করিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিল। আরোহী রুক্ষস্বরে বলিল, "তুমি কিরকম লোক হে? দেখচ না, এটা মেয়ে-গাড়ী?"

যুবক গাড়ীর ভিতর উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বলিল, "মশাই বোধ হয় স্ত্রীলোক নন্—এ কি, সারদাবাবু যে?"

ভদ্রলোক তখন যুবকের এই ধৃষ্টতার প্রতিফল দিবার জন্য আসন হইতে উঠিয়া জামার আস্তিন গুটাইতেছিল, সহসা আগন্তুকের মুখে নিজের নাম শুনিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, তারপর আবার নিজের জায়গায় বসিয়া পড়িল। যুবকও গাড়ীর অপরপার্শ্বে উপবিষ্টা অবগুণ্ঠনবতী নারীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল।

হঠাৎ স্ত্রীলোকটি ঘোমটা খুলিয়া মৃদু-কোমলস্বরে ডাকিল, "গুপী-দা?"

গোপীনাথ তাহার দিকে একবার রোষকষায়িত-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল। গাড়ী তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। গোপীনাথ জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিতে লাগিল। সারদাচরণ পকেট হইতে একটা চুরুট বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল।

গাড়ী শ্রীরামপুর-ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে দুই-তিনজন লোক গাড়ীতে উঠিতে গেল। গোপীনাথ উঠিয়া সবলে দরজা চাপিয়া রহিল, কাহাকেও উঠিতে দিল না। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে আবার আসিয়া স্বস্থানে বসিল।

স্ত্রীলোকটি আবার একবার ডাকিল, "গুপী-দা!"

গোপীনাথ কোন উত্তর দিল না, ফিরিয়াও চাহিল না। সে দাঁতে-দাঁত

চাপিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। গাড়ী ভীমদর্পে বিকট গর্জ্জনে গন্তব্যপথে ছুটিয়া চলিল।

বর্দ্ধমান ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিলে গোপীনাথ নামিয়া পড়িল এবং পাশের একটা কামরায় উঠিল! সারদাচরণ একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বেঞ্চির উপর শুইয়া পড়িল। শান্তি সংজ্ঞাহীনার মত নীরবে বসিয়া রহিল।

পাশের গাড়ীতে গিয়া গোপীনাথ স্থির থাকিতে পারিল না। প্রত্যেক ষ্টেশনে গাড়ী থামিলেই সে নামিয়া পড়িতেছিল এবং ঘুরিতে-ঘুরিতে এক-একবার তীব্রদৃষ্টিতে শান্তির কামরার দিকে চাহিতেছিল। একবার দেখিল, সারদাচরণ বেঞ্চির উপর শুইয়া গুন্‌গুন্‌ স্বরে একটা গান ধরিয়াছে আর শান্তি জানালায় মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। গোপীনাথ দ্রুতপদে গিয়া আপনার কামরায় উঠিল।

আবার একবার দেখিল, সারদাচরণ ঘুমাইতেছে, শান্তি বসিয়া-বসিয়া ঢুলিতেছে। তাহার সর্ব্বশরীর শ্বেতবাসে আচ্ছাদিত, কেবল মুখের কিয়দংশ বাহির হইয়া আছে, গাড়ীর আলোর উজ্জ্বল রশ্মি-রেখা আসিয়া সেই মুখের উপর পড়িয়াছে। গোপীনাথ স্থির নির্নিমেষনেত্রে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ইচ্ছা হইল, একবার আদর করিয়া ডাকে—শান্তি! পরক্ষণেই সারদাচরণের নাসিকাগর্জ্জনের শব্দ তাহার কানে গেল। সে ত্রস্তে মুখ ফিরাইয়া লইয়া পাশের গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল।

আর-একটা ছোট-ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে গোপীনাথ আপনার কামরার ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, যে-গাড়ীতে শান্তি আছে, দুই-তিনজন লোক সেই গাড়ীতে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে। গোপীনাথ তাড়াতাড়ি

নামিয়া আসিয়া গাড়ীর দরজা চাপিয়া ধরিল। লোকগুলাও সহজে ছাড়িল না, তাহারা দরজা খুলিবার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে লাগিল, গোপীনাথকে দুই-একটা গুঁতাও দিল, কিন্তু গোপীনাথ অটল পর্ব্বতের মত দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তিনজন জোয়ান দরজার হাতল হইতে তাহার বজ্রমুষ্টি নড়াইতে পারিল না। এদিকে গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল, লোকগুলা অগত্যা অন্য গাড়ীর সন্ধানে ছুটিল।

এই গোলযোগে শান্তির তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সে বিস্ময়পূর্ণদৃষ্টিতে গোপীনাথের বীরত্ব দেখিতে লাগিল। তারপর লোকগুলা যখন পরাভূত হইয়া চলিয়া গেল, তখন সে প্রশান্তস্বরে একবার ডাকিল, "গুপী-দা?"

তখন গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে। গোপীনাথ চকিতদৃষ্টিতে একবার শান্তির দিকে চাহিয়াই দরজা ছাড়িয়া আপনার কামরায় উঠিতে গেল, একজন রেল-কর্ম্মচারী আসিয়া তাহার হাত ধরিল। গোপীনাথ তাহাকে ধাক্কা দিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল।

কাশীতে নামিয়া শান্তি চঞ্চলদৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু গোপীনাথকে দেখিতে পাইল না।

*

* *

হঠাৎ যখন মনে বৈরাগ্য আসে, তখন ভবিষ্যতের চিন্তাটা মনের মধ্যে আসিতেই পারে না, তখন কোনরূপে বর্ত্তমানের হাত ছাড়াইয়া পালাইতে পারিলেই যেন জীবনের পথটা নিষ্কণ্টক হয়। কিন্তু শেষে যখন এই

ভবিষ্যৎটা বর্ত্তমানের আকার ধারণ করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন তাহার বিষয় না-ভাবিলে আর চলিবার উপায় থাকে না। বরং তখন এই চিন্তাটাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া—অতীতটাকে ফিরাইয়া পাইবার জন্য একটা প্রবল আগ্রহ জন্মাইয়া দেয়।

বেহারীচরণেরও এখন এই অবস্থা। সে হঠাৎ বৈরাগ্যের বশে যখন গৃহত্যাগ করিয়াছিল, তখন ভাবে নাই ভবিষ্যতে কি হইবে। জীবনটাই যাহার উদ্দেশ্যবিহীন, তাহার আবার ভবিষ্যতের চিন্তা কি? জীবনে যখন সুখদুঃখের পার্থক্য নাই, তখন ভিক্ষা করিলেও দিন চলিয়া যাইবে, না-খাইলেও দিন আট্‌কাইবে না।

ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে এইরূপ উদাসীন হইয়া বেহারী নানাস্থানে ঘুরিয়া শেষে যখন একপ্রকার রিক্তহস্তে কাশীতে উপস্থিত হইল, তখন সে বেশ বুঝিতে পারিল, না-খাইলে একটা দিনও চলে না এবং ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা তাহার সংস্থান সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্কর। পথে বাহির হইয়া সে যখন দেখিল—ভিখারীর দল একটা পাই-পয়সার জন্য কত কাতরতা ও মিনতির সহিত তাহার পিছনে-পিছনে ছুটিয়া আসিতেছে, তখন ভিক্ষা-দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের কল্পনা করিতেও সে শিহরিয়া উঠিল।

সংসারের উপর রাগটা তখনও যায় নাই, সুতরাং বেহারীর দেশে ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না। এইখানেই কোনরকমে জীবিকার উপায় করিয়া লওয়া যাইবে স্থির করিয়া প্রথমে সে চাকরির চেষ্টা করিল, কিন্তু অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোককে কে চাকরি দিবে? ব্যবসা—তাহাতেও মূলধনের দরকার। একজন পাণ্ডা তাহাকে যাত্রী ধরিবার কাজে নিযুক্ত করিল, কিন্তু একদিন গিয়াই বেহারী সে-কাজে ইস্তফা

দিল। শেষে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে ডাক্তারী-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল।

পূর্ব্বে সে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য দুই-একখানা হোমিওপ্যাথী-পুস্তক পড়িয়াছিল। এখন আরও দুই-একখানা বই কিনিল এবং পাঁচ টাকা দিয়া কলিকাতা হইতে একটা ঔষধের বাক্স আনাইয়া লইল। তারপর দুই টাকার একখানি ঘর ভাড়া লইয়া চিকিৎসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

প্রথমে দুই-চারজন দরিদ্র-রোগী দেখিয়া বেহারী আপনার পসার করিয়া লইল। তখনও কাশীতে এত অধিকসংখ্যক ডাক্তারের আবিভাব হয় নাই, সুতরাং বেহারীর পসার জমিতে বেশী বিলম্ব হইল না। অল্প-দিনের মধ্যেই তাহার ক্ষুদ্র ডাক্তারখানাটি আল্‌মারি ও টেবিল-চেয়ারে পূর্ণ হইল এবং বেহারী সাত টাকায় সমগ্র বাড়ীখানি ভাড়া লইল।

ব্যবসা চলিল, অর্থাগমও হইতে লাগিল, কিন্তু মনের দ্বন্দ্ব ঘুচিল না। কাজের শেষে যখন সে বিশ্রাম লইতে চাহিত, তখন অতীতের একটা চিন্তা প্রকাণ্ডকায় দৈত্যের মত আসিয়া তাহার বুকে চাপিয়া বসিত—বেহারী শত চেষ্টাতেও তাহাকে বুক হইতে সরাইতে পারিত না। আজ কোথায় তাহার সেই সুখের সংসার—উৎসাহময় আশাপূর্ণ নিষ্পাপ জীবন? কোন্ অপরাধে, কাহার ভুলে সে আজ এই সংসার হইতে নির্ব্বাসিত? কোন্ দেবতার অভিশাপে তাহার পবিত্র জীবন মসীমলিন হইয়া আজ দূরে—সংসারের এক নিভৃত-প্রান্তে নিঃসঙ্গভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, কোন পাপে সে আজ সুখের উচ্চতম কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে!

বেহারী ভাবিত—দূর হোক মান-অভিমান, দূর হোক গর্ব্ব-অহঙ্কার, ফিরিয়া যাই। কিন্তু কোথায় ফিরিবে? কাহার কাছে যাইবে? ভাবিতে-ভাবিতে বেহারীর হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসিত, সংসারের সুখ-শান্তি সবই তাহার নিকট উপহাস বলিয়া বোধ হইত।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বেহারী রোগী দেখিয়া মাত্র ডাক্তারখানার দরজায় পা দিয়াছে, এমন সময় একজন আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ডাক্তার?"

একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বেহারী উত্তর করিল—"হাঁ।"

লোকটি বলিল, "আসুন, একটি স্ত্রীলোক মরে।"

বেহারী বলিল, "কোথায় যেতে হবে?"

আগন্তুক আপনার বাঁ-হাতটি বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "বেশী দূর নয়, ঐ আগেকার গলিতে।"

বেহারী লোকটির সঙ্গে চলিল।

সরু-গলির ভিতর একখানি ছোট দোতলা-বাড়ী, তাহারই নীচের তলায় একখানি ঘর। ঘরটি যেমন ছোট, তেমনি অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময়। ঘরে আলো-বাতাস আসিবার জন্য একদিকে একটি ছোট জানালা ছিল, কিন্তু তাহার গায়ে আর-একখানি বাড়ী উঠিয়া জানালার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। সেই ছোট অন্ধকার ঘরের মেঝেয় একখানি মাদুরের উপর একটি স্ত্রীলোকের অচেতনপ্রায় দেহ, তার একপাশে একটি মাটীর প্রদীপ মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। স্তিমিতপ্রায় সেই আলোর ক্ষীণ রশ্মি-রেখা রোগিণীর রোগ-পাণ্ডুর মুখের উপর পড়িয়া ঘর-খানাকে ভয়ের উপর ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে।

বেহারী রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। লোকটি প্রদীপটা কাছে সরাইয়া আনিল। সেই আলোতে রোগিণীর মুখের দিকে চাহিয়াই বেহারী দুই-পা পিছনে সরিয়া দাঁড়াইল, তাহার বিস্ময়াপ্লুত কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল—"একি, শান্তি!"

লোকটি তীক্ষ্নদৃষ্টিতে বেহারীর মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে বলিল, "হাঁ, শান্তি, সেই অভাগিনীই বটে। কিন্তু আপনি কি বেহারীবাবু?"

বেহারী বলিল, "হাঁ, আমি বেহারী-ডাক্তার। তুমি কে?"

লোকটি প্রদীপটাকে একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া বলিল, "আমি গোপীনাথ।"

তারপর একটু থামিয়া গোপীনাথ উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "দেখুন, বাঁচবে তো?"

বেহারী রোগিণীর পাশে বসিয়া তাহার নাড়ী টিপিল, জ্বরের উত্তাপ দেখিল, তারপর গোপীনাথের দিকে ফিরিয়া বলিল, "জ্বরটা বড় বেশী হয়েচে, নাড়ীও দুর্ব্বল। কতদিন জ্বর হয়েচে?"

গোপীনাথ বলিল, "তা' জানি না, তবে কাল এমনি সময় পাশের বাড়ীর রোয়াকে এই অবস্থায় প'ড়ে থাকতে দেখেচি।"

···কতদিন এখানে এসেচে—কার সঙ্গে এসেচে?

গোপীনাথ তীব্রস্বরে বলিল, "তা' কি আপনি জানেন না বেহারীবাবু?"

···জানলে তোমায় জিজ্ঞাসা করতাম না।

···ওর স্বামীই সঙ্গে এনেছিল।

···স্বামী! স্বামী কে?

কঠোর বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া গোপীনাথ বলিল, "আপনার বন্ধু—সারদাবাবু।"

বেহারী নীরবে শান্তির মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। গোপীনাথ বলিল, "হতভাগিনী দুর্ব্বুদ্ধির উপযুক্ত ফল পেয়েছে। এখন যাতে বাঁচে তাই করুন।"

বেহারী বলিল, "চেষ্টার ত্রুটী হবে না।"

গোপীনাথ উৎকণ্ঠিতভাবে বলিল, "তবে কি বাঁচবে না?"

...বাঁচতে পারে, তবে এ-ঘরে থাকলে না-বাঁচাই সম্ভব।

...তবে কি হবে?

...একখানা পাল্‌কি ডাক।

...পাল্‌কি কেন?

আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব।

গোপীনাথ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবচ?"

গোপীনাথ বলিল, "আপনার ঘরে?"

বেহারী বলিল, "হাঁ, যদি বাঁচাতে চাও, দেরি ক'রো না।"

গোপীনাথ দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেল।

রোগিণী একবার পাশ ফিরিবার চেষ্টা করিল।

বেহারী একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "শান্তি?"

শান্তি চক্ষু মেলিয়া চাহিল, ক্ষীণ অস্পষ্টকণ্ঠে বলিল, "জল!"

একপাশে মাটীর কলসীতে জল ছিল। বেহারী একটা পিতলের গ্লাসে জল লইয়া শান্তির মুখে ধরিল। জল খাইয়া তৃপ্তির একটা নিশ্বাস

ফেলিয়া শান্তি আবার চক্ষু মুদিল। বেহারী নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—সত্যই কি শান্তি বিবাহ করিয়াছে? কিন্তু বিবাহের চিহ্ন—সিঁথায় সিঁদুর কই? হাতে লোহা বা চূড়ি কিছুই নাই, পরণে থান-কাপড়—না-না, সারদা মিথ্যাবাদী, কিন্তু গোপীনাথ? বেহারী আর ভাবিতে পারিল না।

গোপীনাথ পাল্‌কি লইয়া আসিল। বেহারী গোপীনাথের সাহায্যে অতি সন্তর্পণে শান্তিকে পাল্‌কিতে তুলিয়া আপনার বাসায় গেল এবং একজন ভালো ডাক্তার আনিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিল।

*

* *

সারদাচরণ শান্তিকে লইয়া কাশীতে নামিয়াছিল। দিনকয়েক কাশীতে থাকিয়া তারপর এলাহাবাদে গেল, তারপর দিল্লী, আগ্রা ঘুরিয়া আবার কাশীতে আসিল। সে ভাবিয়াছিল—এইরকম একসঙ্গে থাকিতে-থাকিতে, ভালবাসা এবং আদর-যত্ন ভোগ করিতে-করিতে শান্তির মন নিশ্চয়ই ফিরিয়া যাইবে। মেয়েমানুষের মন—পুরুষের ভালবাসার বিরুদ্ধে কতক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারে? আগুনের উত্তাপের কাছে ঘৃতকুম্ভ কতক্ষণ আপনার অন্তঃকাঠিন্যরক্ষায় সমর্থ হয়?

কিন্তু কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সারদাচরণ দেখিল, তাহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। কোন্ এক অলৌকিক দৃঢ়তার বলে এই সহায়হীনা বিধবার ক্ষুদ্র মনটি নীতিশাস্ত্রের "ঘৃতকুম্ভসমা নারী"—ইত্যাদি মহাজন-

বাক্যগুলিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে। আশ্চর্য্য যে, এই শিক্ষাসংস্পর্শশূন্যা শাস্ত্রানভিজ্ঞা নারী এত সংযম পাইল কোথায়! সারদা-চরণ জানিত না—এটা হিন্দুনারীর মজ্জাগত সংস্কার, এ-সংস্কার শিক্ষালভ্য নয়।

সারদা ভাবিল—এখন সে শান্তিকে লইয়া কি করিবে? ইহার উপেক্ষা ও অনাদরকে তুচ্ছ করিয়া চিরদিন ইহার পিছনে-পিছনে ভিখারীর মত ছুটিয়া বেড়াইবে, অথবা ইহার সংস্রব ত্যাগ করিয়া ইহাকে নিজের শক্তি-সামর্থ্যের প্রমাণ দেখাইয়া দিবে—কিন্তু সে-শক্তিই বা কোথায়? সে-যে অনেকদিন আগে ইহার অলৌলিক সৌন্দর্য্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এখন কর্ত্তব্য কি?

সারদা দেখিল, এখন জোর করিয়া বিবাহ-করা ছাড়া আর উপায় নাই। যেখানে সহজে অধিকার পাইল না, সেখানে সে জোর করিয়া আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবে। তারপর ভাবিল—কিন্তু এরকম বিবাহে কি ভালবাসা পাওয়া যাইবে? যদি ভালবাসা না-পাইলাম, তবে সে-বিবাহে ফল কি? সে ব্যর্থ-অধিকারেই বা কি সুখ!

তারপর সে শান্তিকে অনেক লোভ দেখাইল, ভয়-দেখাইল, কিন্তু শান্তি অচল—অটল। তার সেই একই উত্তর—আমি বিধবা। অবশেষে সারদা তাহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, "আমায় রক্ষে কর শান্তি, আমার প্রাণ যায়।"

···আমি অনাথা বিধবা, আমি কি করতে পারি!

···আমাকে একটু ভালবাসতে পার।

···পুরুষমানুষ অনেককে ভালবাসতে পারে, কিন্তু মেয়েমানুষ একজনকে ছাড়া ভালবাসতে পারে না।"

···তোমার ভালবাসার পাত্র কে ?

··আমার স্বামী।

···সে তো নেই ?

···এখানে নেই, স্বর্গে আছেন।

···স্বর্গ-নরক শুধু কল্পনা।

···তোমার মত লোক তাই মনে করে বটে, নইলে যে অসুবিধে হবে।

সারদা বলিল, "ভালো, স্বীকার করি স্বর্গ-নরক আছে, কিন্তু তাতে তোমার ক্ষতি কি ? তোমার স্বামী স্বর্গে আর তুমি মর্ত্তে।"

শান্তি বলিল, "মরবার পর তাঁর সঙ্গে আমার মিলন হবে।"

সারদা বলিল, "অসম্ভব।"

দৃঢ়স্বরে শান্তি বলিল, "এইটেই সম্ভব—এ-কি এক-জন্মের সম্বন্ধ ? এ-যে জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন।"

···তার কর্ম্মফলে সে স্বর্গে গেছে, কিন্তু তোমার কর্ম্মফলে তুমি হয় তো নরকেও যেতে পার ?

···তা' হয় না। দু'জনের কর্ম্মফল কখন কি আলাদা হয় ? তিনি যদি কর্ম্মফলে স্বর্গে যান, আমিও স্বর্গে যাব—নরকে যান, সেখানে গিয়েই তাঁর সঙ্গে মিলন হবে।

বিশ্বাসের আলোয় শান্তির মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সারদা সবিস্ময়ে বলিল, "নরকে যাবে ?"

শান্তি সহাস্যে বলিল, "নিশ্চয় যাব। সীতা রাজভোগ ছেড়ে রামের সঙ্গে বনে গিয়েছিল, দময়ন্তী রাজ্যসুখ ছেড়ে স্বামীর সঙ্গিনী হয়েছিল জান

না কি? আমাদের দেশের মেয়েরা আগে স্বামীর সঙ্গে এক-চিতায় পুড়ে মরত—শুনেচ তো?"

সারদাচরণ বিস্ময়স্তিমিতনেত্রে শান্তির গর্ব্ব ও আনন্দ-উদ্ভাসিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিবার পর সারদা কাতরকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু আমার কি হবে শান্তি? আমি যে তোমায় ভালবাসি।"

শান্তি বলিল, "বিধবাকে ভালবাসা পাপ, আর তাকে সে-কথা শোনানো—মহাপাপ।"

...আমি পাপ-পুণ্য মানি না, তোমাকেই চাই।

...চাইলেই সংসারে সব জিনিস পাওয়া যায় না।

...আমি কিন্তু তোমায় না-পেয়ে ছাড়ব না। আমার বুক জ্বলে যাচ্চে শান্তি, আমায় রক্ষে কর, এত নিষ্ঠুর হ'য়ো না।

সারদা হাত বাড়াইয়া শান্তির পা জড়াইয়া ধরিতে গেল, শান্তি পিছনে সরিয়া গিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "আমাকে এইরকম ক'রে অপমান করবার জন্যেই এখানে এনেচ বুঝি?"

সারদা বলিল, "অপমান নয়, আদর ক'রে বুকে রাখব বলেই এনেচি।"

শান্তি ঘৃণার সহিত উত্তর করিল, "আমি তোমার অমন আদরের মাথায় ঝাঁটা মারি।"

সারদা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "অনেক রকম লোক দেখেচি, কিন্তু তোমার মত এমন একগুঁয়ে মেয়েমানুষ কখন দেখিনি।"

শান্তি বলিল, "আমিও তোমার মত পাপিষ্ঠ এই প্রথম দেখলাম।"

সারদা এবার রাগিয়া উঠিল, বলিল, "তুমিই কেবল পুণ্যবতী! মনে

করেছিলাম, বিয়ে ক'রে তোমায় সুখী করব, কিন্তু দেখচি, সেটা আমার ভুল, তুমি আমার স্ত্রী হবার উপযুক্ত নও।"

শান্তি বলিল, "একশো-বার নয়। যখন বুঝেচ, তখন আমাকে বিদেয় দাও।"

সারদা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে?"

শান্তি বলিল, "সে-ভাবনায় তোমায় দরকার নেই।"

শ্লেষের হাসি হাসিয়া সারদা বলিল, "বুঝেচি। সেই ছোঁড়াটার সঙ্গে বুঝি দেখা হয়েচে? কিন্তু তা' হবে না শান্তি, আমি তোমায় সহজে ছাড়ব না। আমি সারদাচরণ, যা' ধরি, তা' ছাড়ি না। আমি তোমার সতীনাম ঘুচিয়ে বাজারের বেশ্যা ক'রে রাস্তায় ছেড়ে দেব—তখন তোমার যেখানে ইচ্ছে যেয়ো।"

সারদা দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। শান্তি মনে-মনে ডাকিল—বিশ্বনাথ! রক্ষে কর।

তারপর সে আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। পাশেই রাস্তা—সদর রাস্তা নয়, গলির রাস্তা। রাস্তা দিয়া দুই-একজন লোক যাতায়াত করিতেছিল, শান্তির মনে হইল, উহাদের ডাকিয়া উদ্ধার প্রার্থনা করে। কিন্তু কে উহারা, আর তাহার কথাই-বা শুনিবে কেন? সহসা শান্তি দেখিল, দূরে কে-একজন এই বাড়ীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গুপী-দা—না? হাঁ, সেই তো! কিন্তু ওর চেহারা এত শীর্ণ, এত রুক্ষ কেন?

সহসা শান্তির দৃষ্টির সঙ্গে গোপীনাথের দৃষ্টি মিলিত হইতেই গোপীনাথ মুখ ফিরাইল। তাহার মুখ যেন ঘৃণায় বিরক্তিতে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

তবুও শান্তির ইচ্ছা হইল, একবার চীৎকার করিয়া ডাকে—গুপী-দা ? কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার সেই রেল-গাড়ীতে ডাকার কথা মনে পড়িল, তাহার উপেক্ষা ও বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি মনে পড়িল। শান্তি দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল। ততক্ষণে গোপীনাথ দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছে।

*

* *

পরের দিন সারদাচরণ শান্তিকে শুনাইয়া পাচককে আদেশ করিল, "এখানে হবিষ্যি, ব্রহ্মচর্য্য, ও-সব চলবে না, সকলকেই একরকম খেতে হবে।"

এই নিষ্ঠুর আদেশ শুনিয়া শান্তির একটুও দুঃখ হইল না, শুধু মনে-মনে হাসিল। সেদিন সে গঙ্গাজল-ছাড়া আর কিছু খাইল না।

তারপরের দিনও এইভাবে কাটিল। সেদিন দুপুরবেলা সারদাচরণ পাচককে শান্তির ঘরে ভাত রাখিয়া আসিতে আদেশ করিল। পাচক মনিবের হুকুম পালন করিল বটে, কিন্তু শান্তি তাহা স্পর্শ করিল না, তেমনি সজ্জিতভাবেই ঘরের মেঝেয় পড়িয়া রহিল। শান্তি অভুক্ত অবস্থায় বিছানায় পড়িয়া—মানুষ কয়দিন না খাইলে মরে তাহারই আলোচনা করিতে লাগিল।

সারদাচরণ ভাবিয়াছিল, পেটের জ্বালায় শান্তিকে নিশ্চয়ই হবিষ্যান্নের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইবে। এ-জ্বালা কি কম? শান্তি তো শান্তি,

অতবড় বিশ্বামিত্রের মত ঋষিও অভূক্ত-থাকার কষ্ট সহ্য না-করিতে পারিয়া চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তারপর সারদা সন্ধ্যার সময় আসিয়া যখন দেখিল, অন্ন-ব্যঞ্জন অস্পৃষ্ট অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তখন সে ভাবিল—ক্ষুধার বিষম তাড়না উপেক্ষা করিতে পারে, এমন মানুষও আছে। সে শান্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাত খাওনি ?"

শান্তি বিছানায় শুইয়াই উত্তর করিল—"না।"

···কেন ?

· ও-ভাত বিধবাকে খেতে নেই।

···ভাতে আবার বিধবা-সধবার ভেদ আছে না কি ? দেখ শান্তি, ও-সব ভণ্ডামি ছাড়। ধর্ম্ম মনের জিনিস, খাওয়ার সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই নেই।

শান্তি কোন উত্তর দিল না, শুধু ঈষৎ হাসিল।

সারদা জিজ্ঞাসা করিল, "না-খেয়ে কতদিন থাকবে ?"

···যতদিন পারা যায়।

···তারপর ?

···তারপর যা-হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

একটু ভাবিয়া সারদাচরণ বলিল, "ও-সব দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়। তোমরা যে জিনিসটাকে ধর্ম্ম-ধর্ম্ম বল, আসলে ও-জিনিসটা কিছুই নয়। আমি অনেক পড়েছি, অনেক শুনেছি, অনেক বড়-বড় পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করেছি। তাতে কি বুঝেছি জান ? যাতে সুখ—তাই ধর্ম্ম আর যাতে দুঃখ—তাই অধর্ম্ম।"

শান্তি বলিল, "তোমার বুদ্ধি নিয়ে তুমি থাক, আমার বুদ্ধি নিয়ে আমাকে থাকতে দাও।"

সারদা বলিল, "আমি তোমায় ভালো-কথাই বলচি।"

ঈষৎ রুষ্টস্বরে শান্তি বলিল, "তোমার মত লোকে ভালো-কথা জানেই না।"

সারদা অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "ভালো যখন জানিনা, তখন এবার থেকে মন্দই দেখতে পাবে।"

শান্তি বলিল, "যথেষ্ট দেখেচি।"

ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে সারদা বলিল, "কিছুই দেখনি। তোমায় ভালবাসি ব'লে এতদিন তা' দেখাইনি, কিন্তু এবার যা' দেখাব তা' তোমার চিরকাল মনে থাকবে।"

সারদা বাহির হইয়া গেল, শান্তি পাশ ফিরিয়া শুইল। ক্রমে রাত্রি বাড়িবার সঙ্গে-সঙ্গে দুইদিন অনাহারের ফল সে বেশ অনুভব করিতে লাগিল—দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল, মাথার ভিতর ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল, পেটে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভূত হইল। সে দুই হাতে মাথাটা টিপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "কত আর সইব গো! অপঘাতে মরা যদি মহাপাপই হয়, তবে শীগ্‌গির-শীগ্‌গির তোমার কোলে টেনে নাও ভগবান্—আর যে পারি না!

শান্তি দেখিল, সারদা খুব মদ খাইয়া আসিয়াছে। তাহার পা টলিতেছে, কথা জড়াইয়া আসিতেছে, বহুকষ্টেও দেহটাকে ঠিক রাখিতে পারিতেছে না। তখন সে বিছানা ছাড়িয়া আস্তে-আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল, ভাবিল—আজ আর রক্ষা নাই, এই মাতাল-

পশুটার কাছে তাহার নারী-জীবনের সর্ব্বস্ব আজ বিলুন্ঠিত হইবেই।

...শান্তি, আজ বাবা তোমায় নিয়ে উড়ব।

বাঘ যেমন শিকারের উপর লাফাইয়া পড়ে, ঠিক তেমনিভাবে উন্মত্ত সারদাচরণ দুই হাত বাড়াইয়া শান্তির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ভয়ে শান্তি পিছনে সরিয়া দাঁড়াইতেই—তাল সাম্‌লাইতে না-পারিয়া সারদাচরণ শশব্দে ঘরের মেঝেয় পড়িয়া গেল। এই উপযুক্ত অবসরে শান্তি পাশ-কাটাইয়া ঘরের বাহিরে আসিল এবং দ্রুত-কম্পিত-পদে নীচে নামিয়া পড়িল। বাড়ী হইতে বাহিরে যাইবার সময় সারদাচরণ বাহিরের দরজায় চাবি দিয়া যাইত, এখন সে-দরজা একেবারে উন্মুক্ত। শান্তি কাঁপিতে-কাঁপিতে সেইদিক দিয়া আসিয়া রাস্তায় দাঁড়াইল।

মাতাল যতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে ততক্ষণই তাহার লম্ফ-ঝম্ফ, পড়িলে আর রক্ষা নাই। সারদাচরণ সেই অবস্থাতেই ঢুলু-ঢুলু চোখে দেখিল—শান্তি ঘরের বাহির হইল। তখন সে হাত বাড়াইয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, "যেয়োনা বাবা, কুঞ্জ আঁধার ক'রে ভোরের বেলা যেয়োনা, দোহাই বাবা চন্দ্রাবলী !"

সারদা উঠিতে গেল, কিন্তু পারিল না। একটু মাথা তুলিতেই আবার ঢলিয়া পড়িল। তখন সে এই অসভ্য মাথাটার উপর কতকগুলি ভদ্রতাবর্জ্জিত ভাষা প্রয়োগ করিতে-করিতে নীরব হইয়া পড়িল। তার কিছুক্ষণ পরে গুরুগম্ভীর নাসিকাগর্জ্জনের শব্দে ছোট ঘর-খানাকে তোলপাড় করিয়া তুলিল।

শান্তি বাহিরে আসিবার সময় দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিয়াছিল। তারপর একটু দাঁড়াইয়া, কোথায় যাইবে ভাবিতে-ভাবিতে দেখিল, সম্মুখে ও পিছনে শুধু অন্ধকারময় নির্জ্জন পথ—উপরে কালো-কালো মেঘে আকাশ নক্ষত্র সব ঢাকা। তখন সে ভাবিল, গঙ্গা কোন দিকে—কত দূরে? সম্মুখের পথ ধরিয়া সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

কিছুদূর না-যাইতেই মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল, একটা দম্‌কা হাওয়া ছুটিয়া যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঝম্-ঝম্ শব্দে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন যেদিকে দু'চক্ষু যায়, ভিজিতে-ভিজিতে শান্তি সেইদিকেই চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে তো আর অনন্ত মুক্ত শূন্যপথ নয়, শহরের সরু গলি—গলির পর বড় রাস্তা। সেখানে আসিয়া সে ভাবিল—এখন কোন দিকে যাই, বাঁ-দিকে না ডান-দিকে? কিছুই ঠিক করিতে না-পারিয়া শান্তি বাঁ-দিকের পথ ধরিয়াই চলিল।

কিছুদূর যাইতেই সে বাধা পাইল, দেখিল, দুইজন মাতাল ভিজিতে-ভিজিতে বিপরীত দিক হইতে আসিতেছে। শান্তি দাঁড়াইয়া পড়িল। বড রাস্তায় আলো ছিল, সেই আলোতে শান্তিকে দেখিতে পাইয়া মাতালেরা উল্লাসে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। ভয়ে শান্তি পিছনে ফিরিল, মাতালেরা হল্লা করিতে-করিতে তাহার অনুসরণ করিল—শান্তি রুদ্ধশ্বাসে ছুটিল।

কিছুদূর ছুটিবার পর দেখিল, মাতালেরা তাহার সঙ্গ ছাড়ে নাই। এদিকে তহোর ছুটিবার শক্তিও ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। তখন সে বুঝিল, আলোকিত-পথ তাহার পক্ষে নিরাপদ নয়। পাশেই একটা

অন্ধকার গলি দেখিয়া শান্তি সেই গলির ভিতর ঢুকিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। অন্ধকারে ছুটিতে-ছুটিতে কতবার পড়িল—উঠিল, উঠিয়া আবার ছুটিল, কিন্তু পা আর চলে না, মাথা ঘুরিয়া পড়িতেছে, সর্ব্বশরীর থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে, আর দাঁড়াইবারও শক্তি নাই। কাঁপিতে-কাঁপিতে একটা বাড়ীর রোয়াকের উপর বসিয়া পড়িতেই মাথার ভিতরটা কেমন ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল, সেইখানে বসিয়াই শান্তি অবসন্নভাবে ঢলিয়া পড়িল—তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

*

* *

সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিবার পর শান্তি দেখিল, একখানি সুসজ্জিত ঘরে পরিষ্কার শয্যার উপর সে শুইয়া আছে। এ কোন-জায়গা, কাহার ঘর, কেমন করিয়া এখানে আসিল কিছুই বুঝিতে না-পারিয়া সে উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না তাই অবসন্নভাবে আবার চক্ষু বুজিল।

বেহারী ডাকিল, "শান্তি?"

শান্তি চক্ষু মেলিল।

বেহারী বলিল, "আমায় চিনতে পার না?"

ক্ষীণকণ্ঠে শান্তি বলিল, "পারি, তুমি বেহারী-দা।"

উৎফুল্লকণ্ঠে বেহারী বলিল, "এখন কেমন আছ?"

...ভালো আছি। আমার কি হ'য়েছিল?

...খুব শক্ত অসুখ হ'য়েছিল, টাইফয়েড।

শান্তি চক্ষু বুজিয়া একটু ভাবিল, ভাবিয়া বলিল, "এটা কোন্‌-জায়গা ?"

…কাশী, আমার বাসাবাড়ী।

…এখানে কতদিন আছি ?

…প্রায় পনেরো দিন।

শান্তি নীরবে পড়িয়া ভাবিতে লাগিল, বেহারী তাহাকে ঔষধ খাওয়াইয়া দিয়া চলিয়া গেল। শান্তি অনেক ভাবিয়া শুধু এইটুকু মনে করিতে পারিল, একদিন রাত্রিতে সে সারদাচরণের বাড়ী হইতে পালাইয়া আসিয়াছিল। তারপর আর কিছুই মনে পড়িল না।

সন্ধ্যার সময় বেহারী ঔষধ খাওয়াইতে আসিলে শান্তি বলিল, "আর কেন ওষুধ বেহারী-দা ?"

বেহারী বলিল, "এখনও তোমার রোগ সম্পূর্ণ সারেনি।"

শান্তি বলিল, "না-সারলেই ভালো হ'তো। কেন এত কষ্ট ক'রে আমায় বাঁচালে ?"

বেহারী বলিল, "বাঁচিয়েছেন ভগবান্‌—আর কষ্ট ? আমি বিশেষ কিছু কষ্ট করিনি, ক'রেচে আর একজন।"

শান্তি উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে—সে ?"

বেহারী বলিল, "গোপীনাথ।"

উত্তেজিতকণ্ঠে শান্তি বলিল, "গুপী-দা! গুপী-দা আমার জন্মে এত কষ্ট করেচে ?"

বেহারী বলিল, "হাঁ, সে-ই তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তা-থেকে তুলে নিয়ে যায়। তারপর ক'দিন সে দিনরাত তোমার পাশে ব'সে যমের

সঙ্গে যুদ্ধ করেচে। সে এরকম প্রাণপণ সেবা না-করলে বোধ হয় তোমায় বাঁচাতে পারতাম না।"

মুহূর্ত্তের জন্য শান্তির মুখের উপর আনন্দের বিদ্যুৎ খেলা করিয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা বিষাদের অন্ধকারে ম্লান হইয়া আসিল।

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "গুপী-দা কোথায় ?"

বেহারী বলিল, "তুমি ভালো আছ দেখে কাল সে তার বাসায় গেছে।"

···আর বোধ হয় এখানে আসে না ?

···রোজই আসে, তুমি কেমন আছ জেনে যায়। এই একটু-আগেও এসেছিল।

···কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় না—না ?

···কেন চাইবে না ?

···না, আমার ওপর তার ভয়ানক রাগ।

বেহারী বলিল, "অসম্ভব। যার ওপর রাগ থাকে, তাকে কখন কেউ এমনভাবে সেবা করতে পারে না।"

ম্লান-হাসি হাসিয়া শান্তি বলিল, "কেবল একজন পারে, সে গুপী-দা।"

বেহারী সবিস্ময়ে শান্তির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শান্তি বলিল, "একবার—শুধু একবার তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে ব'লো বেহারী-দা, আমি তাকে তার ভুলটুকু বুঝিয়ে দেব।

বেহারী স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল।

শান্তি বালিসে হেলান দিয়া বসিয়াছিল, গোপীনাথ আস্তে-আস্তে আসিয়া তাহার শয্যার পাশে দাঁড়াইল।

শান্তি ডাকিল, "গুপী-দা !"

গোপীনাথ মাথা নীচু করিয়া প্রশান্ত-স্বরে বলিল, "আমায় ডেকেচ ?"

শান্তি বলিল, "হাঁ, না-ডাক্‌লে আসবে না তাই ডেকেচি।"

গোপীনাথ বলিল, "কেন ডেকেচ ?"

···ডাক্‌বার কি আমার অধিকার নেই ?

···কি জানি !

ঈষৎ রুক্ষস্বরে শান্তি বলিল, "যদি তাই জান না, তবে আমাকে বাঁচাবার জন্তে প্রাণপণে চেষ্টা করলে কেন ?"

গোপীনাথ সে-কথার কোন উত্তর দিল না।

শান্তি স্নিগ্ধ-কোমলকণ্ঠে আবার ডাকিল, "গুপী-দা !"

গোপীনাথ মুখ তুলিয়া একবার শান্তির দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিল।

শান্তি বলিল, "আমার ওপর রাগ করেছ গুপী-দা ?"

গোপীনাথ বলিল, "আমার রাগে তোমার ক্ষতি কি ?"

···আমি লাভ-ক্ষতির কথা বলচি না, তুমি রাগ করেচ কি না তাই জিজ্ঞাসা কচ্চি।

···রাগের কারণ থাক্‌লেই লোকে রাগ করে।

···অনেকে অকারণেও রাগ করে, যেমন তুমি।

শান্তির সহাস্ত মুখখানার দিকে চাহিয়া গোপীনাথ একটু বিস্ময়ের সহিত বলিল, "অকারণে ?"

মৃদু হাসিয়া শান্তি বলিল, "অকারণে নয় তো কি ? মনে কর, যদিই আমি আবার বিয়ে করি, তাতে তোমার এত রাগ কেন ?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গোপীনাথ বলিল, "এই কথাটা শোনাবার জন্তেই

বোধ হয় আমায় ডেকেছিলে? আমার কিন্তু কথাটা শুন্‌তে একটুও আগ্রহ ছিল না।"

গোপীনাথ গমনোদ্যত হইল।

শান্তি বলিল, "যেয়ো না, দাঁড়াও—কথা আছে।"

গোপীনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আবার কি কথা?"

শান্তি বলিল, "তোমার বিশ্বাস হয়?"

...কি?

...আমি বিয়ে করব?

মাথা নাড়িয়া উত্তেজিতকণ্ঠে গোপীনাথ বলিল, "একটুও না।"

হাসিতে-হাসিতে শান্তি বলিল, "বিশ্বাস করতে পার না, কিন্তু অকারণে রাগ করতে পার। সে-রাগ আবার এমনি ভয়ানক যে, আমাকে গাড়ীতে বাঘের মুখে ফেলে চ'লে এলে। আমি সাহায্য চাইলাম, কাকুতি-মিনতি ক'রে ডাক্‌লাম, কিন্তু সে-ডাক তোমার কানে গেল না। তারপর—দেখলে আমি ব্যাধের পিঁজরেয় আটক আছি, দেখে মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেলে, একবারও ফিরে চাইলে না, সাহায্যের জন্যে আমাকে এতটুকুও আশ্বাস দিলে না। আজ যদি আমি নিজের বলে ধর্ম্মরক্ষা করতে না-পারতাম, যদি পালাতে অক্ষম হতাম—"

গোপীনাথ বসিয়া পড়িল, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলিল, "আমায় ক্ষমা কর শান্তি!"

শান্তি বলিল, "এত কষ্টভোগের পর এত সহজে ক্ষমা করা যায় না। তোমায় ক্ষমা করতে পারি—"

গোপীনাথ বলিল, "বল শান্তি, আমায় কি করতে হবে?"

শান্তি স্থির-গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "আমায় আশ্রয় দিতে হবে।"

গোপীনাথ বিস্মিত-সজলনেত্রে শান্তির মুখের দিকে চাহিল।

শান্তি বলিল, "আমি আবার ফিরে এসেচি গুপী-দা। একদিন তোমায় কাঁদিয়ে গেছলাম, আজ নিজে কেঁদে ফিরে এসেচি। বোনের বিশ্বাস নিয়ে, মায়ের স্নেহ নিয়ে আবার তোমার দ্বারস্থ হয়েচি। আমায় আশ্রয় দেবে কি গুপী-দা ?"

গোপীনাথ গিয়া শান্তির হাত ধরিল।

বীণা-বিনিন্দিতকণ্ঠে শান্তি ডাকিল, "গুপী-দা ?"

গোপীনাথ বলিল, "কেন বোন্ ?"

...একি সত্যি ?

...কি সত্যি বোন্—আশ্রয় দিলাম কি না ? আমি কি ভাবচি জান ? এতদিন পরে আশ্রয়হীন এই ছন্নছাড়া গোপীনাথকেই ভগবান্ একটা সত্যিকারের আশ্রয় মিলিয়ে দিলেন। তাঁর তৈরি এই এতবড় বিশ্ব-সংসারে আমি একা বোন্—বড় একা।

শান্তির চোখের জল আর বাধা মানিল না।

আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে গোপীনাথ বলিল, "আমার অশান্তি-ভরা শূন্য ঘরে মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ করতে তাহ'লে এবার চল শান্তি ?"

দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বেহারী এতক্ষণ এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে-ছিল, এইবার ঘরে ঢুকিয়া ধীরস্বরে বলিল, "শুধু গোপীনাথকেই ক্ষমা করলে হবে না শান্তি, আমাকেও ক্ষমা করতে হবে। আমিও তোমায় ভুল বুঝেছিলাম—শুধু বুঝিনি, একটা মস্ত ভুল করেছিলাম।"

শান্তি বলিল, "মানুষেই ভুল করে বেহারী-দা, কিন্তু শোধরাতে পারে

ক'জন? তুমি যে তোমার ভুলটুকু ধরতে পেরেচ, এই আমার পরম সৌভাগ্য।"

বেহারী বলিল, "সামান্য ভুল নয় শান্তি, আমার এই ভুলের জন্যে তোমায় অনেক কষ্ট পেতে হয়েচে।"

মৃদুহাস্যের সহিত শান্তি বলিল, "আমি কষ্ট পেয়েচি আমার অদৃষ্টের দোষে, কিন্তু বেহারী-দা?—"

···কি শান্তি?

···তুমি তোমার জীবনে সব-চেয়ে যে একটা বড় ভুল করেচ, যার জন্যে জীবনটাকেই নষ্ট করতে বসেচ, তার কি কোন প্রতিকার নেই?

বেহারী—উত্তরে শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

শান্তি বলিল, "কিছু ভেবো না বেহারী-দা! তুমি যেখানে নিজেকে ক্ষমার অযোগ্য মনে করচ, দেখবে, সেখানে তোমার জন্যে ক্ষমার ভাণ্ডার খোলা প'ড়ে আছে। ফিরে যাও বেহারী-দা, একটা তুচ্ছ অভিমানের বশে তিনটে জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট ক'রে দিয়ো না।"

বেহারী নীরবে দাঁড়াইয়া এই মহিমময়ী নারীর মুখে আশার সমুজ্জ্বল ছায়ার বিকাশ দেখিতে লাগিল।

*

* *

দিন আর চলে না। সংসারে আয় নাই, ব্যয় আছে। দুইটা পেট-ই চলা দায়, তার উপর ছেলেটি আছে, রোগীর ঔষধ-পথ্যের খরচ আছে।

কবিরাজ প্রথম-প্রথম ভালো-ভালো ঔষধ দিলেন, ঔষধে বেশ ফলও দেখা গেল, কিন্তু শেষে যখন ঔষধের দাম বাকি পড়িতে লাগিল, তখন আর তেমন ফল দেখা গেল না।

রাণী একদিন দীনুকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ দীনু, ওযুধে ফল হ'চ্চে না কেন? কবিরাজমশাই কি বলেন?"

দীনুই কবিরাজের নিকট হইতে ঔষধ আনিয়া দিত। সে মাথা চুল্‌কাইতে-চুল্‌কাইতে বলিল, "কি আর বল্‌বেন, মিনি-পয়সার ওষুদে কি ফল হয় মাঠাকরুণ?"

রাণীর চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল।

পয়সা চাই, কিন্তু পয়সা কোথায়? ঘরে আর একরত্তি সোনা-রূপা নাই—হাসির কানের মাকড়ি-দু'খানি পর্য্যন্ত বাঁধা পড়িয়াছে। আছে শুধু খোকার পায়ে দু'গাছি মল। তাহাতে কি হইবে? আর সে-মলই বা খোকার পা হইতে কোন প্রাণে খুলিয়া লইবে? রাণী চারিদিকে অকূল-পাথার দেখিতে লাগিল।

হাসি বলিল, "তোমার পায়ে-পড়ি দিদি, আমি আর ওযুধ খাব না।"

রাণী রাগিয়া বলিল, "কেন বল দেখি?"

মুখ ভার করিয়া হাসি বলিল, "আমার ইচ্ছে নেই।"

রাণী বলিল, "ওযুধ খেতে ইচ্ছে নেই, তবে কি আমার মাথাটা খেতে ইচ্ছে আছে?"

হাসি বলিল, "মোটেই না।"

রাণী ক্রুদ্ধ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

হাসি বলিল, "তা' তুমি যাই বল দিদি, আমি আর কিছুতেই ওষুধ খাব না।"

রাণী বলিল, "তারপর? রোগ সারবে কিসে?"

হাসি বলিল, "নাই-বা সারল? সত্যি বলচি দিদি, আমার ভাল হ'তে একটুও ইচ্ছে যায় না।"

…ইচ্ছে যায় না তো আমার কাছে মরতে এলি কেন?

…তোমার কোলে মাথা রেখে মরব ব'লে এসেচি—তেমন কপাল কি হবে?

রাগে চোখ-মুখ লাল করিয়া রাণী বলিল, "তোমার কপালের মুখে মারি ঝাঁটা—আবাগী, আমাকে খেতে এসেছিস?"

মৃদু-হাসি হাসিয়া হাসি বলিল, "রাগ ক'রো না দিদি, সত্যি বলচি, আমি ম'লে বেশ হয়।"

…আমার রাজ্যলাভ হয়।

…তা' নাহ'লেও তুমি সুখী হও দিদি। আমি দিব্যি ক'রে বলতে পারি, আমি ম'লেই তুমি তাঁকে নিয়ে—

হাসির মুখ চাপিয়া ধরিয়া উত্তেজিত-কণ্ঠে রাণী বলিল, "দেখ হাসি, মুখ সাম্‌লে কথা কইবি। একে আমি সাত-জ্বালায় জ্বলে মরচি, তার ওপর তুইও যদি এমনি ক'রে জ্বালাবি, তাহ'লে সত্যি বলচি, আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।"

রাণীর কণ্ঠস্বরে ক্রোধের তীব্রতা—চক্ষে জলের ধারা।

হাসি বলিল, "ছি দিদি, তুমি কি পাগল হ'লে? মরব বললেই কি লোকে মরে যায়?"

আঁচলে চোখের জল মুছিয়া রাণী বলিল, "মরে না ব'লেই বুঝি মরব-মরব ব'লে আমায় ভয় দেখাতে আসিস্ ? মর্‌তে হয় মর্‌বি, বাঁচতে হয় বাঁচবি, আমার তাতে কি ?"

হাসিতে-হাসিতে হাসি বলিল, "কিছু নয় যদি, তবে তুমি কাঁদচ কেন দিদি ?"

রাগে চীৎকার করিয়া রাণী বলিল, "বোয়ে গেছে আমার কাঁদতে। বেরো আবাগী, আমার সাম্‌নে থেকে দূর-হ। ধন্যি সতীন যা-হোক্, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খেলে।"

হাসি হাসিতে-হাসিতে রাণীর সম্মুখ হইতে ছুটিয়া পালাইল।

রাণী দীনুর মাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ দীনুর মা, এ-গাঁয়ে কেউ রাঁধুনী রাখে না ?"

দীনুর মা সাশ্চর্য্যে বলিল, "ওমা, এ-আবার একটা গাঁ, এখানে আবার লোকে রাঁধুনী রাখবে ?"

রাণী বলিল, "ঝি-চাকরাণি ?"

দীনুর মা বলিল, "তা' রাখতে পারে, কেন বল দেখি ?"

রাণী বলিল, "তাই জিজ্ঞাসা করচি—একটা চেষ্টা দেখতে পারিস ?"

দীনুর মা বলিল, "তা' পারব না কেন ? কার জন্যে ?"

রাণী বলিল, "আমার জন্যে।"

দীনুর মা গালে হাত দিয়া অবাক্ হইয়া বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাণী বলিল, "আ-মর্, হাঁ ক'রে চেয়ে রইলি যে ?"

দীনুর মা বলিল, "তুমি অবাক্ করলে দিদিঠাক্‌রুণ, তুমি ঝি-গিরি করবে ?"

···কেন, ঝি-গিরি কি মন্দ কাজ ?

···মন্দ কাজ না-হোক, ছোট কাজ-তো বটে ?

···তা' হোক, তুই দেখ।

···তা' না-হয় দেখলাম, কিন্তু তোমাকে রাখবে কে ?

···যাদের দরকার।

···যাদের দরকার তারা আমার মত ঝি রাখবে, তোমার মত ঝি রাখতে সাহস করবে না।

···কেন বল্ দেখি ?

···তারা তোমার যুগ্যি মাইনে যোগাতে পারবে না।

···আমি বেশী মাইনে চাই না।

দীনুর মা হাসিয়া বলিল, "তোমাকে চাইতে হবে কেন দিদিঠাক্‌রুণ ?"

রাণীও হাসিতে-হাসিতে বলিল, "সেধে দেবে না কি ?"

···সেধে পায়ে ঢেলে দেবে।

···পায়ে দিয়ে কাজ নেই, এখন হাতে পেলেই বর্ত্তে যাই—নে, তোর রঙ্গ রাখ, এখন চেষ্টা দেখবি কি না বল্।

···দেখব বই কি দিদি, তুমি যখন বলচ, তখন আর দেখব না ?

রাণী গম্ভীরভাবে বলিল, "তামাসা নয় দীনুর মা, আমার দিব্যি, তুই একটা কাজের যোগাড় ক'রে দে।"

দীনুর মা হাত নাড়িয়া বলিল, "দেখবো-গো দেখবো, অত দিব্যি-দিলেসা কেন ? তা' আমি যোগাড় ক'রে দেব, আমাকে কি দেবে ?"

··তোকে আবার কি দিতে হবে ?

··দালালি।

···তা' দেখা যাবে।

···দেখা যাবে নয়, দালালি চাই।

দীনুর মা চলিয়া গেল।

হাসি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের দালালি দিদি ?"

রাণী বলিল, "কিসের আবার ? ও-মাগী তামাসা কচ্ছিল।"

···তামাসা নয় দিদি, আমি শুনেচি, তুমি ঝি-গিরি করবে।

মুখ ফিরাইয়া লইয়া রাণী বলিল, "করি করব, তোর তাতে কি ?"

হাসি ডাকিল, "দিদি ?"

ধরা-গলায় তর্জ্জন করিয়া রাণী বলিল, "দেখ হাসি, আমার সাম্‌নে থেকে যা, আমায় আর জ্বালাসনি।"

হাসি জলভরা-চোখে একবার দিদির দিকে চাহিয়া আস্তে-আস্তে চলিয়া গেল, রাণী দাঁড়াইয়াছিল, বসিয়া পড়িল। তাহার বুকের ভিতর তখন আগুন জ্বলিতেছিল। হায়-রে! শেষে লোকের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিতে হইল! কিন্তু তা-ছাড়া যে আর উপায় নাই। হাসিকে, খোকাকে বাঁচাইতে হইলে ইহাই যে তাহার একমাত্র অবলম্বন। ···ওগো, তুমি ফিরে এসো! আমার জন্যে নয়, হাসির জন্যে—এই অনাথ শিশুর জন্যে ফিরে এসো। অভিমানের বশে আমি অনেকবার তোমায় ফিরিয়ে দিয়েচি, কিন্তু আর ফেরাব না। আমি রাগ, অভিমান, গর্ব্ব সব ছেড়ে তোমার পায়ে এবার লুটিয়ে পড়ব—তুমি একবার ফিরে এসো!

ওদিকে হাসি বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া আকুল-প্রাণে ডাকিতে লাগিল, "কোথায় আছ তুমি ভগবান্? শুনেচি তুমি অন্তর্য্যামী। যদি তাই হও তবে প্রাণের ডাক কি শুনতে পাচ্চো না? তুমি কি নিষ্ঠুর-গো। আমি তো তোমার কাছে আর-কিছু চাইনা, চাই শুধু—মরণ! যারা গেলে সংসার ভেসে যায় তাদের তুমি কোলে টেনে নাও, আর আমি তোমার চরণে কি-এমন অপরাধ করলাম ঠাকুর! তুমি যেখানেই থাক প্রভু, আমায় মুক্তি দিয়ে আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দাও, এর বেশী আর আমার কিছু প্রার্থনা নেই।"

খোকা ঘুম হইতে উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল, হাসি সেদিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

রাণী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কানের মাথা খেয়েছিস্ না-কি? ছেলেটা যে দম-আট্‌কে গেল!"

হাসি কোন উত্তর দিল না, উঠিল না—পাশ ফিরিয়া শুইল।

*

* *

দীনুর মা দীনুকে ডাকিয়া বলিল, "আর শুনেছিস দীনু, আমাদের বাম্‌নী ঝি-গিরি করবে?"

দীনু একটু বিস্ময়ের সহিত মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ বাম্‌নী-গা মা?"

মা বলিল, "আবার কে, ওই বেহারীর বউ। মা-গো মা, অসাধ্যিসাধন মেয়ে!"

দীনু হাসিয়া বলিল, "দূর্ ! এও না-কি আবার কথার-কথা ?"

দীনুর মা বলিল, "কথার-কথা নয় রে, সত্যি।"

ধমক দিয়া দীনু বলিল, "হাঁ, সত্যি—তোকে বল্‌তে গেছে সত্যি।"

…হাঁ-রে, সত্যি, আমাকে সে নিজে বলেচে।

…কি বলেচে ?

…বললে, দীনুর মা, আমাকে একটা ঝি-গিরি যোগাড় ক'রে দিতে পারিস্ ?

…তুই কি বললি ?

…বললাম, কেন পারব না, খুব পারি।

…তা' তুই যোগাড় ক'রে দিবি না কি ?

…কেন দেব না ?

…কোথায় দিবি ?

…যমের বাড়ীতে।

দীনু বসিয়া মাথা চুল্‌কাইতে-চুল্‌কাইতে বলিল, "বামুনের মেয়ের মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।"

দীনুর মা বলিল, "তাও বলি, সাধে কি হয় ? এ-দিকে যে চলে না।"

দীনু বলিল, "চলে না ব'লে কি এমন কাজ কর্ত্তে হবে ? লোকে বলবে কি ? আমরাই-বা মুখ দেখাব কেমন ক'রে ?"

…তা' তো বটেই। তবে আমরাই-বা ক'র্ব্ব কি ? নিজেদেরই দিন চলে না !

…চ'লে না, তবু তো চলে যাচ্চে। যে চালাবার, সেই চালাবে।

এক-পাটী ধান আছে, ওর আধটা আমাদের থাক, আধটা মাঠাকুরুণকে দিয়ে আসি।

…তাই যা-হয় কর। তবে ওতেই-বা ক'দিন চলবে?

দীনু গামছাখানা কোমরে জড়াইতে-জড়াইতে বলিল, যদ্দিন চলে চলুক, তারপর না-হয় দু'কুড়ি 'বাড়ি' ক'রে আনা যাবে।"

দামিনী স্বামীকে বলিল, "শুনেচ গা, ও-বাড়ীর রাণী করতে চায়।"

রামসদয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বটে? ধর্ম্মস্য সূক্ষ্ম বেটীই তো মন্ত্রণা দিয়ে মেয়েটার মাথা খেলে।"

দামিনী বলিল, "তা' যায় যাক্, বামুনের মেয়ে কষ্টে পড়েচে, কিছু দিলে-থুলে হয়।"

দুই হাত নাড়িয়া রামসদয় বলিলেন, "আরে রামঃ! একটি কড়াও না। ওর শ্বশুর কি আমাদের কম করেচে, এক-ঘ'রে পর্য্যন্ত করবার চেষ্টায় ছিল। ওর চেয়ে গরীব দুঃখীকে এক মুঠো দেবে যে পুণ্যি হবে।"

একটু ভাবিয়া দামিনী বলিল, "আমি কি আর অমনি দিতে বলচি? আমি তো একা পেরে উঠি না, একটা লোক রাখলে ভালো হয়। তা' ওকে রাখলে চলে না?"

রামসদয় বলিলেন, "পাগল আর কি! ও-সব নষ্ট-দুষ্ট মেয়েকে বাড়ী ঢুকতে দিতে আছে? ওদের মুখ দেখলেও পাপ হয়।"

*

* *

রাণী একখানি পত্র লইয়া হাসিতে-হাসিতে ঘরে ঢুকিলে হাসি উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কার চিঠি দিদি?"

রাণী বলিল, "সইয়ের চিঠি।"

হাসি ব্যস্ততার সহিত বলিল, "তোমার সই? বেঁচে আছে? কোথায় আছে—কি লিখেচে?"

রাণী বলিল, "একে-একে জিজ্ঞাসা কর্। সই এখনো বেঁচে আছে, কাশীতে আছে, শীগ্‌গির বৃন্দাবন যাবে। আর লিখেচে—"

রাণী হাসির মুখের উপর একটা মৃদুকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মুখ মুচকাইয়া হাসিল। হাসি "তীব্র-উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, আর—"

মৃদু হাসিয়া, চোখ ঘুরাইয়া রাণী বলিল, "বল দেখি, আর কি লিখেচে?"

হাসি দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

হাসিতে-হাসিতে রাণী বলিল, "তবে শোন্।"

রাণী চিঠি পড়িতে আরম্ভ করিল, হাসি নিশ্বাস রোধ করিয়া শুনিতে লাগিল।

শান্তি লিখিয়াছে—

'সই! আমি এখনো বেঁচে আছি। মরণকে অনেক ডাকাডাকি করলাম, কিন্তু সে এলো না, কাছাকাছি এসেও ফিরে গেল। কাজেই

বেঁচে থাক্‌তে হয়েচে। আগে এর-জন্যে দুঃখ্‌ থাক্‌লেও এখন আর তা' নেই।

তুমি বোধ হয় আমার বিয়ের কথা শুনেছিলে, শুনে নিশ্চয়ই আমাকে অনেক গাল দিয়েছিলে, কিন্তু তোমার গাল দেওয়াই বৃথা হ'লো, আমার বিয়ের ফুল আর ফুটল না। সারদাবাবু অনেক চেষ্টা করলেন, গাছের গোড়ায় অনেক জল ঢাললেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না, বিধবার ভাঙ্গা-কপাল আর যোড়া লাগল না। শেষে মনের দুঃখে তিনি বিরাগী হ'য়ে লোকালয়ের সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে জেলখানার অতিথি হয়েছেন। শুনতে পাই, এক অভাগিনী বেশ্যাকে সৎপথে আনবার জন্যে তাকে মদ খাইয়ে অজ্ঞান ক'রে তার গহনাপত্রগুলি হাত করেছিলেন। আহা, সারদাবাবুর মত পরোপকারী লোকের কি দুর্গতি!'

পত্র-পাঠ ত্যাগ করিয়া রাণী হাসিতে-হাসিতে বলিল, "মুখে আগুন, এততেও রঙ্গ যায় না।"

রাণী আবার পড়িতে লাগিল—

'তা' বিয়েটা না-হওয়ায় একটু দুঃখ হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন আর তা' নেই। কেন জান? এখন আমি একটি ভাই পেয়েছি, পেটে না-ধ'রেও একটি ছেলে পেয়েচি। সে কে জান? তার কথা তোমায় বলেছিলাম। সে সেই গাঁজাখোর গোপীনাথ। এতদিনে বুঝেচি সই, গাঁজাখোরদের ভিতরেও দেবতা থাকে, আর লেখাপড়া-জানা ভণ্ড ভদ্র-লোকদের ভিতর শতকরা একশো-জনই বোধ হয়—কিন্তু যাক্‌ সে-কথা।

এখন কাশীতে আছি। শীগ্‌গির গুপী-দার সঙ্গে বৃন্দাবনে যাব বৃন্দাবনবাসিনী হব' না, ইচ্ছে আছে, ফিরে এসে গুপীদাকে সংসারী

করবার চেষ্টা করব। সে কিন্তু বিয়ে করতে চায় না—তা'ও কি হয়? আমি জোর ক'রে তার বিয়ে দেব। সে আমার জন্যে কি কষ্ট বুক পেতে সয়েছে তা' আমি জানি। আমার কি তাকে সুখী করবার চেষ্টা করা উচিত নয়? আমি জানি, আমি জোর ক'রে ধরলে সে না-বলতে পারবে না।

এতক্ষণ নিজের কথাই বললাম, এবার তোমার কথা বলি। বেহারী-দার মতি ফিরেচে, গতি'ও শীগ্‌গীর ফিরবে। আর সে-গতিটা যে তোমার দিকেই হবে তা' আমি দিব্যি ক'রে বলতে পারি। কেন না, তুমিই তাঁর অগতির গতি। কিন্তু ভাই অগতির গতি! তুমি যেন অভিমান ক'রে আবার সব নষ্ট ক'রো না। মেয়ে-মানুষের অভিমান, তা' সেটা বাঁধাবাঁধির মধ্যে হওয়াই উচিত, রাশ ছেড়ে দিলে সাম্‌লানো যায় না—এটা বোধ হয় এখন হাড়ে-হাড়ে বুঝেচ, সুতরাং তোমাকে বেশী উপদেশ দেওয়া বৃথা। আপাততঃ মনটাকে শুদ্ধ করবার জন্যে বেহারী-দা আমাদের সঙ্গী হ'লেন—তীর্থের মহিমায় যদি মনের ময়লা কাটে।

শাঁখা-শাড়ি-সিঁদুর প'রে তোমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে—আমায় কেমন মানিয়েছে সে-কথা তোমার মুখ থেকে শোনবার আর সময় হ'লো না। সেই আগের মত শুধু-হাতে রুখু-মাথায় থান-কাপড় প'রেই তোমার কাছে বিদায় চাইচি। আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই বেশেই একদিন সংসারের কাছে বিদায় নিতে পারি। ইতি—

তোমার সই।'

রাণী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। হাসি চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

শান্তির পত্রের কথা রামসদয়ের কানে গেলে তিনি মস্তক-সঞ্চালন করিয়া

সুদীর্ঘ শিখা কম্পিত করিতে-করিতে সগর্ব্বে বলিলেন, "তাই তো বলি, আমার মেয়ে কি কখন অধর্ম্ম করতে পারে? ত্রিসন্ধ্যাপূত ব্রাহ্মণ আমি!"

স্বামীর মুখের কাছে হাত নাড়িতে-নাড়িতে দামিনী শ্লেষের স্বরে বলিল, "ভাবি বামুন! বিয়ে করলে না বটে, কিন্তু সেই ছোঁড়াটাকে নিয়ে তো ব্রজবাসিনী হ'তে চললো?"

রামসদয় হাসিয়া বলিলেন, "তা' যায় যাক, কুলে তো কালি দিলে না?"

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া দামিনী বলিল, "নাঃ, বাতি জেলে কুল উজ্জ্বল ক'রে দিয়েচে!"

"নেহাৎ ছেলেমানুষ" —বলিয়া রামসদয় হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন এবং নামাবলি কাঁধে ফেলিয়া পাড়ায়-পাড়ায় আপনার ব্রাহ্মণত্বের এই গৌরব প্রচারের জন্য বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

*

*   *

…সত্যি দিদি?

…কি সত্যি হাসি?

…তিনি ফিরে আসচেন?

…সই তো তাই লিখেচে।

…কিন্তু তোমার কি মনে হয়?

…তোর কি মনে হয় বল দেখি?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হাসি বলিল, "না, তুমিই বল।"

ঈষৎ হাসিয়া রাণী বলিল, "আমার বোধ হয়—নিশ্চয় আসবেন।"

...এসে যদি আমাকে দেখতে পান?

হাসির মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে রাণী বলিল, "দেখতে পেলে খুশী হবেন, তোকে কত আদর করবেন।"

শঙ্কিত-স্বরে হাসি বলিল, "না দিদি, খুশী হবেন না, রাগ করবেন।"

রাণী সহাস্যে বলিল, "দূর ছুঁড়ি!"

হাসি বলিল, "সত্যি দিদি, তিনি খুব রাগ করবেন।"

...হাঁ, তোকে বলেচে, রাগ করবেন।

...হাঁ, তিনি নিজের মুখে বলেছেন, আমিই তাঁর সকল কষ্টের মূল। আমি বেঁচে থাকলে তিনি সুখী হবেন না দিদি।

একটু রাগিয়া রাণী বলিল, "আর তুই ম'লেই বুঝি তার চার-পো সুখ হবে?"

হাসি বলিল, "ঠিক তাই।"

...তোর মাথা। যে তোর মত স্ত্রীকে হারায় সে নিতান্ত অভাগা।

...না, খুব ভাগ্যিমান্। দিদি, আমাকে বিয়ে ক'রেই তাঁর যত কষ্ট, যত দুর্গতি—তিনি নিজের মুখে এ-কথা বলেছেন।

রাণী হাসিয়া বলিল, "ওঃ, তাই বুঝি তোর রাগ হয়েচে?"

রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসি একটু বিস্ময়ের স্বরে বলিল, "রাগ—রাগ কেন হবে দিদি?"

...রাগ হয়নি তো মরতে চাইছিস কেন?

...আমি বেঁচে থাকতে তিনি তো সুখী হবেন না—আমি তাঁর যোগ্য স্ত্রী নই।

…তুই যদি অযোগ্য, তবে যোগ্য কে হাসি?

…তুমিই তাঁর যোগ্য দিদি। তাঁর কিসে সুখ, কিসে দুখ্‌খু, তা' তুমিই বেশ জান—আমি তা' জানি না, বুঝতে পারি না এ-কথা তিনি কতদিন আমায় বলেছেন। আশীর্ব্বাদ কর দিদি, তিনি ফিরে আসবার আগেই যেন আমার সব শেষ হ'য়ে যায়।

রাণী মুখ ফিরাইয়া লইল, হাসি জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

একটু পরে রাণী জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁকে দেখতে তোর সাধ হয় না?"

চোখ মেলিয়া মৃদু হাসিয়া হাসি বলিল, "খুব সাধ যায় দিদি, আর সাধ যায়—খোকাকে তাঁর কোলে দিতে, কিন্তু আমি আর সে-সাধ পূর্ণ করতে চাই না, তুমিই খোকাকে তাঁর কোলে দিয়ো, তাহ'লেই আমার জন্ম সার্থক হবে।"

কষ্টে চোখের জল চাপিয়া রাণী বলিল, "ছি হাসি, অমন কথা বলতে আছে? স্বামীকে ফেলে, খোকাকে ফেলে তুই কোথায় যাবি? কোথায় গিয়ে সুখী হবি?"

হাসি আবার হাসিল, ক্ষীণ পাণ্ডুর মেঘের কোলে আবার চপলার ক্ষীণ স্ফুরণ হইল। হাঁপাইতে-হাঁপাইতে ক্ষীণস্বরে হাসি বলিল, "যেখানেই যাই না কেন, তিনি যদি সুখী হন, সেই-যে আমার সুখ! আমার নিজের আর সুখ-দুখ্‌খু কি আছে দিদি?"

শেষের কথাগুলা টানিয়া-টানিয়া বলিতে তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইতেছিল।

রাণী স্থির প্রোজ্জ্বল দৃষ্টিতে হাসির শান্ত-প্রফুল্ল মুখখানির দিকে চাহিয়া

রহিল। মৃত্যু আসিয়া সে-মুখে আপনার বিকট ছায়া বিস্তার করিতেছিল, কিন্তু তথাপি তাহা প্রফুল্ল—প্রশান্ত। রাণীর চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। সে হাসির বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে উচ্চকণ্ঠে বলিল, "তোর এই ছোট্ট বুকের ভেতর এত ভক্তি, এত ভালবাসা, এত আত্মত্যাগ! তবে রাক্ষুসি— তবে তুই শুধু আমায় কাঁদাতে এসেছিলি কেন?"

হাসি আর উত্তর দিল না, শুধু তাহার পাণ্ডুর অধর-প্রান্তে হাস্যের ক্ষীণ জ্যোতিটুকু নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল।

রাণী নিশ্বাস বন্ধ করিয়া হাসির নিশ্বাস পরীক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু হাসি তখন কোথায়?

রাণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

* * *

বুকের ভিতর দাবানল চাপিয়া বেহারী আসিয়া একদিন দরজার সাম্‌নে দাঁড়াইল, রুদ্ধ-শঙ্কিত-কণ্ঠে ডাকিল, "রাণি!"

উদ্বেলিতকণ্ঠে রাণী বলিল, "তুমি এসেচ?"

বেহারী বলিল, "হাঁ, এসেচি, তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইতে এসেচি।"

রাণী কাঁদিতে-কাঁদিতে বেহারীর পায়ে লুটাইয়া পড়িল, উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারায় স্বামীর পদদ্বয় অভিষিক্ত করিতে-করিতে বলিল, "ওগো, তুমিই আমায় ক্ষমা কর। তুচ্ছ অভিমানের বশে তোমায় আমি চিনতে পারিনি, কিন্তু হাসি আমায় চিনিয়ে দিয়ে গেছে।"

বেহারী রুদ্ধ-বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হাসি চ'লে গেছে?"

কাঁদিতে-কাঁদিতে রাণী বলিল, "হাঁ, সে চলে গেছে। আমার রাগ,

অভিমান, গর্ব্ব সব নিয়ে—তোমার তাচ্ছিল্য, অনাদর, ঘৃণা সব তুচ্ছ ক'রে, ভাগ্যিমানি এয়োরাণীর মত সে হাসতে-হাসতে চ'লে গেছে।"

বেহারী সেইখানে বসিয়া পড়িয়া তুই হাতে মাথা টিপিয়া ধরিল।

রাণী উঠিয়া চোখের জল মুছিল, তারপর স্বামীর হাত ধরিয়া শান্ত-স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, "ছি, উঠে এসো।"

বেহারী নীরব—নিশ্চল।

রাণী ছুটিয়া ঘরে ঢুকিল এবং খোকাকে লইয়া আসিয়া স্বামীর কোলে তুলিয়া দিল।

বেহারী উদাস-দৃষ্টিতে রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাণী বলিল, "হাসির দান।"

বেহারী তুই হাত দিয়া জড়াইয়া সেই ক্ষুদ্র শিশুকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। তাহার দরপ্রবাহিত অশ্রুধারায় শিশুর মস্তক অভিষিক্ত হইতে লাগিল।

ইতি—

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পরবর্ত্তী আকর্ষণ—

কথা-সাহিত্যের যুগ প্রবর্ত্তক

ডাক্তার—

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

মহাশয়ের

সযত্ন-সজ্জিত

অতঃপর

'তরুণ-সাহিত্য-মন্দির' হইতে

প্রকাশিত হইবে

যশেন্দুহারভূষিতা সুলেখিকা

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

নূতন লেখা—

উপন্যাসের কিঞ্চিৎ নমুনা—

বাংলার বউ

— উপন্যাস —

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

১৩৮ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত........ ....

..........রঞ্জন রামায়ণের পাতা উল্টাইয়া যাইতেছিল, ঝড়ের মত বেগে রমা প্রবেশ করিল—"ওগো তোমার দুটি পায়ে ধরি, ওদের বাঁচাও, ওরা ম'রে গেল।"

রঞ্জন অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া বলিল, "কাদের বাঁচাবো—কারা ম'রে গেল, রমা ?"

রমা আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "সাদেকের বাড়ীতে আগুন লেগেছে, সাদেক বাড়ী নেই। সাদেকের স্ত্রীর কাল রাত্রে একটি মেয়ে হয়েছে, এখনও তার ওঠবার ক্ষমতা নেই—সে সেই ঘরেই প'ড়ে রয়েছে।"

মুহূর্ত্তমাত্র থামিয়া একটা দম লইয়া সে আবার বলিল, "তিন-চারটি ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে সাদেকের নানী চীৎকার ক'রে লোক ডাকছে—কেউ না-গেলে বউটি মারা যাবে।"

রঞ্জন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ব্যাকুলভাবে বলিল, "কেউ আসে নি ?"

রমা বলিল, "না-গো, কেউ আসে নি। আজ হাট-বার, পুরুষরা সবাই প্রায় হাটে গেছে। ভট্চায্যিমশাই আছেন, তিনি একবার বেরিয়ে দেখে আবার নিজের বাড়ীতে ঢুকেছেন। মুসলমানের আঁতুড়—তিনি তো ছোঁবেন না! সাদেকের নানী তাঁর পায়ে আছড়া-পিছড়ি করলে,

তিনি শুধু ব'লে গেলেন, তিনি আর কি করবেন, জাতজন্ম [illegible] ঘুচোতে পারেন না !"

দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া রঞ্জন কেবল বলিল —"উঃ !"

সে তখনই বাহির হইয়া পড়িল।

তাহার বাড়ীর পাশেই সাদেকের [illegible] ঘর, বারাণ্ডা, ধানের গোলা। কি করিয়া আগুন লাগিয়াছে কে জানে !

ধূ-ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, লেলিহান শিখা উঠিয়াছে আকাশ পানে—ধূমে গগন আচ্ছন্ন।

ইহারই একটা ঘরে পড়িয়া আছে, [illegible]।

শক্তি থাকিলে সে পলাইতে পারিত, কিন্তু সে [illegible] জ্বরে শয্যাগতা, উঠিবার ক্ষমতা নাই। তাহার [illegible] একটি কন্যা হওয়ায় সে অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতার মত পড়িয়া [illegible] গায়ে লাগিলেও তাহার উঠিবার ক্ষমতা নাই।

কচি-শিশুটা কাঁদিতেছিল, অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতা মা তাহার গায়ের উপর একখানা হাত রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "ইয়া-আল্লা !"

রঞ্জন যখন সাদেকের বাড়ী গিয়া পৌছাইল তখন মেয়েরাই বিশেষ করিয়া সেখানে ভিড় করিয়াছে।

পল্লীগ্রামে হাট সপ্তাহে দুইটি করিয়া বসে, দূর-দূর গ্রাম হইতে ক্রেতা-বিক্রেতা জিনিস বেচাকেনা করিতে হাটে আসে, সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া যায়। হাটের দিনে গ্রামে উপযুক্ত জোয়ান-পুরুষ প্রায় থাকে না, পীড়িত বৃদ্ধ ও শিশুরাই থাকে।

সাদেক এক-ঝুড়ি কুমড়া ও কিছু তরকারী লইয়া গিয়াছে, সেইগুলি বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে অন্য-কিছু কিনিয়া আনিবে।

বৃদ্ধেরা এবং শিশুরা তাহাদের সামর্থ্যানুযায়ী আগুন নিভাইতে চেষ্টা করিতেছিল, মেয়েরা নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া ঢালিতেছিল, কিন্তু আগুনের প্রকোপ কমিল না।

যে-ঘরে সাদেকের স্ত্রী ছিল, সেই ঘরে আগুন ধরিয়া গেল।

সাদেকের বৃদ্ধা নানী সামনে যাহাকে দেখিতেছিল তাহারই দুইখানা হাত ধরিয়া নব-প্রসূতিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া আনার জন্য অনুনয় করিতেছিল, কিন্তু এমন কেহ ছিল না যে সাহস করিয়া সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে পারে। তিন-চারটি মাতৃহারা-শিশুর ক্রন্দনে এবং বৃদ্ধার ক্রন্দনে শূন্যস্থল ভরিয়া উঠিল।

রঞ্জন কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিল, "কোন ঘরে—কোন ঘরে আছে?"

বৃদ্ধা নানী কাঁদিতে-কাঁদিতে [illegible] দিল। সে-ঘরের উপরের চাল তখন ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। কেবলমাত্র চারিদিকে চাহিয়া লইয়া রঞ্জন সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

নানী অশ্রুপ্লুত-চোখে কেবল ডাকিল, "আল্লা। আল্লা! খোকাবাবুকে ফিরিয়ে আনো—"

সকলেই রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিল—কি হয়। অগ্নিদগ্ধ-চালা যে এখনই খসিয়া পড়িবে তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

আগুনের মধ্যে রঞ্জনকে দেখা গেল—সাদেকের স্ত্রীকে দুইহাতে অবলীলাক্রমে তুলিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইল।

সমবেত সকলে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—"খোদা! খোদা! মেহেরবান খোদা!

সেই চীৎকারে সাদেকের স্ত্রীর লুপ্ত-চেতনা ফিরিয়া আসিল, ব্যাপারটা বুঝিতে তাহার দেরি হইল না।

হাহাকার করিয়া সে বলিল, "আমার মেয়ে! আমার মেয়ে!"

সদ্য-নবজাত-শিশু, তাহার উপর মায়ের কি অপরিসীম মমতা!

রঞ্জন একবারমাত্র তাহার পানে চাহিল, তারপর ললাটের ঘাম মুছিয়া—কেহ আপত্তি করিবার আগেই আবার সেই জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে দৌড়াইয়া গেল।

দূরে দেখা গেল—আগুনের শিখা-বেষ্টিত রঞ্জন আর তার বুকের উপর ক্ষুদ্র একটি শিশু। কাপড় ধরিয়া উঠিয়াছে, রঞ্জনের সমস্ত গায়ের উপর দিয়া আগুনের শিখা ঢেউ-খেলিয়া নাচিতেছে।

তীর-বেগে বাহিরে আসিবার সঙ্গে-সঙ্গে প্রজ্জলিত গৃহ সশব্দে পড়িয়া গেল, সঙ্গে-সঙ্গে রঞ্জনও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

"আল্লা-আল্লা! আল্লা বাঁচাও—আল্লা বাঁচাও!"

মেয়েরাই রঞ্জনকে ধরাধরি করিয়া দূরে লইয়া গিয়া শোয়াইয়া দিল, শিশুর উপর তখন দৃষ্টি দিবার অবকাশ কাহারও ছিল না।

*　　*　　*　　*

১০৭ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত

রঞ্জনের বিছানার পাশে বসিয়া থাকে রমা, চাহিয়া-চাহিয়া তাহায় চোখে পলক পড়ে না।

……রমা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উনি জিজ্ঞাসা করছিলেন দিদি, বাবা যে তাঁকে পত্র দিয়েছেন তোমায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে—তার উত্তর কি দেবেন?"

অমলা শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল, "ওঁকে আর কোন উত্তর দিতে হবে না রমা, আমি আজ বিকেলেই কলকাতায় রওনা হবো ঠিক করেছি।"

রমা যেন আকাশ হইতে পড়িল—"সে কি কথা, আজ বিকেলেই যাবে তা' তো আগে কিছুই বল নি দিদি ?"

অমুলা আগের মতই শান্তকণ্ঠে বলিল, "বলার তো কোন দরকারই হবে না ভাই! তোমরা আমায় নেহাৎ লোকাচার রাখতেই একখানা পত্র দিয়েছিলে, বেশই জানতে, আমি আসব না। তবু আমি এসেছি সে-যেমন নিজের ইচ্ছায়, যাওয়াও তেমনি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায়, এর জন্যে কাউকে জানানো বা কারও মত নেওয়ার কোন দরকার নেই তো রমা!"

রমা নতনেত্রে নিস্তব্ধে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর যখন মুখ তুলিল, দেখা গেল তাহার দুইটি চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

আর্দ্রকণ্ঠে সে বলিল, "আমি কিছুই জানতেম না দিদি, সেজন্যে আমায় ক্ষমা ক'রো। প্রথমদিন তুমি যখন এলে আমি সেদিন জানতেম না তুমি কে, জানবার প্রবৃত্তিও আমার হয় নি। কি জানি কেন আমার কোন-কিছুর সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানার কৌতূহল কোনদিনই হয় না।"

সে-কথা যে সত্য তাহা অমুলা জানে। প্রথম দর্শনেই অমুলা তাহার পরিচয় পাইয়াছে, কেবল বাহিরের নয়—অন্তরেরও।

অমুলা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর আজও তুমি আমার পরিচয় পাও নি ?"

রমা উত্তর দিল, "পেয়েছি। পেয়েছি সেইদিন, যেদিন মা'র শ্রাদ্ধ হ'লো।"—এক-পা অগ্রসর হইয়া সে হঠাৎ অমুলার একখানা হাত চাপিয়া ধরিল, কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমার এতটুকু কষ্ট-দুঃখ হবে না দিদি, তুমি তোমার ঘরেই থাকো, তুমি যেয়োনা। আমি বাপের বাড়ী যেতে পারতেম, কিন্তু সেখানে আমার মা থাকেন মামার বাড়ী, আমি গেলে দুঃখিনী মা আমার ব্যস্ত হ'য়ে পড়বেন তাই আমি সেখানে যাব না।

আমায় এখানে থাকতে দিয়ো, আমি তোমাদের সব কাজ করব। কাজ করবার জন্যেও তো লোকের দরকার হবে দিদি, তুমি তো কিছু পারবে না!"

তাহার হাত-দু'খানা যে বরফের মতই ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল তাহা অমলা বেশ বুঝিতেছিল। সে রমার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল,

সে-দৃষ্টিতে ছিল অসীম বিস্ময়!

এই বাংলার মেয়ে, বাংলার বউ। স্বামীকে ভালোবাসিয়া স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে এই—পুত্রকে ভালোবাসিয়া তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে সেও এই—এই কন্যা, এই স্ত্রী, এই মা।

অমলা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "তুমি আমায় দিচ্ছো, কিন্তু আমি তো নিতে পারব না বোন্! তুমি যে দিতে চাচ্ছো, এই তোমার অন্তরের প্রকৃত পরিচয়, কিন্তু আমার তো থাকার যো নেই, আমায় যে যেতেই হবে। আমি তো থাকব ব'লে আসি নি, কাজেই গৃহলক্ষ্মী হওয়ার সৌভাগ্য আমার হবে না। আরও একটা কথা কি জানো?"

একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কণ্ঠস্বর নামাইয়া সে বলিল, "আসল কথা, বউ হ'য়ে থাকা আমার দ্বারা হবে না। চিরকাল লেখা-পড়া নিয়ে গেল, বাইরে-বাইরে ঘোরা যার অভ্যেস, সে কি এখন বউ হ'য়ে ঘরে থাকতে পারবে? আরও কথা আছে, ওই-যে পাড়ার মেয়েরা দলে-দলে আসবে আর সমালোচনা করবে, এ-আমি সইতে পারব না—কিছুতেই না।"

রমা বলিল, "লোকের কথার ভয়ে তুমি স্বামীর ঘর করবে না দিদি, এত ভীতু তুমি?"

তার ধিক্কারে অমলার জড়-মন হঠাৎ যেন সচেতন হইয়া উঠিল, সে আবার রমার মুখের পানে তাকাইল।

রমা একটা হালকা নিশ্বাস ফেলিয়া চাপা-সুরে বলিল, "তোমায় একটা কথা বলি দিদি, উনি যে আমায় বিয়ে করেছেন এ স্বেচ্ছায় নয়, নিজের অনিচ্ছায়—মায়ের ইচ্ছায়। জানো দিদি, এ বিয়েতে উনি একটুও সুখী হন নি, আমি ওঁকে সুখী করতে পারি নি। আমি ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ উনি আমার বিধবা মাকে লোকনিন্দার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, আমাকে রক্ষা করেছেন। আমি ওঁর দাসী হ'য়ে থাকতে চাই। জানি সত্যিকারের স্ত্রী কোনদিন হ'তে পারব না, ওঁর অন্তরে কোনদিন স্থান পাব না। আমার কাজ ওঁকে খাওয়ানো, ওঁর সেবা, করা, এ-ছাড়া আর কিছু নয় দিদি।"

রমা চুপ করিল।

কতখানি বেদনা যে এই নব-পরিণীতার হৃদয়ের তলে লুকাইয়া আছে, তাহার কথা হইতেই তাহা জানা যায়। উপর হইতে দেখিয়া বুঝিবার যো নাই, সর্ব্বদা হাসির মুখোসে সে তাহার কান্নার রূপকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

রমা আবার একটা নিশ্বাস লইল, শুষ্ক হাসির রেখা মুখের উপর ফুটাইয়া তুলিয়া বলিল, "আমাকে শুধু কাজ নিয়ে ভুলে থাকতে দাও, আমাকে কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে দাও, ছদ্মবেশের আড়ালে আমাকে থাকতে দিয়ো না ভাই-দিদি! আমি চাই ওঁর মুখে সত্যিকার আনন্দের হাসি দেখতে, কিন্তু সে-হাসি ফোটাবার ক্ষমতা তো আমার নেই?"

অমলা তাহার কাঁধের উপর হাতখানা রাখিল, স্নেহপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "কে বললে নেই? আমি বলছি সে-ক্ষমতা তোমার আছে, প্রত্যেক স্ত্রীরই সে-ক্ষমতা আছে। আমার কথা বলবে বোন্—সত্যি কথা বলব?"

সে একটু ইতস্তত করিল।

রমা বলিল, "তোমার যা' কথা তা' বল ?"

অমুলা বলিল, "একটা সত্যি কথা যে আমি কেবল স্ত্রী হওয়ার পক্ষপাতিনী নই। আমার ও তাঁর মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান, তোমার ক্ষমতা কি রমা, সে-ব্যবধান ঘোচাতে পারো !"

রমা বলিল, "কিন্তু তা' তো হ'তে পারে না দিদি! পুরাণে পড়েছি, লোপামুদ্রা, সতী, সীতা, বেহুলা—"

অমুলা হাসিল, বলিল, "পুরাণ চিরকালই পুরাণ রমা, নূতন-যুগে তার স্থান নেই। ও-সব সতী মেয়েদের কথা ব'লে উপদেশ দেওয়া যেতে পারে মাত্র, কাজে কেউ ও-দৃষ্টান্ত নিতে পারে না। আজ এখানে স্বামীর গৃহলক্ষ্মীরূপে থাকতে গেলে আমায় কতখানি ত্যাগ করতে হবে জানো ? প্রথমেই দেখ—আমি যে একজন গ্র্যাজুয়েট সে-কথাটি ভুলতে হবে, কারণ যিনি আমার স্বামী তিনি কোনরকমে ম্যাট্রিক পাশই করেছেন মাত্র। আমার কাছে প্রতিপদে তাঁকে পরাজিত হ'তে হবে, এতে তাঁর কষ্ট হ'য়ে উঠবে দুর্ব্বার এবং আমারও মনে জাগবে অহঙ্কার। সেই অহঙ্কারই আমায় বাধা দেবে স্বামীকে ভক্তি করতে, শ্রদ্ধা করতে। ভালোবাসতে হয়ত পারা যায়—লোকে যে মানুষের চেয়ে নিকৃষ্টতম কুকুর-বেড়ালকেও ভালোবাসে, কিন্তু শুধু সেইরকম ভালোবাসাটাই তো স্বামীর কাম্য নয়, স্বামীকে হওয়া চাই সমান অথবা অনেক উঁচু—নিচু হওয়া কখনও নয়। যদি কোন সময় তাঁকে বড় বা সমান ব'লে নাই ভাবতে পারি, শাস্ত্রানুসারে সেটা হবে মহাপাপ এবং স্বামীর কাছেও হবে দারুণ মনস্তাপের বিষয়। কাজেই দরকার নেই তাতে, তার চেয়ে তফাতে থাকাই ভালো। তারপর ধর, কোনদিন তোমার অসুখ হ'লে বা রাগ ক'রে বাপের বাড়ী চ'লে গেলে রেঁধে ভাত খাওয়াতেও পারব না, কলসী নিয়ে পুকুরঘাট থেকে জলও

আনতে পারব না, কাজেই আমার আশা ছেড়ে দাও রমা, আমি যেখানে ছিলেম সেখানেই চলে যাই।"

রমা বিস্ময়ে বড়-বড় চোখ দুইটি বিস্ফারিত করিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

অমুলা বলিল, "আরও কি জানো? ছোট-বেলা থেকে আমি এমন শিক্ষা পাই নি যার জন্যে আজ মানতে পারব—স্বামী দেবতা এবং ওঁর তুষ্টির জন্যে আমায় সবই করতে হবে। পুরাণে শুনেছি, গান্ধারীর স্বামী অন্ধ ছিলেন ব'লে তিনি নিজের চোখ সাতপুরু নেকড়া দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন, বেদবতী কুষ্ঠাক্রান্ত স্বামীকে লক্ষহীরার বাড়ী পৌছে দিয়েছিলেন, সীতা বনে যাওয়ার আদেশ না-পেলেও স্বামীর সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন, ও-সব আদর্শ নেবে তোমরা, আমি নেব না—আমার বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষা আমায় বাধা দেবে।"

রমা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যে-শিক্ষা মানুষকে পর্য্যন্ত বদলে দেয় সে-শিক্ষালাভ না-করাই ভালো।"

অমুলা বলিল, "তুমি ভুলে যাচ্ছো এটা বিংশ শতাব্দী, আমরা অন্য শতাব্দীতে বাস করছি নে। এ-যুগে প্রথা নেই তাই বিধবার সহমরণ রহিত হয়েছে, বাণপ্রস্থ আর নেই। সোজা কথায় আরও বলি—লোকে আগে যে ধর্ম্মার্থে সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দান করতো, আজকাল আর সে-সব প্রথাই নেই। এরই নাম নূতন যুগ—নূতন শিক্ষা।"

বুদ্ধিহীনা রমা কোন কথাই বুঝিল না, কেবল বুঝিল—অমুলা আজ যাইবেই, কেহ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

..................ক্রমশঃ

সর্ব্ববাদীসম্মত নূতন ধরণের শিশুসাহিত্য !

শ্রীসুকুমার দে সরকারের লেখা

যে বইখানি 'তরুণ-সাহিত্য-মন্দির' থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে তা'র নাম—

সব-দিক-দিয়ে এই বইখানির এমন একটা লোভনীয় আকর্ষণ আছে যা' না-দেখে, কেবল বিজ্ঞাপন প'ড়ে অনুমান করা একেবারেই অসম্ভব। ছোট, বড় প্রত্যেকের সুখপাঠ্য এই উপহারের বইখানি এখনো যদি না কিনে থাকো—যে-কোন বইয়ের দোকানে গিয়ে অন্ততঃ একবার দেখে এসো !

দু'টাকার উপযুক্ত এই বইখানির

দাম মাত্র ৸০ বারো আনা, মাঃ ।৵০

মোট ১৵০ মণিঅর্ডার ক'রে পাঠালে ঘরে বসেই বই পাবে।

তরুণ-সাহিত্য-মন্দির—৫৯, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।